বরুণ চন্দ

সাপের ঝাঁপি

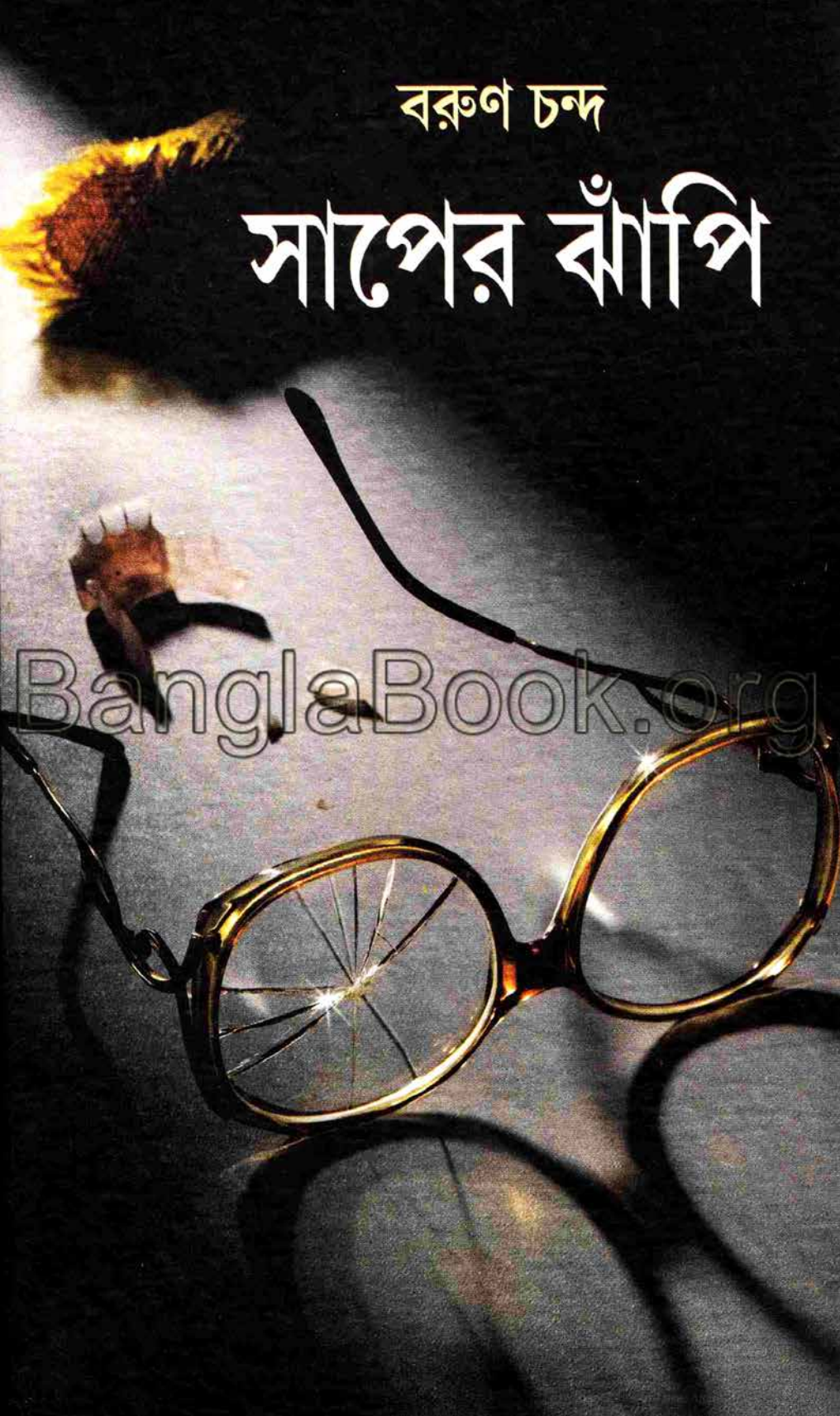

BanglaBook.org

"সুজাতা মুখার্জির মৃতদেহ ঘরের মেঝেতে একটা বেয়াড়া ভঙ্গিতে পড়ে আছে। একটা পা হাঁটু অবধি তোলা, অন্য পা অনেকটা পিছিয়ে। স্প্রিন্টারদের দৌড়ের ভঙ্গির মতো। ভদ্রমহিলার পরনে শুধু একটা পিঙ্ক রঙের নাইটি। একটা দিক উরু পর্যন্ত উঠে এসেছে। মাথাটা নীচের দিকে নামানো। শরীরে বেশ কয়েকটা জায়গায় ধস্তাধস্তির চিহ্ন।..."

রুদ্ধশ্বাস রহস্য থ্রিলার

সাপের ঝাঁপি

www.BanglaBook.org

বরুণ চন্দ

সাপের ঝাঁপি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১২

SAPER JHANPI
by
Barun Chanda

ISBN 81-8374-066-9

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রচ্ছদপট ছবি
বিবেক দাস
ডিজাইন
ব্রতীন রায়

অলংকরণ
সুদীপ্ত মণ্ডল

মূল্য
১৫০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 150.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

মা ও বাবাকে

যদিও এ বইয়ের কিছু-কিছু অংশ হয়তো
তারা অনুমোদন করতেন না।

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

সিনিয়ার ডিটেকটিভ অফিসার অবিনাশ রায়ের একটা ধারণা ছিল হেমন্ত মুখার্জি সরণি বুঝি লেকের ধারে হেমন্ত মুখার্জির বাড়ির কাছাকাছিই কোথাও হবে। সেটা যে ভ্রান্ত ধারণা তা ও মেনকা সিনেমা হলের কাছে গিয়েই বুঝতে পারে। প্রদ্যোৎকে মোবাইলে ফোন করলে হোত। কিন্তু কলকাতার রাস্তা সম্বন্ধে কারও কাছ থেকে জানতে কোথায় যেন অবিনাশের আত্মসম্মানে বাঁধে।

গাড়ি থেকে নেমে অবিনাশ একবার শরীরের আড়মোড়া ভেঙে নেয়। তারপর চোখ ছোট করে রাস্তার উলটোদিকের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দরজার পাশের নাম্বার প্লেটটা পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু দূর থেকে ঠিক ঠাহর হয় না। অগত্যা, বাধ্য হয়েই অবিনাশ বুক পকেট থেকে চামড়ার নরম খাপটা বার করে চোখে চশমা আঁটে। কিন্তু রাস্তা পার হওয়ার আগে স্থির হয়ে ও একবার চারপাশটা দেখে নেয়।

সামনে তেতলা বাড়ি। বাইরের দেওয়ালে অনেকদিন রং পড়েনি। দেওয়ালের একদা হলুদ রং কোথাও-কোথাও এখনও গায়ে লেগে আছে। তবে এর ওপর বছরের-পর-বছর গাড়ির ধোঁয়া আর রাস্তার ধুলোর প্রলেপ পড়েছে। এবং সব শেষে বর্ষার কালচে সবুজ শ্যাওলার পোঁচ। সব মিলিয়ে একটা অ্যবস্ট্র্যাক্ট পেন্টিং-এর ক্যানভাস।

একতলায় পরপর তিনটে দোকান। একটা স্টেশনারি, একটা ওষুধের, আরেকটা স্যানিটারি ওয়্যার, বাথরুম ফিটিংস ইত্যাদির। দোতলায় একটা টানা বারান্দা। তার এক কোণে পুরোনো ভাঙা ফার্নিচার জড়ো করা রয়েছে। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে। ওপরের দরজা জানলা সব বন্ধ।

মেন দরজার পাশ দিয়ে ছাদ থেকে মর্চে ধরা লোহার মেন ওয়াটার পাইপ একতলা পর্যন্ত নেবে এসেছে। সেরকম তৎপরতা থাকলে ওটা ধরে অনায়াসেই দোতলার বারান্দা অবধি ওঠা যায়।

উলটোদিক থেকে আসা ট্র্যাফিক পাশ কাটিয়ে অবিনাশ রাস্তা পার হয়। চশমা পরে এবার দেওয়ালের নাম্বার প্লেটটা ও স্পষ্ট দেখতে পায়। ২১/৩ হেমন্ত মুখার্জি সরণিই তো বটে।

BanglaBook.org

দরজার ভিতরে দাঁড়ানো কনস্টেবল অবিনাশকে চিনতে পেরে হাতের আঙুল কপালে জড় করে সেলাম ঠোকে।

—বডিটা দোতলায় স্যার। এই সিঁড়ি দিয়ে চলে যান।

অবিনাশ একটু হাসে। সিঁড়ি দিয়ে যে দোতলায় যেতে হবে সেটা ও জানে।

অবিনাশ দোতলার ল্যান্ডিং-এ পৌঁছনো মাত্র প্রদ্যোৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রদ্যোৎ-এর পুরো নাম প্রদ্যোৎ মিত্র। গত দু-তিন বছর অবিনাশের অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

—দিস ওয়ে স্যার...

প্রদ্যোৎকে অবিনাশ আগে থেকেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। প্রারম্ভিক অনুসন্ধান যাতে এগিয়ে থাকে। ফ্ল্যাটে ঢুকেই অবিনাশের চোখে পড়ে বেশ কিছু লোক খাবার ঘর আর ড্রইং রুমে ভিড় করে আছে। খুব সম্ভবত পাড়ার কৌতূহলী প্রতিবেশী।

চোখ দিয়ে প্রদ্যোৎকে ইঙ্গিত করে অবিনাশ।

—যারা-যারা এ কেসটাতে জড়িত নয় তাদের আসতে বলো। এটা সার্কাস না।

প্রদ্যোৎ চটপট লোক হাটাতে শুরু করে।

—কে আমার হরিদাশ পাল রে...উনি বলা মাত্রই আমাদের চলে যেতে হবে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ছোঁড়া এই উটকো মন্তব্যটা অবিনাশ উপেক্ষা করে।

—বডিটা কোথায়?

অবিনাশ ভিড় খালি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে।

—বেডরুমে স্যার।

খাবার ঘর পার হয়ে অবিনাশকে প্রদ্যোৎ সোজা শোওয়ার ঘরে নিয়ে আসে। ঘরের মধ্যে ঢুকে মুহূর্তের জন্য অবিনাশ থমকে দাঁড়ায়। মার্ডার ইনভেস্টিগেসন করাটা ওর দৈনন্দিন কাজ। তবু, মাঝে-মাঝে কিছু মৃতদেহ দেখে এখনও বিচলিত বোধ করে।

সুজাতা মুখার্জির মৃতদেহ ঘরের মেঝেতে একটা বেয়াড়া ভঙ্গিতে পড়ে আছে। একটা পা হাঁটু অবধি তোলা, অন্য পা অনেকটা পিছিয়ে। স্প্রিন্টারদের দৌড়ের ভঙ্গির মতো।

ভদ্রমহিলার পরনে শুধু একটা পিঙ্ক রঙের নাইটি। একটা দিক উরু পর্যন্ত উঠে এসেছে। মাথাটা নীচের দিকে নামানো। শরীরে বেশ কয়েকটা জায়গায় ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন।

হাঁটু গেড়ে অবিনাশ মৃতদেহটার পাশে বসে। ফরসা হাতের বেশ কয়েকটা জায়গায় বেগুনি দাগ।

—কেউ ছোঁয়নি তো?

মুখ না তুলেই অবিনাশ জিগ্যেস করে।

BanglaBook.org

—না স্যার, করোনার ছাড়া।

প্রদ্যোৎ পিছন থেকে উত্তর দেয়।

অবিনাশ উঠে প্রদ্যোৎকে জানলার ধারে নিয়ে যায়।

—এনি ফিজিকাল মলেস্টেশন?

—না স্যার। কোনও ফোর্সফুল এন্ট্রির চিহ্ন, সিমেনের রেজিডিউ...নাথিং।

—হুঁ। কিছুটা যেন আস্বস্ত বোধ করে অবিনাশ।

—কেসটা বেশ জটিল স্যার।

—কী অর্থে?

—স্যার ভদ্রমহিলা খুন হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু বডিতে সেরকম কোনও সাংঘাতিক ইনজুরি, যার থেকে উনি মারা যেতে পারেন সেরকম চিহ্ন নেই।

অবিনাশ ডেড বডিটার পাশে ফিরে আসে। মহিলার মাথার চুল আলুথালু হয়ে আছে। সেটা খুন হওয়ার সময় ধ্বস্তাধ্বস্তির জন্যও হতে পারে, আবার সারারাত ঘুমিয়ে থাকার জন্যও।

মাথা নীচু করে দেখার সময় অবিনাশের হঠাৎ চোখে পড়ে খাটের তলায় কী একটা জিনিস যেন চিকচিক করছে। বার করতে গিয়ে দেখে ওটা একটা সোনালি ফ্রেমের চশমা। হাত দিয়ে ধরতে গিয়েও অবিনাশ থেমে যায়। পকেট থেকে রুমাল বার করে সেটা দিয়ে ধরে ও চশমাটা সন্তর্পণে তুলে আনে। চশমার বাঁ-দিকের বাঁটটা প্রায় উলটে গেছে। একটা কাচ ভাঙা।

—যা বলেছিলাম স্যার...

আগেকার কথার রেশ ধরে প্রদ্যোৎ।

—বডির গলায় সেরকম কোনও মার্কিং নেই...গলায় ফাঁস...দড়ির চিহ্ন-কিচ্ছু না।

—করোনার কী বলছে?

—সেটাই তো সবচেয়ে সারপ্রাইজিং স্যার...বলছে ডেথ বাই এ অ্যাস্ফিক্সিয়েশন... সেটা অবশ্য আন অফিশিয়ালি। অফিশিয়াল রিপোর্ট এখুনি পাওয়া যাবে না। পোস্ট মর্টেম হবে, তারপর।

—অ্যাস্ফিক্সিয়েশন..মানে শ্বাসরোধ?

—ইয়েস স্যার...শ্বাসরোধ হয়েই যদি উনি মারা যাবেন তাহলে বডিতে তো তার কোনও একটা চিহ্ন অবশ্যই থাকবে।

অবিনাশ মৃতদেহর একটা হাত তুলে আবার ছেড়ে দেয়। এখনও কমপ্যারাটিভলি নরম আছে। রাইগর মরটিস হয়নি যখন, মনে হয় ভোরের দিকেই মার্ডারটা হয়েছে। গতকাল রাতে নয়।

ঘরের মেঝের থেকে ভাঙা চশমা ছাড়া আরও দুটো জিনিস পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

প্রথমটা হল, বডিটার কাছে কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা একটা ছোট্ট ভাঙা দাঁত। আরেকটা একটু দূরে ড্রেসিং টেবিলের পাশে বেতের তৈরি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে দলা মোচরা করে ফেলা একটা কাপড়ের ন্যাপকিন।

পকেট থেকে একটা ছোট পাউচ বার করে অবিনাশ। ওটা খুলতে দেখা যায়, ভেতরে ইলাস্টিক ব্যান্ডের মধ্যে টুইজার, ছোট কাঁচি, ছুরি ইত্যাদি সারি-সারি করে সাজানো রয়েছে। টুইজারটা বার করে অবিনাশ সেটা দিয়ে ভাঙা দাঁতটা কার্পেট থেকে চোখের সামনে তুলে ধরে।

—ডেনচারস...আসল দাঁত নয়।

—তাহলে?

প্রদ্যোৎ জিগ্যাসু দৃষ্টিতে অবিনাশের দিকে তাকায়। পকেট থেকে টর্চ বার করে অবিনাশ মহিলার মুখের ভেতর আলো ফেলে।

—হুঁ। ডানদিকের চারটে মোলার টিথ মিসিং।

অবিনাশ টর্চটা নিবিয়ে প্রদ্যোৎ-এর দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকায়।

—প্রশ্নটা হল...ডেনচারস-এর বাকি অংশটা তাহলে কোথায়। সঙ্গে প্লাস্টিকের ব্যাগ আছে?

প্রদ্যোৎ পকেট থেকে ছোট আকারের প্লাস্টিকের জিপ ব্যাগ বার করে। এই ব্যাগের তিন দিক সিলড, আর একদিকে ফাস্টনার লাগানো। এর মধ্যে একটাতে টুইজার দিয়ে ভাঙা দাঁতটা ভরে রাখে অবিনাশ। আরেকটাতে ভাঙা চশমাটা।

এদিক-ওদিক খুঁজতে-খুঁজতে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের ভেতর থেকে কাপড়ের ন্যাপকিনটা নেহাতই অ্যাক্সিডেন্টালি পাওয়া যায়। এমনিতে ন্যাপকিনটায় সেরকম কোনও বিশেষত্ব নেই। রান্নাঘরে কাপ প্লেট মোছার জন্য সাধারণত এরকম ন্যাপকিন ব্যবহার করা হয়। কি মনে হতে, অবিনাশ টুইজার দিয়ে ন্যাপকিনটা বাস্কেট থেকে বার করে। ন্যাপকিনটার কিছু-কিছু জায়গায় স্যালাইভা বা কফ জাতীয় তরল পদার্থ জমে ক্লট বেধে আছে। আরেকটা জায়গায় রক্তের দাগ।

ন্যাপকিনটা থেকে একটা ফেন্ট দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। নিজের অজান্তেই অবিনাশের নাকটা একটু কুঁচকে ওঠে। তৃতীয় ব্যাগে ন্যাপকিনটা ভরে ও সবক'টা আইটেম প্রদ্যোৎ-এর হাতে তুলে দেয়।

—ফরেনসিকের কাজে লাগবে।

—কী-কী চেক করতে বলব?

—ডেনচারসের ব্যাপারটা তো তোমাকে এখুনি বললাম। ন্যাপকিনটার স্যালাইভা টেস্ট করে দেখা দরকার ওটা সুজাতা মুখার্জির স্যালাইভার সঙ্গে ম্যাচ করছে কিনা। রক্তটাও।

—আর কিছু?

BanglaBook.org

প্রদ্যোৎ জিগ্যেস করে।

—আর সুজাতার আঙুলের নখগুলো বিশেষ ভাবে চেক করা...কোনও স্কিন টিশু বা বডি হেয়ার পাওয়া যায় কিনা। আততায়ীর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে আঙুলের নখে এ জাতীয় কোনও সামপল লেগে থাকতে পারে।

অবিনাশ হঠাৎ প্রদ্যোৎ-এর সঙ্গে কথা বন্ধ করে এদিক-ওদিক তাকায়।

—আমি একটু হাত ধোবো। বেসিনটা কোথায়?

হাত ধোওয়ার ব্যাপারে স্যারের একটা ফেটিশ আছে, বিশেষ করে কোনও ডেডবডি হ্যান্ডল করার পর, এটা প্রদ্যোৎ আগেও লক্ষ্য করেছে। খাবার ঘরের বেসিনে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে অবিনাশ হাত মোছে।

—এবার তোমার ফাইন্ডিংসটা কী শুনি?

প্রদ্যোৎ এই প্রশ্নটারই অপেক্ষায় ছিল।

—আপনি আসার আগে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানলাম...সুজাতাদেবী সম্ভবত খুব ভোরবেলায় ফ্ল্যাটের মেইন দরজা খুলে দিতে গিয়েছিলেন। এটাই ওর ডেইলি রুটিন। মেয়েটি বাড়িতে থাকলেও উনিই ভোরবেলায় জমাদারকে দরজা খুলে দিতেন।

প্রদ্যোৎ কনজারভেটিভ পরিবারে মানুষ। তাই বয়স্কা মহিলাদের নামের সঙ্গে 'দেবী' কথাটা অনেক সময়ই যোগ করে।

—আজ জমাদার বুঝি দেরি করে এসেছে?

—হ্যাঁ।

অবিনাশের কথায় সায় দিয়ে বলে প্রদ্যোৎ।

সাধারণত, জমাদারের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুজাতাদেবী জেগে থাকতেন। তারপর জমাদার চলে গেলে ফ্ল্যাটের মেইন দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়তেন। উঠতেন গিয়ে বেলা আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ। কাজের মেয়েটি ওই সময় ওঁর ঘরে গিয়ে বেডটি দিয়ে আসত।

—আজও তাহলে আটটার সময় কাজের মেয়েটি সুজাতা মুখার্জির ঘরে ঢোকে?

—না স্যার, গতকাল কাজের মেয়েটি বাড়িতে ছিল না।

—কেন?

অবিনাশের চশমার ফ্রেমটা একটু লুজ। যার জন্য মাঝে-মাঝেই ওকে চশমাটা একটু তুলে নাকে বসাতে হয়।

—কয়েকদিন আগে দেশে গিয়েছিল, বাচ্চার অসুখ বলে। গতকাল ওর ফিরে আসার কথা ছিল...

BanglaBook.org

—কিন্তু ফেরেনি।

প্রদ্যোৎ-এর হয়ে কথাটা শেষ করে অবিনাশ।

—এখনও পর্যন্ত না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অবিনাশ আবার প্রশ্ন করে।

—মেয়েটির দেশের ঠিকানা কেউ জানে? খবর নিতে বলো।

—হ্যাঁ স্যার। নেওয়া হয়েছে। মেয়েটি ক্যানিং-এর কাছে থাকে। দখনে। আমি ওয়ারলেসে ক্যানিং থানায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছি ওকে খুঁজে বার করার জন্য। মেয়েটির নাম লক্ষ্মী।

—গুড

প্রদ্যোৎ-এর কথায় অবিনাশ খুশি হয়।

—ভদ্রমহিলার স্বামী মিস্টার মুখার্জি গতকাল রাত্রে কোথায় ছিলেন?

—মনে হয় কাল উনি বাড়ি ফেরেননি।

—ফানি।

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হয়ে আসে।

—কাল কাজের মেয়েটির দেশ থেকে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু এল না। ভদ্রমহিলার স্বামীও ঠিক সেই রাতেই বাড়ি থেকে অ্যাবসেন্ট।

ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে চিন্তা করা অবিনাশের অভ্যেস।

—তাহলে ডেডবডিটা প্রথম দেখল কে?

—জমাদার।

প্রদ্যোৎ-এর কথায় বিস্মিত হয় অবিনাশ।

—এই না তুমি বললে জমাদার আজ দেরি করে এসেছে?

—হ্যাঁ। আজ দেরি করে ঘুম ভাঙায় ও নাকি বেলা করে এ বাড়িতে এসেছিল। মনে হয় কাল রাতে ধেনো টেনো কিছু খেয়েছে। মুখ দিয়ে এখনও গন্ধ বেরোচ্ছে।

—ওকে থাকতে বলো। পরে ওরসঙ্গে কথা বলতে চাই।

—ইয়েস স্যার...ও কোথাও যাবে না।

—জমাদার বাড়িতে এসে কী করল?

অবিনাশ আবার আজকের ঘটনায় ফিরে আসে।

—ফ্ল্যাটের বাইরে এসে ও ডোরবেল টেপে। কিন্তু, বেশ কয়েকবার বেল টেপার পরও ভেতর থেকে কেউ সাড়া দেয়নি।

—তারপর?

—জমাদার তখন দরজাটা ঠেলে। ঠেলতেই নাকি দরজা খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে ও প্রথমে কিছু সন্দেহ করেনি। কিন্তু বাথরুমটা পরিস্কার করার পর ও বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচড যে বাথরুমটা আছে সেটা পরিস্কার করার জন্য

BanglaBook.org

দরজায় নক্ করে। কিন্তু..

—কিন্তু এবারও ভেতর থেকে কোনও সাড়া পায় না তাই তো?

—ঠিক তাই।

অবিনাশের কথায় প্রদ্যোৎ মাথা নাড়ে।

—জমাদারের মতে দিদি কখনও এত দেরি করে শুয়ে থাকে না। বাড়িতে লক্ষ্মীকেও দেখতে না পেয়ে অবশেষে জমাদার বেডরুমের দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে। জানলার পরদা ঢাকা ছিল বলে ও প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারেনি। তারপর, মাটির দিকে চোখ পড়তেই নাকি ওর নেশা-ফেশা সব ছুটে যায়। হাঁউ মাঁউ করে ও চেঁচিয়ে ওঠে।

—ওঁর বাড়ির লোকরা...আই মীন ওঁর স্বামী জানতে পারলেন কখন?

—পাড়ার লোকেরাই নাকি বাড়িওয়ালার কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে ওর স্বামীকে জানায়।

—সারপ্রাইজিং...বাড়িওয়ালার ফোন নেই? ও নিজের লাইন থেকে ফোন করল না কেন?

—ওর লাইন নাকি খারাপ...কাজ করছে না।

—হুঁ।

অবিনাশ মৃদু হাসে।

—আমার ধারণা মার্ডার কেস বুঝতে পেরে বাড়িওয়ালা এ ব্যাপারে ইলভলভড হতে চাননি।

—হতে পারে।

প্রদ্যোৎ শোল্ডার শ্রাগ করে বলে।

—তারপর...ভদ্রলোক, মানে ওর স্বামী এখানে এসে ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানকে ডাকেন। মার্ডার কেস বলে সন্দেহ হওয়ায় ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডেথ সার্টিফিকেট দিতে রাজি হন না। তখন...পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

—তাহলে সুজাতার স্বামী এখন এখানেই আছেন?

প্রদ্যোৎ মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—হ্যাঁ। আপনি যখন বেডরুমে ঢুকলেন তখন উনি দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম শতদল মুখার্জি।

—ওকে ডাকো। কথা বলব।

BanglaBook.org

—আপনিই শতদল মুখার্জি...সুজাতার স্বামী?

—হ্যাঁ।

—বসুন।

ভদ্রলোকের দিকে একটা চেয়ার ঠেলে দেয় অবিনাশ। ভদ্রলোক বসেন।

—আপনার মানসিক অবস্থাটা কী বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনার স্ত্রী খুব সম্ভবত খুন হয়েছেন...সেই জন্য আপনাকে আমার কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন করতেই হবে।

—আই আনডারস্ট্যান্ড।

বয়েস কালে শতদশ নিশ্চয়ই বেশ সুপুরুষ ছিল। টকটকে ফরসা রং। ছোট করে গোঁফ ট্রিম করা। অনেকটা এরল্‌ফ্লিন্‌ এর মতো। মাথায় ঢেউ খেলানো কাঁচাপাকা চুল। ক্যামেল কালারের সার্টের বুক পকেট থেকে রে ব্যানের সানগ্লাস একটু বেরিয়ে আছে। তবে চোখের তলায় পাউচ এবং বর্ধিষ্ণু মধ্যপ্রদেশ থেকে বোঝা যায় ভদ্রলোকের ড্রিঙ্কস এর প্রতি দুর্বলতা আছে। নাকের ওপর ফাইন ভেনস থেকে অবিনাশ এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত হয়।

—আপনার মর্নিং ওয়াকের অভ্যেস? লেকটা তো বোধহয় এখান থেকে কাছেই।

—না-না।

শতদল মুখার্জি লাজুক ভাবে হাসে।

—আমার সকালবেলায় ওঠার অভ্যেস নেই।

—তাহলে সাতসকালে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আপনার স্ত্রী যখন মার্ডারড হন তখন তো আপনি বাড়ি ছিলেন না?

নাকি...আমি কোথাও ভুল করছি।

অস্বস্তিতে শতদলের মুখ-কান লাল হয়ে ওঠে।

—না, মানে...

শতদল একবার আড়চোখে প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকায়।

—আমি তো ওনাকে আগেই বলেছি...কাল রাতে আমি এ বাড়িতে ছিলাম না।

—সরি।

ভদ্রলোকের দিকে অবিনাশ ভুরু তুলে তাকায়। আমাকে আর একবার যদি কাইন্ডলি বলেন...আপত্তি নেই তো?

—না।

কিন্তু শতদলের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বোঝা যায় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সে রকম উৎসুক নয়।

—গুড।

অবিনাশ শতদলের দিকে নিজের চেয়ারটা এগিয়ে আনে।

—আপনি বলছেন কাল রাতে আপনি বাড়ি ছিলেন না...

BanglaBook.org

একটু পজ দিয়ে অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—কোথায় ছিলেন?

—ই এম বাইপাসে আমার একটা জমি আছে। গত বছর আমি ওখানে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করি। কাল রাতে আমি ওখানেই ছিলাম।

—তাহলে...কাল ওখানে গিয়ে আপনি কাজের তদারক করছিলেন?

—ঠিক তা নয়।

শতদলের মুখ আবার রক্তিম হয়ে ওঠে।

—আসলে...বাড়ি তৈরির কাজটা শেষ হয়ে গেছে। মানে শহরের মধ্যে থাকতে-থাকতে আমি একেক সময় হাঁপিয়ে উঠি। তাই মাঝে-মাঝে...ওটা আমার একটা রিট্রিট বলতে পারেন। ওখানে গিয়ে আমি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

—আর এখানে তখন আপনার স্ত্রী শেষ নিশ্বাস ফেলেন...

খানিকটা স্বগতোক্তির মতো অবিনাশ কথাটা বলে। শতদলের মাথা নীচু হয়ে থাকে।

—এটা ভাড়া বাড়ি?

অবিনাশ প্রশ্নের ডিরেকশন পালটায়।

—হ্যাঁ।

—এ বাড়িতে কত বছর ধরে আছেন?

—তা..পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর তো হবে।

—নিজেদের বাড়ি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরও ভাড়া বাড়িটা রাখলেন কেন? আপনার স্ত্রী কী ও বাড়িতে গিয়ে থাকতে চাননি?

—ঠিক তা নয়।

উত্তর দেওয়ার আগে শতদল একটু ভেবে নেয়।

—সুজাতা যে আমাদের বাইপাসের বাড়িতে গিয়ে থাকেনি তা নয়। তবে, বাড়িটা ঠিক ওর পছন্দ হয়নি।

—নিজের বাড়ি পছন্দ হয়নি...ভাড়া বাড়ি পছন্দ?

—সুজাতা আসলে লোকজন ভালোবাসে। সরি...বাসত। এখানকার বাড়িটাতো বলতে গেলে গড়িয়াহাটের ওপর। দোকানপাট, বাজার, রেস্টুরেন্ট...সবই কাছাকাছি। এতদিন গড়িয়াহাটের কাছে থাকার পর ওর বাইপাসের বাড়িটা নির্জন, লাইফলেস লাগত...এর জন্য অবশ্য আমি ওকে দোষ দিচ্ছি না।

কথা বলতে গিয়ে শেষের দিকে শতদলের গলা ধরে আসে।

—এনি ওয়ে...এখন ও দোষ দেওয়ার ঊর্ধ্বে।

নিজের স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে এতটা ইমোশনাল হয়ে পড়া এটা জেনুয়িন, না অভিনয়? অবিনাশ ভাবে।

BanglaBook.org

—আচ্ছা মিস্টার মুখার্জি...আপনার ফাইনানশিয়াল কনডিশন কীরকম?

শতদল একটু চমকে অবিনাশের দিকে তাকায়।

—মানে...আপনি জানতে চাইছেন আমি কী করি?

—বলতে পারেন তাই।

—আমি...

শতদল একটু সেল্ফ ডেপ্রিকেটিং হাসি হাসে।

—বলতে পারেন একটা ছোটখাটো কোম্পানির মালিক। ডিরেক্ট মার্কেটিং, সেলস প্রোমোশন, ইনটিরিয়ার ডেকোর...এসবের কাজ করি।

মানি ব্যাগের ভেতর থেকে শতদল একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে অবিনাশের হাতে দেয়। কার্ডটা হাতে নিয়ে অবিনাশ চশমাটা একটু ওপরের দিকে তুলে পড়ে। রেগুলারলি ব্যবহার না করার জন্য বাইফোকালটা এখনও ওর পুরোপুরি রপ্ত হয়নি।

—হেড স্টার্ট মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস প্রোমোশন...স্মার্ট নেম। কেমন চলছে?

—ভালো খারাপ এগুলো সবই আপেক্ষিক ব্যাপার।

একটু ম্লান হেসে শতদল উত্তর দেয়।

—ডিরেক্ট মার্কেটিং-এ অনেক লোকজনের প্রয়োজন। তাই বলতে পারেন আমার মধ্যে একটা ছোট সেন্স অফ স্যাটিসফ্যাকশন আছে যে আমি অন্তত কিছু সংখ্যক বাঙালির জন্য অন্নসংস্থান করতে পেরেছি।

—ভালো কথা। আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর রিলেশনশিপ কেমন ছিল?

শতদল বোধহয় ঠিক এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই, উত্তর দিতে একটু সময় নেয়।

—এই মোটামুটি। আর পাঁচটা বিয়েতে স্বামী-স্ত্রীর যেরকম সম্পর্ক হয়।

—মোটামুটি...

নিজের মনেই যেন অবিনাশ কথাটার ওজন বোঝার চেষ্টা করে।

—আরেকটু খুলে বলা যায়?

কথা বলার আগে শতদলের বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

—বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর আমাদের পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা, অ্যাট্রাকশন যাই বলুন...একটা ছিল। কিন্তু, তারপর যা হয়...নিজের ব্যবসা দাঁড় করানোর জন্য আমি একটু বেশি রকম ইনভলভড হয়ে পড়ি। ক্লায়েন্ট এন্টারটেনমেন্ট, অফিসের জরুরি কাজ...এইসব করে বাড়ি ফিরতে অনেক সময় দেরি হয়ে যেত। আমার কর্মজীবনের সঙ্গে সুজাতা ঠিক অ্যাডযাস্ট করে নিতে পারেনি।

একটু ক্ষণের জন্য শতদল বাইরের জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—ক্রমশ আমাদের দুজনের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। পরে, ওর নিজস্ব কিছু বন্ধুবান্ধব হয়। কফি মিটস্...কিটি পার্টি...দোষটা বোধ হয় আমারই।

BanglaBook.org

মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক দূরত্বের পরিধি বোধহয় এতদিন পর আবার নতুন করে উপলব্ধি করে শতদল।

—আপনার স্ত্রীর নামে আলাদা কোনও প্রপার্টি আছে? কিম্বা ইনশিওরেন্স পলিসি?

—বছর দশেক আগে সুজাতার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় মারা যান। মারা যাওয়ার সময় উনি তাঁর সমস্ত বিষয়-আশয় সম্পত্তি সুজাতার নামে উইল করে দিয়ে যান।

—উইচ ইজ কনসিডারেবল?

—বলতে পারেন। কোল মাইনস্ ন্যাশনালাইজড হয়ে যাওয়ার আগে ভদ্রমহিলার স্বামী একটা কোলিয়ারির মালিক ছিলেন।

—ইনশিওরেন্স?

—না। সুজাতার কোনও ইনশিওরেন্স পলিসি আছে বলে জানি না।

—জুয়েলারি?

—সুজাতার মার জুয়েলারি সব ওই পায়।

—ওনলি ডটার?

—ওনলি চাইল্ড। তাছাড়া...বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সোনা-গয়নার প্রতি একটা স্বভাবজাত দুর্বলতা আছেই। বেশি বয়সে সুজাতা জীবনটাকে খুব উপভোগ করতে চাইত। পার্টি...ড্রিঙ্কস...বলড্যান্স।

শতদলের গলায় কি অপছন্দের সুর? অবিনাশ বোঝার চেষ্টা করে।

—আপনার স্ত্রীর নিজস্ব কোনও সোর্স অফ ইনকাম ছিল?

—হ্যাঁ...লেদার এক্সপোর্টের বিজনেস। ক্যানাডায় ওর এক কাজিন অনেক বছর ধরে আছে, ওর থ্রু দিয়ে এক্সপোর্ট করত।

—পোপ্রাইটরশিপ, না পার্টনারশিপ?

—পার্টনারশিপ।

—আপনার সঙ্গে?

—না।

—বাইরের কেউ?

—হ্যাঁ। বলতে পারেন সুজাতার ফাইনান্স পার্টনার।

—সারপ্রাইজিং...

অবিনাশ কিছুক্ষণ শতদলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আপনার স্ত্রীর ব্যবসা...অথচ আপনি ফাইনান্স করলেন না?

—আমার কাছ থেকে আসলে ও কোনও সাহায্য চায়নি। অ্যাডমিনিসট্রেটিভ, ফাইনানশিয়াল...কোনওটাই নয়।

BanglaBook.org

শতদলের উত্তরটা গম্ভীর শোনায়।

বেশির ভাগটাই অপছন্দ, অবিনাশ স্থির করে।

—সত্যি কথা বলতে গেলে কি...ওর এসব কাজকর্ম করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমি ওকে পকেট মানি দিতাম।

অ্যানাদার এম সি পি? অবিনাশ মনে-মনে হাসে।

—আপনাদের দুজনের মধ্যে কখনও কি টাকা-পয়সা নিয়ে কোনও গণ্ডগোল...

—সেটা ঠিক বলব না।

শতদল অবিনাশের ভুল সংশোধন করে।

—তবে...ওর খরচা করার হাত ছিল। দামি-দামি শাড়ি কেনা। ক্লাবে পার্টি দেওয়া। তাই একদিন আমাকে বলতেই হল...আমি এরকম টাকা নষ্ট করা অ্যাফর্ড করতে পারব না। তখন সুজাতা বলে, পার্টি আমি ঠিকই দেব। তবে, ভবিষ্যতে তোমার পয়সায় নয়। ও বলে...টাকা রোজগার করাটা নাকি সেরকম কিছু ব্যাপার নয়।

—সুজাতার তাহলে আপনার কাছে প্রমাণ করার একটা ব্যাপার ছিল।

—অস্বীকার করব না।

একটুক্ষণ শতদলের দিকে তাকিয়ে থেকে অবিনাশ প্রশ্ন করে।

—ওনার ফাইনান্স পার্টনার কি মেল?

—হ্যাঁ।

শতদলের সংক্ষিপ্ত জবাবে বিরক্তির ঝাঁজ।

—এবং আপনি সেটা অ্যাপ্রুভ করেননি।

—না। নো সেল্ফ রেসপেকটিং ম্যান ক্যান।

নিজেকে সংযত রাখতে শতদলকে বেশ চেষ্টা করতে হয়।

—ও কী করবে না করবে সেটা অনেক সময়ই আমার অনুমতি সাপেক্ষ ছিল না।

বিটারনেস, জেলাসি...না রাগ? নাকি, এসব কিছুরই সংমিশ্রণ?

—আপনাদের মনোমালিন্য কখনও ফিজিকাল ভায়োলেন্স অবধি গড়ায়নি?

—না-না। আমি কখনও আমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিনি...নেভার।

অবিনাশ প্রশ্নের ডিরেকশান পালটায়।

—আপনার স্ত্রী কোনও উইল করে গেছেন বলে জানেন?

—উইল?

চেষ্টা করে ঘাড় নাড়ে শতদল।

—না। হলেও আমার অজান্তে।

—আপনাদের কোনও ফ্যামিলি লইয়ার আছে?

—না। তার এখনও পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি।

BanglaBook.org

—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কারও শত্রুতা আছে বলে জানেন?

—শত্রুতা?

শতদলের মুখ পাংশু হয়ে যায়।

—এমন শত্রুতা যার জন্য প্রয়োজন হলে খুনও করা যায়।

—আমার স্ত্রীর সঙ্গে কারও এরকম শত্রুতা থাকতে যাবে কেন?

দু-হাতের মধ্যে মাথা গোঁজে শতদল।

—দেখুন। ঠিক এই মুহূর্তে এটা নিয়ে আমি কোনও চিন্তা করতে পারছি না।

—ঠিক আছে...এ নিয়ে পরে কথাবার্তা হবে।

—এনি ইশুজ?

—এক্সকিউজ মি?

—আপনাদের কোনও ছেলে মেয়ে হয়নি?

—একটি। কন্যা।

—বয়েস?

—১৯। এই মে-তে ২০ হবে।

—তাহলে এখন নিশ্চয়ই পড়াশুনো করে?

—এ বছর পার্টওয়ান দিতে গিয়ে পি অপটেড্ আউট।

—আপনার কাছে থাকে, না ওর মার কাছে?

—আমার কাছেই...মানে এখানে থাকে।

—তা হলে শী ওয়াজ হিয়ার লাস্ট নাইট?

—না।

উত্তর দিতে গিয়ে শতদলকে একটু বিব্রত দেখায়।

BanglaBook.org

—শুনলাম কাল ও ওর কোনও বান্ধবীর কাছে ছিল। আজ ওকে খবর দেওয়ার পর এসেছে।

—স্ট্রেঞ্জ!

শতদলের সঙ্গে অবিনাশ কনফাইডিং টোনে কথা বলে।

—দেখুন তো...কাল রাতে এ বাড়িতে আপনি নেই, কাজের মেয়েটি নেই, এমনকি আপনাদের মেয়েও নয়।

একটু বেশি রকম কোয়েন্সিডেন্স, না?

জানলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে শতদল।

—ইদানীং রিমির সঙ্গে ওর মার সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না।

গতকাল রাতে ওর মেয়ের এ বাড়িতে না থাকার একটা কার্যকারণ সম্পর্ক দেখাবার চেষ্টা করে শতদল।

—তাই অনেক সময়ই রিমি এ বাড়িতে থাকত না। ইউজড টু কাম অ্যান্ড গো।

—রিমি...আপনার মেয়ে?

—হ্যাঁ।

শতদল অ্যাপোলজটিক ভাবে হাসে।

—আপনাকে বলা হয়নি।

শতদল আবার আগের কথার রেশ ধরে।

—আর বোঝেন তো...বড় হলে আজকালকার ছেলেমেয়েদের জোর করে বাড়িতে আটকে রাখা যায় না।

—ঠিক। এখন...ও কোথায় আছে?

—এ বাড়িতেই...

—তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলা যায়?

—অবশ্যই।

শতদল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—ও পাশের ঘরেই রয়েছে...ডেকে দিচ্ছি।

—জাস্ট এ সেকেন্ড...

শতদল চলে যাচ্ছিল, অবিনাশের কথা শুনে দাঁড়িয়ে যায়।

—কাল রাতে এবং আজ ভোরবেলায় আপনি কোথায় ছিলেন?

কিছুটা বিস্মিত হয়ে শতদল অবিনাশের দিকে তাকায়।

—কেন? বাইপাসের বাড়িতে।

—ওটা কি ভেরিফায়েবল?

—আমার কোনও অ্যালিবাই বা সাক্ষী আছে কিনা জানতে চাইছেন?

BanglaBook.org

শতদল শুকনো হাসি হাসে।

—না। রাতটা আমি ওখানেই কাটিয়েছি। তবে, হ্যাঁ...আমার ড্রাইভার সঙ্গে ছিল। ও রাতে আমার বাড়িতেই থাকে।

শতদলকে শঙ্কিত হতে দেখে অবিনাশ ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

—জাস্ট ভেরিফাইং ফ্যাক্টস।

অবিনাশের কথায় অবশ্য শতদল কতটা আশ্বস্ত হল বোঝা গেল না।

—তুমিই রিমি?

মেয়েটি নড করে।

—বোসো।

অবিনাশের কথামতো মেয়েটি সামনের চেয়ারে বসে। পরনে আজকালকার ট্রেডমার্ক পোশাক। টি সার্ট আর লো কাট স্ট্রেচ প্যান্টস, পায়ের দিকে ফ্লেয়ার করা। টি সার্টটা লম্বায় ছোট। বসলে বেলি বাটন এবং কোমরের বেশ কিছু অংশ চোখে পড়ে।

মেয়েটির বয়স কুড়ি বছরের কম হলে কি হবে, মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ দেখে মনে হয় তিরিশেরও উর্ধ্বে। এই পৃথিবীতে যা কিছু দেখার, শোনার এবং এক্সপিরিয়েন্স করার-সবই ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কপালে ভুরু যেখানে শুরু হয়েছে তার ঠিক ওপরে, দুটো দাঁড়ির মতো রেখা ইতিমধ্যেই বেশ স্পষ্ট। গালে, হাসির ভাঁজে তিক্ততার ছাপ।

—'তুমি' করে বলছি বলে মনে করলে না তো?

—তুমি, আপনি...আমার কাছে কিছু এসে যায় না।

কপাল থেকে চুল সরিয়ে মেয়েটি সোজাসুজি অবিনাশের দিকে তাকায়।

—আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—তাহলে সেটা সেরে ফেলুন।

—মেয়েটি নিজের হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে অবিনাশের দিকে মুখ তোলে। ইঙ্গিতটা অবিনাশের কাছে পরিষ্কার।

—আমি তোমার কাছে তোমার মার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

—কেন...বাপির সঙ্গে এই নিয়ে তো অলরেডি কথা হয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে আবার সেম টপিক নিয়ে কথা বলাটা ডুপ্লিকেশন হয়ে যাচ্ছে না?

—বোধহয় না।

মেয়েটির কথায় যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ অবিনাশ তা গায়ে মাখে না।

—তোমার সঙ্গে এই কারণে কথা বলতে চাই যে তুমি তোমার মার সম্বন্ধে

BanglaBook.org

অনেক কিছু হয়তো জানো, যেটা তোমার বাবা জানেন না। আফটার অল...তোমার সঙ্গে তোমার মার যা রিলেশনশিপ সেটা তো তোমার বাবার হতে পারে না।

উত্তরে রিমি শোল্ডার শ্রাগ করে।

—স্কুলিং কোথায়?

—হঠাৎ পারসোনাল প্রশ্ন?

রিমি পালটা প্রশ্ন করে।

—প্রশ্ন করার অধিকারটা আমার।

—লোরেটো...চন্দননগর।

—কিন্তু তোমরা তো কলকাতায় থাক। তাহলে তোমায় চন্দননগরে কেন তোমার মা-বাবা পাঠালেন?

—কেন না মা-বাবার ধারণা হয়েছিল যে কলকাতায় থেকে আমি বাউন্ডুলে হয়ে যাচ্ছি, তাই। তাদের মতে বোর্ডিং স্কুলে থাকলে আমার জীবনে ডিসিপ্লিন আসবে।

—আর তোমার কি ধারণা?

—সত্যি কথা বলব...

মেয়েটি চোখ ছোট করে অবিনাশের দিকে তাকায়।

—সহ্য করতে পারবেন তো?

—ট্রাই মি।

—আমাকে হস্টেলে পাঠানো হয়েছিল যাতে মা-বাবা ফূর্তিতে জীবন কাটাতে পারে।

—ফূর্তিতে?

—হ্যাঁ...ফূর্তিতে। রাত্রিতে রেস্টুরেন্টে গিয়ে মদ খাওয়া...নাচগান করা...রাত দুটোয় টলতে-টলতে বাড়ি ফেরা। ফূর্তির মানে বোঝেন না?

—হ্যাঁ বুঝি...

—না, আপনি কিছুই বোঝেন না, বুঝতে পারেন না মিস্টার ওয়াটস ইওর নেম?

—অবিনাশ রায়।

—আপনার পক্ষে কখনওই বোঝা সম্ভব নয়...কেন না আপনি কখনও আমার মা-বাবার সঙ্গে থাকেননি। থেকেছি আমি। আমার কলকাতায় থাকাটা...ইট ওয়াজ ক্র্যামপিং দেয়ার স্টাইল।

রিমি যে বেশ উত্তেজিত সেটা ওর কপালের ফুলে ওঠা শিরা দেখে বোঝা যায়। অবিনাশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলে না। তারপর বলে, একদম অন্য সুরে।

—রিমি...তোমার মা-বাবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল?

—পারস্পরিক?

BanglaBook.org

রিমি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

—দ্যাটস এ বিগ জোক। মা-বাবা নিজেদের আলাদা-আলাদা অ্যাজেন্ডা নিয়ে থাকত।

—তোমার মার কি অ্যাজেন্ডা ছিল?

—মার?

রিমি বোরড ভাবে উত্তর দেয়।

—নিজের লেদার গুডসের বিজনেস, বিজনেশ পার্টনার, পার্টিজ...গুড লাইফ। হোয়াট এলস?

ভুরু কুচকে রিমি তার সদ্য খুন হওয়া মার জীবনে আর কী-কী অ্যাজেন্ডা ছিল মনে করার চেষ্টা করে।

—হ্যাঁ, মার আর একটা অবসেশন ছিল...নিজেকে নিয়ে। নিজেকে ইয়াং রাখার জন্য দুনিয়ায় হেন স্কিন ক্রিম নেই যা মা ব্যবহার করেনি। শেষের দিকে তো মা বোটক্স ট্রিটমেন্টও করত।

অবিনাশের মনে পড়ে সুজাতার বেডরুমের ড্রেসিংটেবিলে ও বিবিধ আকারের কসমেটিকস-এর শিশি-জার ইত্যাদি দেখেছিল বটে।

—মা আমার সঙ্গে কমপিট করতে চাইত। সেইজন্য মা পার্টিতে ডেয়ারিং জামা কাপড় পরা শুরু করে। ব্যাকলেস ব্লাউজ, হাফ কাপ ব্রা...এনিথিং টু টার্ন হেডজ...

অবিনাশ আলোচনার বিষয় পালটায়।

—আর তোমার বাবার কী অ্যাজেন্ডা ছিল?

—সিম্পল।

রিমি ব্যাঁকা করে হাসে। হাতের পাঁচ আঙুল গোল আকৃতি করে দেখায়।

—বুব চেসিং...

—কাম এগেন।

অবিনাশ শিয়োর নয় ও ঠিক শুনেছে কিনা।

—বুঝতে পারলেন না?

অবিনাশের বোধগম্যের জন্য রিমি সহজ করে বলে।

—বাপি ওয়াজ দা বিগেস্ট ওম্যানাইজার দিস সাইড অফ দ্য গ্যাঞ্জেস।

মেয়েটি সল্প হাসে।

—বাপি এখনও তাই।

রিমির কথা শুনতে-শুনতে অবিনাশের কান ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে।

—আগেই বলেছিলাম...সত্যি কথা বললে সহ্য করতে পারবেন না।

অবিনাশ রিমির তর্কে যোগ দেয় না।

—তোমার সঙ্গে তোমার মার কীরকম সম্পর্ক ছিল রিমি?

BanglaBook.org

—আই ডোন্ট গেট ইট...আমার সঙ্গে আমার মার কী সম্পর্ক ছিল...তার সঙ্গে মার খুনের কী সম্পর্ক?

—আছে।

অবিনাশ শান্ত গলায় জবাব দেয়।

—আজ তোমার সঙ্গে তোমার মার যদি ভালো সম্পর্ক থাকত, তাহলে খুব সম্ভবত কাল রাতে তুমি এই বাড়িতেই থাকতে। এবং তাহলে আজ বোধহয় তোমার মা এরকম নৃশংসভাবে খুন হতেন না।

এই প্রথম রিমি জবাব দেওয়ার মতো কথা খুঁজে পায় না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—আপনার আশা করি আর কিছু জানার নেই।

—তোমার সঙ্গে তোমার মার রিলেশনশিপ...সেটা তো বললে না।

—আমার সঙ্গে আমার মার বনিবনা হত না...ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। মা আমাকে কোনওদিন ভালোবাসেনি।

—আর তোমার বাবা?

—বাপি ওয়াজ ও কে। একেক সময় তো মনে হয় বাপি যে আমায় ছোটকালে খুব ভালোবাসত সেটাই মার আমাকে অপছন্দ করার বড় কারণ।

—কাম অন...তুমি বলতে চাও তোমার মা তোমার প্রতি জেলাস ছিলেন?

—না শুধু জেলাসি নয়। তার থেকেও খারাপ কিছু।

কিন্তু জেলাসির থেকে খারাপ জিনিসটা যে কি তা আর রিমি এক্সপ্লেন করে না।

—কাল রাত থেকে আজ ভোরবেলা পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, কী করেছ, কে-কে তোমার সঙ্গে ছিল, সব জানতে চাই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিমি আবার চেয়ারটায় বসে।

—কাল নাইট শোতে একটা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম।

—একা?

—না, বন্ধুদের সঙ্গে।

—তারপর...রাতটা?

—বয়...বান্ধবীর বাড়িতে।

—বান্ধবীর নাম?

—ইলু...ইলোরা চৌধুরী।

—ঠিকানা?

উত্তরে রিমি ইলোরাদের লী রোডের ঠিকানা জানায়। এবং ওদের ফোন নাম্বার।

—এবার বয়ফ্রেন্ডের কথা শুনি?

—এখানে বয়ফ্রেন্ডের কথা আসছে কোত্থেকে?

BanglaBook.org

—কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে জিগ্যেস করতে তুমি প্রথমে বয় বলতে গিয়ে বান্ধবী বললে। তা, তোমার বয়-বান্ধবী কাল রাতটা তোমার সঙ্গেই ছিল?

অবিনাশ রিমির কাছে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকলেও রিমি কোনও জবাব দেয় না।

—দ্যাখো...শেষ পর্যন্ত যেটা সত্যি সেটা ঠিকই বেরোবে। লাভের মধ্যে লাভ তোমার বান্ধবী ইলোরা, তার বাবা-মা সব্বাই ইনভলভড হবে। সেটা কি ভালো?

কি মনে করে রিমি উত্তর দিতে রাজি হয়।

—কাল রাতে নীলকে আমি বারবার না করেছিলাম আমার কাছে থাকতে।

—নীল?

অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—নীলাঞ্জন বোস...আমার বন্ধু...বলতে পারেন, আমরা মোটামুটি এনগেজড।

—মোটামুটি এনগেজড মানে...তোমরা এনগেজড। কিন্তু তোমাদের মা-বাবা সেটা জানেন না?

—ঠিক তা নয়। আমার মা নীলের ব্যাপারটা জানে...জানত।

কথা বলতে-বলতে রিমি থেকে যায়।

—তবে অ্যাপ্রুভ করেননি, তাই কী?

—হ্যাঁ...মার মতে বিয়ের ডিসিশন নেওয়ার মতো বয়েস আমাদের হয়নি।

অবিনাশ আবার গতকাল রাতের কথায় ফিরে আসে।

—নীল যে তোমার সঙ্গে গতকাল ছিল...এটা কি ইলোরাদেরই বাড়িতে?

—হ্যাঁ।

—সে কি...এতে ইলোরার মা-বাবা কেউ আপত্তি করেননি?

উত্তর দিতে গিয়ে রিমি ইতস্তত করে।

—ইলোরার মা-বাবা...আসলে জানতেন না।

—কী জানতেন না? তুমি ইলোরার সঙ্গে আছ, না...দ্য ফ্যাক্ট যে তোমার বয়ফ্রেন্ডও তোমার সঙ্গে রয়েছে?

—ওঁরা জানতেন যে শুধু আমিই ইলোরার সঙ্গে রয়েছি...ওর ঘরে।

অবিনাশ কথাটা শুনে ভুরু তুলে রিমির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

—ইলোরার মা-বাবার অজান্তে নীল ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকল কি করে?

—ইলুদের ফ্ল্যাটে একটা সেপারেট এন্ট্রান্স আছে।

—আর সেই এন্ট্রান্স দিয়ে নীলকে ঢোকানো হল?

রিমি চুপ।

—আর আজ সকালটা?

—এ বাড়ি থেকে বাপির ফোন কল আসা পর্যন্ত আমি ইলুদের বাড়িতেই

BanglaBook.org

ছিলাম।

—ইলোরার ঘরে...কিন্তু নীলের সঙ্গে?

রিমি এবারও কোনও উত্তর দেয় না।

অবিনাশ গালে হাত বুলিয়ে চিন্তা করে।

—আর তোমার বান্ধবী ইলোরা...সে কোথায় রাত কাটাল? তোমাদেরই সঙ্গে কি?

—না, গতকাল রাতে ইলু ওর ছোট ভাইয়ের ঘরে গিয়ে শোয়।

পুরো ঘটনাটা অবিনাশ নিজের মনে একবার চিন্তা করে নেয়।

—আচ্ছা...ঠিক কাল রাতেই কেন নীল তোমার কাছে থাকাটা সাব্যস্ত করল জানতে পারি?

—ওর মনে হয়েছিল আমি খুব মেন্টালি ডিসটারবড ছিলাম, এবং কোনও একজনের আমার সঙ্গে সব সময়ে থাকার প্রয়োজন ছিল।

—এবং ইলোরার তোমার সঙ্গে থাকাটা যথেষ্ট নয়...বিশেষ করে নীল-এরই থাকার দরকার ছিল?

একটুক্ষণ চুপ করে রিমি জবাব দেয়।

—কাল আমি খুব ডিপ্রেস্‌ড ছিলাম তাই।

—ডিপ্রেস্ট...এ বয়সে?

—আসলে মার সঙ্গে কাল সন্ধেবেলায় আমার অনেকক্ষণ কথা হয়...

—কথা হয়...না ঝগড়া?

রিমির কাছে এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই।

—ডিপ্রেশনের কথা বলছ...তুমি ড্রাগজ খাও?

অবিনাশের প্রশ্নে রিমি বেশ চমকে ওঠে।

—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—তোমার চোখ দেখে সন্দেহ হচ্ছিল।

—আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি।

রিমির মুখে বিদ্রুপের হাসি।

—কামস উইথ দ্য ট্রেড। চোর, বাটপার, খুনে, ড্রাগ অ্যাডিক্টস্...এসব নিয়ে ঘর করি কিনা, তাই।

রিমির মুখ থেকে বিদ্রুপের হাসি মিলিয়ে যায়।

অবিনাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে রিমির পেছনে এসে দাঁড়ায়। ওর চেয়ারে হাত রাখে।

—তোমার বাবার কাছে শুনছিলাম তোমার মার নামে বেশ কিছু প্রপার্টি আছে...এবং ভ্যালুয়েবলসও।

—থাকতে পারে...তা দিয়ে আমার কী আসে যায়?

BanglaBook.org

—তোমার মা কোনও উইল করে গেছেন বলে তুমি জানো?

—না। করলেও অন্তত আমাকে বলে যাননি।

রিমি সোজাসুজি অবিনাশের দিকে তাকায়।

সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটে যে জমাদার কাজ করে তার নাম সরযু।

সরযুর রোগা লম্বা চেহারা। মাথা ভরতি একরাশ অগোছালো চুল, কখনও চিরুনি পড়েছে বলে মনে হয় না। চোখের সাদা অংশটা ঘোলাটে। ঠোঁটের দু-কোণে শুকনো সাদা ছোপ। লোকটি ঘরে ঢোকা মাত্র একটা মিঠে-পচা গন্ধ অবিনাশের নাকে আসে। সরযু জানায় যে আজ তার শরীর ভালো লাগছিল না-বলে ও দেরি করে এ বাড়িতে এসেছিল। এমনিতে খুব ভোরে আসে...সাড়ে পাঁচটা ছ'টা।

—দরজা খুলে দেয় কে? কাজের মেয়েটি, না দিদিমণি?

—দিদিমণি। আগে দরজার ফুটো দিয়ে দেখে নেয় কে তারপর দরজা খোলে।

—কিন্তু আমি যদি বলি তুমি আজ ভোরবেলায় ঠিকই এসেছিলে। আর তোমাকে দেখে দিদিমণি দরজা খুলে দেয়, কিন্তু সে জানত না যে তুমি দরজার আড়ালে অন্য লোক লুকিয়ে রেখে দিয়েছ। তারপর তোমরা দুজনে মিলে দিদিমণিকে গলা টিপে মেরেছ।

ইচ্ছে করেই অবিনাশ সরযুকে ভয় দেখায়।

—না বাবু...বিশ্বাস করুন।

সরজু পাগলের মতো এদিক-ওদিক তাকায়।

—আমি আগে আসিনি। এ কথা নিশ্চয়ই নীচের ওই খ্যাপা বুড়োটা বলেছে।

BanglaBook.org

ব্যাটার কোনও মাথার ঠিক নেই।

—খ্যাপা বুড়ো?

প্রদ্যোৎ-এর দিকে অবিনাশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

—রোজ রাত্তিরে খ্যাপা বুড়ো এসে এ বাড়ির সিঁড়ির তলায় ঘুমোয় না? পাত্তি খেয়ে থাকে তো।

—বুড়োর নাম কী?

এবার প্রদ্যোৎ জিগ্যেস করে।

—ওর আবার কী নাম হবে? এখানে সব্বাই ওকে খ্যাপা বুড়ো বলেই ডাকে। মোড়ের মিষ্টির দোকানটা আছে না...দোকানের ডালপুরি কচুরি, যা বিক্রি হয় না...ওরা বুড়োটাকে খেতে দেয়।

—মিষ্টির দোকানে গিয়ে খবর নাও তো...

অবিনাশ প্রদ্যোৎকে বলে।

—এই খ্যাঁপা বুড়োর ব্যাপারটা একটু জানতে হয়। তা, বুড়োটার খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমার সম্বন্ধে হঠাৎ আজে বাজে কথা বলতে যাবে কেন?

অবিনাশ আবার সরযুকে নিয়ে পড়ে।

—ওর কথা বিশ্বাস করবেন না বাবু...ও নেশা করে সবসময় চুর হয়ে থাকে।

কথা বলতে-বলতে সরযুর গলা কাঁদো-কাঁদো হয়ে যায়। মুখে একটা ভীতির ছাপ। কথা বলতে-বলতে হঠাৎ সরযু মাটিতে উপুড় হয়ে অবিনাশের পা ধরতে যায়। অবিনাশ তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নেয়।

—বিশ্বাস করুন...আমি খুন খারাপির কিছু জানি না।

—আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আগে উঠে বোসো তো।

সরযু হাঁটু দুটো চিবুকের নীচে জড়ো করে মাটিতে বসে।

—এ বাড়িতে কত দিন কাজ করছ?

—অনেক বছর হল...দশ-বারো...

—তাহলে তো তুমি এ বাড়ির মালকিনদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানো!

—আমি তো শুধু সকালে কাজ করি। আমি কী জানব বলুন?

—একেবারেই কি কিছু জানো না?

অবিনাশ খুব মিষ্টি করে কথা বলে।

—যা জানো বলো না..

প্রদ্যোৎও মাথা কাত করে সায় দেয়।

—তোমার কোনও চিন্তা নেই।

সরযু একটুক্ষণ চুপ করে বলা শুরু করে।

—মালিকরা দুজনেই ভালো কিন্তু মাঝে-মাঝেই ওদের মধ্যে ঝগড়া হত।

BanglaBook.org

—কী নিয়ে?

—দাদাবাবু দারু খেতে খুব ভালোবাসে। বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব এলে হুজ্জুত করত। একবার তো দাদাবাবুর এক দোস্ত অনেক দারু খেয়ে বসার ঘরে কার্পেটে উল্‌টি করল।

—উল্‌টি?

—বমি করা।

প্রদ্যোৎ পাশ থেকে বুঝিয়ে বলে।

—কাঁচের দামি গেলাস ভাঙচুর হল...দিদিমণি রাগ করে বিলেতি মদের বোতল বারান্দা থেকে রাস্তায় ফেলে দিল।

—তা সরযু...

প্রদ্যোৎ এবার জিগ্যেস করে।

—তুমি তো বললে খুব ভোরবেলায় এসে কাজ করো। এ বাড়ির রাতের খবর জানলে কী করে?

—রাত্তিরে এসে খালি প্যাকেট, নোংরা সব আমিই সাফ করতাম। দিদিমণি আমার জন্য খাবার আনতেন....পুরো প্যাকেট।

—আর দাদাবাবু?

—দাদাবাবু খুব দরাজ লোক। খালি বোতল সব আমায় দিয়ে দিত। একেক সময়ে বোতলে আমার জন্যও একটু রেখে দিত। বলত সরযু...এটা তোর জন্য।

কিছুক্ষণ পর অবিনাশ সরযুকে ছেড়ে দেয়। অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ চুপ করে পাশাপাশি বসে থাকে।

—চা?

প্রদ্যোৎ অবিনাশকে জিগ্যেস করে।

—চা...এখানে?

—নীচ থেকে আনিয়ে নিচ্ছি।

একটুক্ষণের মধ্যেই প্লাস্টিকের কাপে করে চা আসে। কড়া এবং মিষ্টি হলেও চা-টা খেতে অবিনাশের খারাপ লাগে না।

—আচ্ছা স্যার...সরযুর ব্যাপারে একটা প্রশ্ন থেকেই গেল, না?

—কী প্রশ্ন?

অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকায়।

—ও কী সত্যি-সত্যিই আজ ভোরবেলায় এখানে এসেছিল...নাকি বেলা করে?

—এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি অবশ্যই হতে পারে। ফার্স্ট খ্যাপা বুড়োকে খুঁজে বার করা। যদি ও গতকাল রাতে এ বাড়ির সিঁড়ির তলায় কাটিয়ে থাকে তাহলে ও শুধু

BanglaBook.org

সরযু এর আগেও একবার এসেছে কিনা তাই নয়, অ্যাকচুয়াল মার্ডারারকেও দেখে থাকতে পারে।

—ঠিক কথা স্যার।

—আর শোন আমি ভুলে যাওয়ার আগে...

অবিনাশ প্রদ্যোৎকে নোট করতে বলে।

—শতদল আর রিমির সঙ্গে বসে এ বাড়ির সমস্ত পোজেশন, জুয়েলারি, ক্যাশ ইত্যাদির একটা পুরো লিস্ট করে ফেলা। দেখতে হবে বাড়ি থেকে কোনও ভ্যালুয়েবলস মিসিং কিনা। আফটার অল উই কান্ট রুল আউট বারগ্লারি, ক্যান উই?

প্রমোশন পাওয়ার পর থেকে অবিনাশের পেপার ওয়ার্ক অনেক বেড়ে গেছে। ডিপার্টমেন্টে যারা ওর গুণগ্রাহী, তাদের মতে অবশ্য অবিনাশের অনেকদিন আগেই প্রোমোশানটা পাওয়া উচিত ছিল। হয়নি শুধু একটা কারণে, ওপরওয়ালাদের কাছে গিয়ে অবিনাশ কখনও নিজের হয়ে সুপারিশ করতে পারেনি, তাই। তাই বলে যে অবিনাশের মনে কোনও খেদ বা তিক্ততা রয়েছে এরকম মনে হয় না।

অফিসে গিয়ে অবিনাশ দেখে ওর টেবিলে স্তূপীকৃত ফাইল জমে আছে। রিপোর্টস, ডকুমেন্ট, মেসেজ, কেস হিস্ট্রি। একটার-পর-একটা সবক'টা ফাইলেই চোখ বোলায় অবিনাশ। এগুলোর ওপর প্রয়োজন মতো ও নিজের কমেন্টস্ হলুদ স্টিক অন্ কাগজে লিখে সেটা ফাইলে যত্ন সহকারে সেঁটে আউট ট্রে রাখে।

কাজ শেষ করে যখন অবিনাশ চোখ তোলে তখন দেয়াল ঘড়িতে প্রায় তিনটে বাজে। ব্রিফকেস্ থেকে প্লাস্টিকের লানচ্-বক্স বার করে অবিনাশ। অন্যান্য দিনের মতো আজও হাতে গড়া রুটি আর বয়েলড্ ভেজ, দুটোই ঠান্ডা। খেতে কষ্ট হলেও বউ-এর নিজের হাতে তৈরি বলে ও টিফিনটা ফেলে দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে বেয়ারাকে দিয়ে অবিনাশ গরম-গরম দুটো মাখন টোস্ট আর অমলেট আনিয়ে নেয়। ও জানে ওর পেটের পক্ষে দুটোই অনুচিত, বিশেষ করে সরষের তেলে ভাজা অমলেটটা।

গত বছর ওর পেটে দু-জায়গায় আলসার ধরা পড়েছিল। অবিনাশ যখন চা খাচ্ছে এমন সময় ওর মনে পড়ে যে খাওয়ার আগে ক্যাপসুলটা খাওয়া হয়নি। অবিনাশের গিলটি লাগে এই মনে করে যে অফিস আসার আগে শর্মিলা ওকে বারবার করে মনে করিয়ে দিয়েছিল ক্যাপসিউলটার কথা।

কি আর করা যাবে। অবিনাশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। অপ্রীতিকর সত্যটা বাড়িতে গিয়ে না বলাই ভালো।

কিছুদিন আগেও কিন্তু শর্মি অবিনাশের জন্য হট্‌কেসে করে লাঞ্চ পাঠাত।

BanglaBook.org

কিন্তু শরীর ভালো হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অবিনাশের ডিউটি আওয়ারস্ ও ইররেগুলার হতে থাকে। শেষে, দুদিন পরপর খাবার অভুক্ত অবস্থায় বাড়িতে ফেরত আসার পর শর্মি রাগ করে হট্‌কেসে করে লাঞ্চ পাঠানো বন্ধ করে দেয়। অবিনাশ কিন্তু এতে সিক্রেট্‌লি রিলিভড্ ফিল করে। বাড়ি থেকে ডাব্বা করে খাবার আনার মধ্যে কোথায় যেন একটু স্ট্রেন স্ট্রেন গন্ধ রয়েছে।

বিকেলের দিকে হন্তদন্ত হয়ে প্রদ্যোৎ অবিনাশের ঘরে আসে। হাতে দুটো বড়-বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স।

—সুজাতার বেডরুমে যা কিছু আনইউজুয়াল বা ইন্টারেস্টিং চোখে পড়েছে এটাতে করে এনেছি।

তাড়াতাড়ি ফাইল সরিয়ে টেবিলে বাক্স দুটো রাখার জায়গা করা হয়। পরের দেড় ঘণ্টা ধরে ওরা দুজন একটার-পর-একটা আইটেম বাক্স থেকে বার করে, প্যাডে নোট করে আলাদা-আলাদা করে রাখে।

সুজাতার ফ্ল্যাটে কোনও ডায়রি পাওয়া যায়নি। যেটা অবিনাশের একটু অস্বাভাবিক মনে হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখার জন্যও তো মানুষ ডায়েরি রাখে। বিশেষ করে, সুজাতার যখন একটা রানিং বিজনেস ছিল।

—ডায়েরিটা কেউ সরিয়ে দিল না তো স্যার?

সরালে কে সরাতে পারে? যার সম্বন্ধে কোনও ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্স ওই ডায়েরিতে লেখা রয়েছে সেইরকম কোনও লোক, অবিনাশ মনে-মনে ভাবে। শতদল... রিমি...কে হতে পারে? আততায়ী?

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অবিনাশ আবার বাক্সের জিনিসপত্রে মনোনিবেশ করে।

প্রদ্যোৎ বাক্স থেকে একটা ফ্লিপ প্যাড বার করে অবিনাশের হাতে দেয়।

বস্‌ার ঘরে টেলিফোনের পাশে এটা রাখা ছিল। প্যাডের পাতা ওলটাতে গিয়ে বেশ কিছু মেসেজ চোখে পড়ে অবিনাশের। সুজাতার হাতের লেখা গোলগোল ধরনের। মেয়েদের হাতের লেখা সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে।

'অমিতার বাড়িতে এত তারিখে ডিনার'...এক্সপ্রেশনস্-এ বুকে অর্ডার দিতে হবে'...'রেভলনের ডিপ ক্লেনজিং ক্রিম ফুরিয়ে এসেছে, মার্কেট থেকে কেনা দরকার'... ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্যাডটায় বেশ কিছু ফোন নাম্বারও লেখা রয়েছে, যদিও অনেকগুলোর পাশেই কোনও নাম লেখা নেই।

অবিনাশ আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ডিপার্টমেন্টের কাউকে টেলিফোনের পাশে বসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা প্রত্যেকটা নাম্বার ডায়েল করে যেতে হবে। কোন টেলিফোন নাম্বার কার নামে, সেই ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সুজাতার সঙ্গে কি সম্পর্ক, কবে

BanglaBook.org

শেষ সুজাতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়, কী বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। এ কাজ করতে গেলে অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন। মিসেস্ গোমস্‌কে এ কাজের ভারটা দেওয়া যেত। কিন্তু ওর প্রবলেম...ও ভালো বাংলা জানে না। এ কাজের দায়িত্ব এমন কাউকে নিতে হবে যে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি সবক'টা ভাষাই মোটামুটি ভালো বলতে পারে।

—সরি প্রদ্যোৎ নাম্বারগুলো ট্রেস্ করার দায়িত্বটা বোধহয় তোমাকেই নিতে হবে।

প্রদ্যোৎ-এর মুখ ছোট হয়ে যায়। কারণ, কার্ড বোর্ডের বাক্স দুটো থেকে এরপর চারটে প্লাস্টিকের বক্স বার হয়। সবক'টায় ভরতি ভিজিটিং কার্ড। এছাড়াও লুজ কিছু কার্ড প্রদ্যোৎ রাবারের ব্যান্ডে জড়িয়ে এনেছে।

—এগুলো বেশির ভাগই সুজাতার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে পাওয়া।

—আর কিছু?

অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—হ্যাঁ। বেড সাইড্ টেবিলে এই ইংরেজি নভেলটা পাওয়া আছে। পেজ মার্ক দেওয়া। বোধহয় এতদূরই পড়া হয়েছে।

পেজ মার্কটা বার করে প্রদ্যোৎ অবিনাশের হাতে দেয়। পেজ মার্কে দুটো নাম লেখা। 'অরভিন্দ' নামটা ইংরেজিতে আর 'কল টুকু' বাংলায়। টুকুর ফোন নাম্বার অবশ্য পেজ মার্কে লেখা নেই। অরভিন্দ-এর পদবী কী হতে পারে সেটাও এই পেজ মার্ক থেকে জানার কোনও উপায় নেই। আর টুকু? খুব সম্ভবত ওটা কারও ডাকনাম।

দেখতে হবে এ দুটো নামের এগেনস্টে ফ্লিপ প্যাড বা অন্য কোথাও টেলিফোন নাম্বার দেওয়া আছে কিনা।

—আর স্যার...এই চিরকুটটা পাওয়া গেছে। ইন্টারেস্টিং...

অবিনাশ কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ে। কাগজটায় শুধু একটা লাইন লেখা। 'আমাদের এরকমভাবে আর দেখা করা উচিত হবে না।' বলা বাহুল্য, চিরকুটটাতে কোনও নাম লেখা নেই। এই চিরকুটটা কার লেখা, এবং কাকে উদ্দেশ্য করে—তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

—স্যার, চিরকুটটা কি সুজাতাকে লেখা?

—মনে তো হয়। সুজাতার লেখা হলে আর নিজের কাছে থাকবে কেন?

প্রদ্যোৎ আবার অবিনাশকে জিগ্যেস করে।

—লাইনটায় কোথায় একটা গোপন প্রেমিক-প্রেমিক গন্ধ আছে না?

—হুঁ।

অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর কথায় সায় দিয়ে বলে।

BanglaBook.org

—এবং ধরা পড়ে যাবার ভয়।

—তাই যদি হয়...তাহলে কি এই চিরকুটটার সঙ্গে সুজাতার খুনের কোনও লিঙ্ক আছে?

প্রদ্যোৎ প্রশ্ন না করে পারে না।

—সুজাতার সঙ্গে এই গোপন প্রেমিকের সম্পর্ক কেউ জানতে পেরে যায় এবং যার ফলে সুজাতা খুন হয়?

উত্তরে অবিনাশ অল্প হাসে।

—ক্রাইম অফ প্যাশন বলছ? অসম্ভব নয়। কিন্তু, খুনিকে ধরতে গেলে সবচেয়ে আগে আমাদের এই হাতের লেখাটা আইডেনটিফাই করতে হবে। কোনও আইডিয়া আছে সেটা কত শক্ত কাজ? কতজনের কাছে গিয়ে এই হাতের লেখাটা ম্যাচ্ করাতে হবে?

অবিনাশ নিজের মনেই মাথা নাড়ে। এবং এ সব কিছুর পরেও এমন কোনও স্থিরতা নেই যে এই চিরকুটটা সত্যি-সত্যি সুজাতার কোনও প্রেমিকের লেখা। প্রদ্যোৎ এবার রেক্সিনের একটা ফোল্ডারের ভেতর থেকে সুজাতার পাসপোর্টটি বার করে অবিনাশের হাতে দেয়। অবিনাশ পাসপোর্টটা ভালো করে চেক করে। প্লেস অফ ইশু ক্যালকাটা। ডেট অফ বার্থ ১৬/৬/১৯৫৮। তার মানে ভদ্রমহিলার বয়েস দাঁড়াচ্ছে ছেচল্লিশ।

অবিনাশ আবার পাসপোর্টি পড়তে থাকে। প্লেস অফ বার্থ ক্যালকাটা। অ্যাড্রেস ঃ ২১/৩ হেমন্ত মুখার্জি সরণী। ভেতরের পাতাগুলো উলটে অবিনাশ তিনটে দেশের কাষ্টমস্-এর ছাপ দেখতে পায়। জার্মানি, হল্যান্ড আর সিঙ্গাপুর। জার্মানি আর হল্যান্ড ২০০১ সালের এনট্রি। সিঙ্গাপুরটা গত বছরের।

—আর কী আছে?

চশমার ওপর দিয়ে চোখ তুলে তাকায় অবিনাশ।

—ছবি।

প্রদ্যোৎ অবিনাশের দিকে দুটো বড় অ্যালবাম এগিয়ে দেয় আর কিছু প্লাস্টিকের ছোট অ্যালবাম। যাতে পাঁচ-সাড়ে তিন সাইজের কম্পিউটার প্রিন্ট ট্রান্সপারেন্ট স্লিভস বা পাতার মধ্যে গুঁজে রাখা যায়।

বড় অ্যালবাম্ দুটোর প্রায় সবই পুরোনো ছবি। প্রথমের অ্যালবামটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট প্রিন্টস্। আর দ্বিতীয়টা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আর কালার মেশানো। একটা অ্যালবামের প্রথম পাতায় লেখা 'ডাউন মেমোরি লেন' এটাতে বেশিরভাগই শতদল আর সুজাতার বিয়ের ছবি। চড়া মেক্ আপ লাগানোর জন্যেই বোধহয় এই ছবিগুলোতে সুজাতার মুখ চকের মতো সাদা দেখায়। বিয়ের দিন ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও, পরের দিকের বেশ কিছু ছবিতেই শতদলকে সুট-টাই পরে দেখা যায়।

BanglaBook.org

এই অ্যালবামের শেষের দিকের কিছু ছবি বিয়ের অ্যানিভারসারিতে তোলা বলে মনে হয়। সুজাতার পরনে ভারি সিল্কের শাড়ি, গয়না আর গলায় ফুলের মালা। পরের দিকের কিছু ছবিতে শতদলের হাতে তরল পাত্রের আবির্ভাব অবিনাশ লক্ষ্য করে। একটাতে, বিশেষ করে ফোটোগ্রাফারের উদ্দেশ্যে টোস্ট জানিয়ে হাতের গ্লাস উঁচু করে ধরা।

পরের অ্যালবামটা রিমির ছবিতে ভর্তি। মুখে ভাতের সময় থেকে শুরু করে দোলনায় চড়া অবধি অজস্র ছবি ক্রনোলজিকাল অর্ডারে অ্যালবামটায় লাগানো রয়েছে।

ছবিগুলো যদি শতদলের তোলা হয়ে থাকে তাহলে তার ছবি তোলার দক্ষতা আছে। বিশেষ করে স্বল্প আলোয় তোলা রিমির একটা ছবি। আধো আলো আধো অন্ধকারে মেয়েটির মুখ বেশ সফট দেখায়। পেছনে আউট-অফ্ ফোকাস গাছের পাতার মধ্য দিয়ে পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে।

ছোট অ্যালবামের বেশির ভাগ ছবিই ইদানীং কালের, কালারে তোলা। এর মধ্যে কিছু ছবি বিদেশের। মনে হয় সুজাতা যখন বাইরে গিয়েছিল, তখনকার। বিদেশে তোলা বেশ কয়েকটা ছবির মধ্যে অবিনাশ এক ভদ্রলোকের মুখ দেখতে পায়। ভদ্রলোক ভারতীয়, কিন্তু শতদল নয়।

—আশা করি শতদল কিম্বা রিমি এই ভদ্রলোকটিকে আইডেনটিফাই করতে পারবে। শেষের দিকের ছবিগুলোতে সুজাতা এবং শতদল দুজনেরই মুখে বয়েসের ছাপ পড়েছে।

—আর কি আছে?

অবিনাশ ছবির অ্যালবামগুলো সরিয়ে রাখে।

—চেক লিস্ট, স্যার।

প্রদ্যোৎ একটা ফুলস্ক্যাপ শিট অবিনাশকে দেখায়।

—আপনার কথামতো শতদল আর রিমিকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছি। জুয়েলারি, টাকা-পয়সা, পেপারস্-অ্যাপারেন্টলি নাথিং-ইজ মিসিং।

প্রদ্যোৎ এর কথা শুনে অবিনাশ নাটকীয় ভাবে 'ফু' করে মুখ দিয়ে নিশ্বাস ফেলে।

—বুঝলে প্রদ্যোৎ...নাথিং ইন লাইফ ইজ ইজি। সুজাতার খুন আর যে-কোনও কারণেই হোক, বারগ্লারি থেকে নয়।

—আরেকটা কথা স্যার...

প্রদ্যোৎ হাতের নোটবই বন্ধ করে রাখে।

—আপনার কথামতো ও বাড়ির সব জায়গায় খোঁজা হয়েছে। কোনও উইল পাওয়া যায়নি। সুজাতার মিসিং ডেনচারসও নয়।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ অবিনাশ থুতনিতে হাত বুলিয়ে কি চিন্তা করে।

—চলো প্রদ্যোৎ আমরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসি। কুড বি ইনটারেস্টিং। বিশেষ করে শতদলের যখন তাকে অপছন্দ।

ট্যাংরায় লেদার ইন্ডিয়ার ফ্যাক্টরি খুঁজে বার করতে অবিনাশদের সময় লাগে। ট্যাংরায় ঢুকে আগে ওদের একটা চাইনিজ স্কুল পার হতে হয়। তারপর, রাস্তা এঁকে-বেঁকে একটা সয়া সস্ ফ্যাক্টরি। সয়া মলাসের কড়া গন্ধ ওরা গাড়ির ভেতর থেকেই পায়।

এরপর কিছুটা গেলে একটা সাধারণ চলটা ওঠা কালো টিনের গেট। তার ওপর কাট আউট লেটারিং-এ কোম্পানির নাম লেখা। ডিসটারবড এলাকা বলে নাকি বাইরে থেকে এরকম লো-প্রোফাইল প্রেজেন্স। গেট পার হয়ে একবার ভেতরে ঢুকলে কিন্তু গ্র্যাভেল ড্রাইভওয়েটা বেশ ইমপ্রেসিভ। একধারের উঁচু বাউন্ডারিওয়াল আইভি লতায় ঢাকা। কিছু দূর দিয়ে রাস্তাটা হাফ ফুল টার্ন নিয়ে মেন বিল্ডিং-এর সামনে পড়েছে। বাড়িটা এক তলা। পোরটিকো পার হতেই ডান হাতে ডিরেক্টরস্ রুম। বাঁ-হাতে জেনারেল অফিস। এগুলো পার হলে টানা ফ্যাক্টরির ফ্লোর, যেখানে সারি-সারি ইলেকট্রিক সোয়িং মেশিন, টেম প্লেটস্ ব্যাম্বু মেশিন, ইত্যাদি রাখা রয়েছে। সন্ধে হয়ে গেছে বলে এই সেকশনটা এখন খালি। মেন অফিসে এখনও দুয়েকজন লোক কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছে।

অরভিন্দ শ্রীবাস্তব অবিনাশ আর প্রদ্যোৎকে ডিরেকটরস্ রুমে এনে বসায়। এয়ার কনডিশনড্ বলে ঘরের ভেতর চামড়ার গন্ধ অপেক্ষাকৃত কম।

—ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমার এত ডিসট্রেসিং লাগছে যে বলে বোঝাতে পারব না। আই স্টিল কান্ট বিলিভ কি সুজাতা...মিসেস মুখার্জি আর নেই।

শ্রীবাস্তবের বাংলা প্রায় নিখুঁত। শুধু ছোট একটা টান ছাড়া। অবিনাশ একবার এদিক-ওদিক তাকায়। বড় ঘরটার ঠিক মাঝামাঝি দুটো টেবিল। একটা সুজাতার, আর অন্যটা শ্রীবাস্তবের। আজ অবশ্য শ্রীবাস্তবের পাশের টেবিলটা খালি। অরভিন্দ শ্রীবাস্তবের কথায় অবিনাশ ও প্রদ্যোৎ জানতে পারে যে লেদার ইন্ডিয়া সুজাতা মুখার্জি আর শ্রীবাস্তবের পার্টনারশিপ ফার্ম। এরা লেদার গুডজ্ এক্সপোর্ট করে। আগে বেশিরভাগটাই প্রোসেসড্ লেদার রপ্তানি হত। এখন, ম্যানুফ্যাকচারড্ আইটেমস্ বা ফিনিশড্ গুডজই বেশি। প্রধানত চামড়ার পোশাক এবং ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজ।

—ভ্যালু অ্যাডিশন...বেশির ভাগ এক্সপোর্টারদেরই যা আজ অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছে। শ্রীবাস্তব নিজের কাজের পরিধিটা বোঝাবার চেষ্টা করে।

—রোজ বিজনেস বা ফাইনান্স পেজে এই যে আপনারা পড়েন আমাদের

BanglaBook.org

দেশের ফরেন রিজার্ভ দিন-দিন বেড়ে চলেছে...সেটার জন্য কিন্তু আমাদের মতো স্মল এক্সপোর্টারদের কৃতিত্ব খুব কম নয়।

—সত্যি!

অবিনাশ গলায় উচ্ছ্বাস এনে বলে।

—আপনার বাংলাটা খুব ভালো।

—সেটাই তো উচিত বলুন।

শ্রীবাস্তব একটু গর্বের হাসি হাসে। সেটা অবশ্য লেদার গুডজ এক্সপোর্ট করে দেশের ফরেন রিজার্ভ বাড়ানোর জন্য, না তার বাংলা ভাষার ওপর দক্ষতার জন্য, সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

—আফটার অল আই অ্যাম এ সন্ অফ্ দ্য সয়েল। এই কলকাতায় আমার জন্ম, আমার পড়াশুনো। ইউ নো...আই অ্যাম এ জ্যাভেরিয়ান। স্কুলে, কলেজে বেশিরভাগ বন্ধুই আমার বাঙালি ছিল। এমনকী কলেজ পালিয়ে একসঙ্গে উত্তম-সুচিত্রার বইও দেখেছি।

—রিমার্কেবল্। মিস্টার শ্রীবাস্তব...

অবিনাশ এবার কাজের কথায় আসে।

—সুজাতা মুখার্জির সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

—এই পরশুদিনই। সেদিনই আমরা আমাদের পরের শিপমেন্ট প্ল্যান করলাম। এল ও সি খোলা হয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক লোনও রেডি। ঠিক এই সময়ই ও চলে গেল...এটা যে আমার কত বড় লস্...

শ্রীবাস্তব অসহায় ভাবে নিজের চারপাশে তাকায়।

—এখন আমি কী করব...আই রিয়েলি ডোন্ট নো

—আপনাদের তো বললেন পার্টনারশিপ ছিল...

অবিনাশ আবার কাজের কথায় ফিরে আসে।

—হ্যাঁ। মিসেস মুখার্জির কনট্যাক্টস্, আর আমার ফাইনানশিয়াল সাপোর্ট-বলতে পারেন পারফেক্ট ম্যাচ্।

—আর ওনার সঙ্গে আপনার পারসোনাল টারমস্?

—গুড কোয়েশ্চন।

শ্রীবাস্তবের মুখে স্বল্প হাসি দেখা দেয়।

—শুধু বিজনেস্ টারমস্ দিয়ে কখনও পারফেক্ট পার্টনারশিপ হয় না। পারসোনাল র‍্যাপোর্টটাও বিশেষ প্রয়োজন। আমার আর মিসেস মুখার্জির মধ্যে গত পাঁচ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও কোনও ঝগড়া হয়নি।

—দ্যাটস্ গ্রেট্।

অবিনাশ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে।

BanglaBook.org

—মিস্টার শ্রীবাস্তব...আপনি কি মিসেস মুখার্জিকে পছন্দ করতেন?

কথা বলতে গিয়ে হাতে কলম নিয়ে খেলা করার অভ্যেস আছে শ্রীবাস্তবের। অবিনাশের প্রশ্ন শুনে কলমটা স্থির হয়ে যায়।

—কী বলব...দিস ইজ মোস্ট এমব্যারাসিং। ঠিক কি জানতে চাইছেন বলুন তো?

উত্তর দেওয়ার আগে মনে হয় শ্রীবাস্তব সময় চেয়ে নিচ্ছে।

—যা জিগ্যেস করলাম তাই...আপনার সঙ্গে মিসেস মুখার্জির কী সম্পর্ক ছিল?

—খুব ভালো। আই ইউজড্ টু লাইক হার এ লট্। বিজনেস পার্টনার হিসেবে এবং ব্যাক্তিগত ভাবেও।

শ্রীবাস্তব কিছু একটা বলতে গিয়ে যেন থেমে যায়।

—আপনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন...

অবিনাশ শ্রীবাস্তবকে প্রমপ্ট করে।

—আমার মনে হয় শি হ্যাড এ র ডিল ফ্রম লাইফ।

—আচ্ছা?

অবিনাশ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করে।

—আপনারা কখনও একসঙ্গে বাইরে গিয়েছিলেন?

শ্রীবাস্তব চমকে অবিনাশের দিকে তাকায়।

—আপনি দেখছি হোমওয়ার্ক করেই এসেছেন—কি করে জানলেন? পাসপোর্ট থেকে?

ছোট করে নড্ করে অবিনাশ।

—জার্মানি, হল্যান্ড টু থাউজেন্ড ওয়ানে, না?

—হ্যাঁ। লেদারের ওপর একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিলাম। খুবই ইনটারেস্টিং...ফায়ার প্রুফ্ লেদার টেক্‌নলজির ওপর।

—আর...গত বছর সিঙ্গাপুর? সেটাও কি সেমিনার?

—না-না...সিঙ্গাপুরে আমি যাইনি। সুজাতা ওর ইনার সারকেলের কয়েকজন মিলে একটা ইন্টারন্যাশনাল রোটারি ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিল।

—আচ্ছা...হল্যান্ডে আপনাদের কতদিনের সেমিনার ছিল?

—দু-দিনের। তারপর আমরা হল্যান্ডের স্টেটা কয়েকদিনের জন্য এক্সটেন্ড করি। অ্যামস্টারডাম এত সুন্দর যে না দেখে এলে জায়গাটার প্রতি অন্যায় করা হত। বলতে পারেন সে ক'টা দিন আমরা প্রায় সব সময়ই একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু, বন্ধুত্বর সীমা আমি কখনও পার হইনি।

—কী সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিলেন, মনে আছে?

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করে।

BanglaBook.org

—কাইন্ডলি নামটা যদি একটু লিখে দেন...আমার এক বন্ধু আছে লেদার এক্সপোর্টসে, ইট মাইট হেল্প হিম্।

টেবিলের নোট প্যাড থেকে একটা পাতা ছিড়ে অরভিন্দ নামটা লিখে দেয়।

—লেদার ইন্ডিয়ার এখন ফাইনানশিয়াল কন্ডিশন কেমন?

—ভালো।

এমন সময় অরভিন্দের একটা কল্ আসে। অরভিন্দ কল্ ব্যাক্ করবে জানিয়ে রিসিভারটা রেখে দেয়।

—যে-কোনও বিজনেসেই আপস্ অ্যান্ড ডাউনস্ হয়ে থাকে। এখন লেদার ব্যাগস্-এর মার্কেটটা যেমন একটু ডাউন। আবার, আমাদের গারমেন্টস্ রেঞ্জ ইজ ডুইং প্রিটি ওয়েল।

অরভিন্দ নিজের হাত দুটো জড় করে থুঁতনির নীচে রাখে।

—তবে ঠিক এই মুহূর্তে আমার প্রবলেম কোম্পানির ফিউচার নিয়ে। সুজাতার মেয়ে কিম্বা স্বামী আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে আসতে চাইবেন কিনা...নাকি, সুজাতার শেয়ার ওরা বেচে দেবেন...এভরিথিং ইজ আনসারটেন।

অরভিন্দের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অবিনাশ উঠে পড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রদ্যোৎ।

গাড়ি চলা শুরু করলে অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর দিকে ঘুরে বসে।

—কীরকম বুঝলে?

শ্রীবাস্তবের সঙ্গে মিটিং চলাকালীন প্রদ্যোৎ একটাও কথা বলেনি। কিন্তু সব কথাবার্তা ও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এবং অরভিন্দের বডি ল্যাঙ্গুয়েজও স্টাডি করেছে।

—ঠিক বোঝা গেল না স্যার। কিছু ক্লিয়ার...কিছু আনক্লিয়ার।

—ক্লিয়ার কী-কী?

—যে সুজাতার সঙ্গে অরভিন্দের সম্পর্কটা লাইকিং-এর চেয়ে বেশি।

—আর আনক্লিয়ারটা কী?

—শ্রীবাস্তবের দিক থেকে সুজাতাদেবীকে মারার কোনও মোটিভ আছে কিনা।

—শ্রীবাস্তবের দিক থেকে না থাকলেও তাদের মধ্যে রিলেশনশিপ নিয়ে অন্য কারও মোটিভ থাকতে পারে।

—কোয়াইট পসিবল্ স্যার...

হঠাৎ প্রদ্যোৎ একটু হাসে।

—তবে, একটা ছোট রহস্যের অন্তত সমাধান হল।

—কোনটা?

—সুজাতাদেবীর ইংরেজি নভেল বইয়ে গোঁজা অরভিন্দ লেখা নামটা। বাঙালি

BanglaBook.org

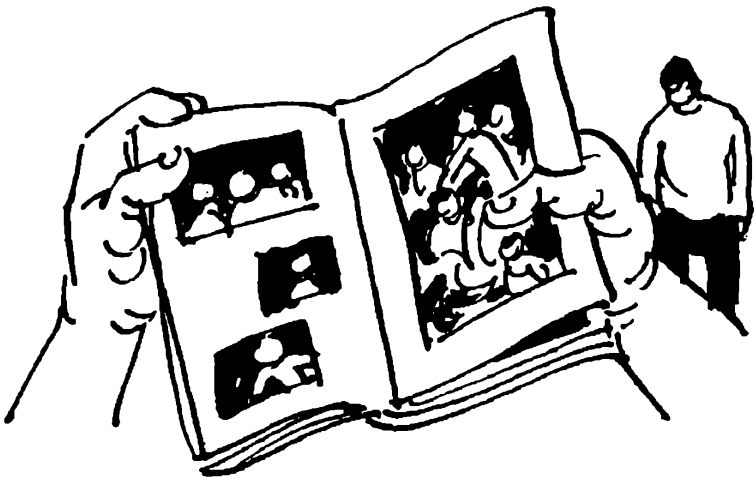

কেউ হলে নিশ্চয়ই অরবিন্দ লেখা হত। আরও আছে স্যার...সুজাতাদেবীর বাড়ি থেকে খুঁজে পাওয়া ছোট অ্যালবামের মধ্যে একটায় বিদেশে তোলা কিছু ছবির মধ্যে একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের মুখ ছিল।

—হ্যাঁ প্রদ্যোৎ, ইনিই তিনি।

পরের দিন দুপুরে অফিসে বসে যখন অবিনাশ শুকনো চিকেন স্যান্ডউইচ্ আর বয়েলড্ ভেজিটেবলস খাচ্ছে তখন প্রফুল্লমুখে প্রদ্যোৎ ওর ঘরে প্রবেশ করে।

—স্যার...আমার অনুসন্ধান মোটামুটি কম্প্লিট।

প্রদ্যোৎ-এর বসার জন্য অবিনাশ চেয়ার এগিয়ে দেয়। কিন্তু, প্রদ্যোৎ এত এক্সসাইটেড যে স্থির হয়ে বসতে পারে না, ঘরময় পায়চারি করতে-করতে কথা বলে।

—আগে তেতলায় চলে যাই স্যার...সুজাতাদেবীর ওপরের তলায় বাড়িওয়ালা থাকেন। বিশ্বনাথ ধর। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ডিসপেপটিক চেহারা। জাস্ট স্বামী-স্ত্রী। দুই ছেলে। বড় হয়ে একজন স্টেট্‌সে, অন্যজন বম্বেতে। ছেলেদের বাড়ির প্রতি তেমন টান আছে বলে মনে হয় না। কালেভদ্রে বাড়ি আসে।

চেয়ারের কাছে এলেও প্রদ্যোৎ দাঁড়িয়ে কথা বলে।

—দোতলার ফ্ল্যাটে শতদল মুখার্জিরা গত ২৫ বছর ধরে আছেন। ঢুকেছিলেন ৪০০ টাকা ভাড়া দিয়ে। যেটা এতদিনে বেড়ে হয়েছে মাত্র ১০০০ টাকা। বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের মধ্যে বিবাদের এটা অন্যতম কারণ। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস...

প্রদ্যোৎ আবার পায়চারী শুরু করে।

—বাড়িভাড়া দেওয়ার সময়ে স্ট্যাম্পড্ পেপারে সুজাতাদেবীর সই আছে, শতদল বাবুর নয়। অর্থাৎ ফ্ল্যাটটা সুজাতাদেবীরই নামে।

—গুড্।

প্রদ্যোৎ-এর রিপোর্টিং-এ অবিনাশ খুশি হয়।

BanglaBook.org

—নেক্সট?

—এবার নেমে এক তলায়।

ডান হাতের তালুটা প্রদ্যোৎ নীচের দিকে নামিয়ে আনে।

—একতলাটা বহুদিন আগে রেসিডেনশিয়াল ফ্ল্যাট ছিল। সেখান থেকে ভাড়াটে সরিয়ে বাড়িওয়ালা দোকানপাট বসান। প্রথমে ফার্মেসিটায় আসি। দোকানটা সাত বছর ধরে চালু। ব্যবসা ভালো। তবে, আপনি বলতে পারেন কলকাতায় কখনও কোনও ওষুধের দোকান লসে রান করে না। মালিকের নাম গোপীনাথ মল্লিক। ওপরের ভাড়াটেদের কথা জিগ্যেস করতে খুব একটা কিছু বলতে পারল না। মুখার্জিরা মাঝে-মাঝে ওদের দোকান থেকে ওষুধ কিনত, এই মাত্র।

পকেট থেকে নোটবই বার করে প্রদ্যোৎ একবার দেখে নেয়।

—এবার স্যানিটেরি ওয়ারের দোকানটায় আসা যাক। মালিকের নাম গণপত গুপ্তা। মোস্ট আনহেল্পফুল অ্যাটিচুড্। সুজাতাদেবীর সম্বন্ধে জানতে চাইলে বলল, 'উনি ওপরে থাকতেন, আর আমরা নীচে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।

—আচ্ছা...

খাওয়া শেষ করে অবিনাশ টিফিন বক্সটা ব্রিফকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে।

—আরেকটু বাকি আছে স্যার। আমি উলটোদিকের দোকানগুলোতেও জিজ্ঞাসাবাদ করে এসেছি।

—ওঃ!

অবিনাশ বিস্মিত হয়, খুশিও। প্রদ্যোৎ তাহলে এবার নিজের থেকে চিন্তা করা শুরু করেছে।

—উলটোদিকে তিনটে দোকান। এর মধ্যে ইলেকট্রিকাল গুড্সের দোকানটা মনে হয়ে উঠে গেছে। সাইনবোর্ড আছে, কিন্তু দরজা বন্ধ। এরপরে অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। বহুদিনের দোকান। খুব একটা সাজানো গোছানো না হলেও বিক্রি ভালো। বিশেষ করে কচুরি সিঙাড়া জাতীয় নোনতা আইটেমস্।

অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর দিকে একবার ভুরু তুলে তাকায়। প্রদ্যোৎ খেতে ভালোবাসে এটা ডিপার্টমেন্টের মোটামুটি সবারই জানা।

—ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল অন্নপূর্ণা থেকে সুজাতাদেবী নাকি রেগুলারলি সাদা দই আনাতেন।

—হতেই পারে।

প্রদ্যোৎ-এর কথায় সায় দেয় অবিনাশ।

—মিসেস মুখার্জি শুনেছি নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

—দোকানের লোকরা সুজাতাদেবীকে পছন্দ করত বলেই মনে হয়। যে লোকটা ওদের বাড়িতে দই-মিষ্টি নিয়ে যেত তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন।

BanglaBook.org

—একসেলেন্ট...তারপর?

অবিনাশ মনোযোগ দিয়ে প্রদ্যোৎ-এর কথা শোনে।

—এরপর লন্ড্রি। অ্যাকচুয়ালি ওটাকে লন্ড্রি বলা ঠিক হবে না। জাস্ট জামা-কাপড় ইস্ত্রি করা হয়। দোকানের কোনও সাইনবোর্ড নেই। অতএব নাম বলতে পারব না। সাধারণ হলেও পাড়ার অনেকেই ওখানে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করতে পাঠায়।

—মিসেস মুখার্জির কাছ থেকেও কি যেত?

—হ্যাঁ। বিশেষ করে সুতির শাড়ি এবং শার্ট-প্যান্ট। এখানেই স্যার একটা লাকি ব্রেক পেয়ে গেলাম। সুজাতাদেবীর ঝি...সরি, কাজের মেয়েটি...তার সন্ধান।

অবিনাশের কিছু-কিছু অদ্ভুত আচরণ প্রদ্যোৎ মেনে নিয়েছে। যেমন, কাজের লোকদের 'ঝি-চাকর' বলে কথা বলাটা অপমানজনক।

—কোথায় পেলে তাকে? ক্যানিং পার হয়ে একটা গ্রামে বাড়ি বলেছিলে না?

উত্তরে প্রদ্যোৎ জানায় যে মেয়েটি গতকাল সকালেই কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু সুজাতাদেবীর বাড়ির বাইরে পুলিশ পেয়াদা দেখে ভয়ে আর ধারে কাছে আসেনি। ইস্ত্রির দোকানটার কাছে ঘুর-ঘুর করছিল।

—মেয়েটির নাম লক্ষ্মী।

—মেয়েটি এখন আছে কোথায়?

অবিনাশ জানতে চায়।

—কাছেই বস্তিতে। সেখানে ওর কে এক মাসি থাকে।

—একসেলেন্ট।

এরপর অবিনাশের কথামতো প্রদ্যোৎ লক্ষ্মীকে সুজাতার ফ্ল্যাটে আনানোর বন্দোবস্ত করে। গাড়িতে প্রদ্যোৎ কথা বলতে চাইলেও অবিনাশ শীষ দিয়ে আপন মনে একটা বিদেশি সুর ভাঁজে। অবিনাশের বাড়িতে ডিনার করতে গিয়ে একদিন যেন এই সুরটাই ও শুনেছে। স্যার ওকে সিডির কভারটা দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন বিদেশ থেকে ওর ছেলে পাঠিয়েছে। কম্পোজারের একটা ছবি ছিল কভারে। চওড়া চোয়াল। মাথাভরতি ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। আর চোখটা পাগল-পাগল মতো। বিটোভান না এরকম কি একটা নাম।

২১/৩ হেমন্ত মুখার্জি সরণীতে পৌঁছে অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ দেখে লক্ষ্মী একতলায় সিঁড়ির কাছে পুলিশ কনস্টেবল মণ্ডলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

—কী ব্যাপার...ও এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

মণ্ডলকে অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—ও বাবা!

লক্ষ্মী চোখ গোল-গোল করে বলে।

—ওপরে আমি একা যেতে পারবনি। ভয় করবে না?

BanglaBook.org

কনস্টেবল অসিত মণ্ডল ওদের আগে-আগে ওপরে উঠে সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেয়। সব দরজা-জানলা বন্ধ বলে দিনের বেলাতেও ফ্ল্যাটটা অন্ধকার হয়ে আছে।

অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ ঘরে ঢুকতেই কীরকম একটা অস্বস্তি বোধ করে। মনে হয় যেন মৃত সুজাতা মুখার্জির অশরীরী আত্মা এখানেই, এই ফ্ল্যাটের মধ্যেই চলাফেরা করছে। অসিত মণ্ডলকে অবিনাশ বসার ঘরের দরজা জানলা খুলে দিতে বলে। প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকিয়ে অবিনাশ বলে।

—লক্ষ্মীকে তুমি কি সব জিগ্যেস করবে বলছিলে না?

গতকাল শতদল ও রিমিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় প্রদ্যোৎকে ঘরে না রাখায় অবিনাশের গিলটি মনে হয়েছিল এই কেস্‌টা হ্যান্ডল করতে গিয়ে ও প্রদ্যোৎকে দাবিয়ে রাখছে না তো?

—লক্ষ্মী...তোমার তো পরশু আসার কথা ছিল...এলে না কেন?

খুশি হয়ে প্রদ্যোৎ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

—মেয়েটা যে জ্বরে ভুগছিল...তাই আসতে পারলুম না।

তারপর কি একটা কথা ভেবে লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরটা শিউরে ওঠে।

—ভালোই হয়েছে আসিনি। এলে হয়তো আমাকেও গলা টিপে মারত।

—এ বাড়িতে দিদিমণিকে গলা টিপে মারা হয়েছে এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

প্রদ্যোৎ তৎক্ষণাৎ জিগ্যেস করে।

—তুমি তো তখন এখানে ছিলেই না।

—না থাকলে কি হবে...এ পাড়ায় যা ঘটবে না ঘটবে, সব ঠিক আমার কানে চলে আসবে।

অবিনাশ মনে-মনে হাসে। বাড়িতে কাজের লোকেরাই হচ্ছে আসল রয়টার। ওদের অগোচরে থাকবে এমন কোনও জিনিস নেই।

—এ বাড়িতে কাজ করছ কতদিন?

প্রদ্যোৎ আবার প্রশ্ন করে।

—তিন বছর। বাড়িয়ে বলব না। এর মধ্যে এক বছর ঠিকে কাজ করলুম। তারপর দিদিমণি আমার কাজে খুশি হয়ে বললে, লক্ষ্মী তুমি বাড়ি-বাড়ি কাজ করে যা টাকা পাও আমি তার বেশি দেব। তুমি আমার কাছে এসে থাকো। সেই থেকে আমি অন্য সব বাড়ির কাজ ছেড়ে দিদিমণির কাছে এসে থাকছি। হোলটেইম্।

—কী কাজ করতে তুমি?

প্রদ্যোৎ আবার লক্ষ্মীকে কথা ধরিয়ে দেয়।

—কী কাজ করতুম না সেটা বলো...বাসন মাজা, ঘর পোঁচা থেকে আরম্ভ

BanglaBook.org

করে সবকিছু।

—রান্নার কাজ?

—প্রথম প্রথম আমি রান্নার জোগাড় করে দিতুম। পরে. আমি যখন হোলটেইম্ হয়ে গেলুম। দিদিমণি আমাকে সবরকম রান্না শেখালে। মাছের কালিয়া, কষা মাংস-দিদিমণি যে খুব ভালো রান্না জানত।

অবিনাশ ও প্রদ্যোৎ এনগ্রসড্ হয়ে লক্ষ্মীর কথা শোনে।

—আরেকটা কথা দিদিমণি কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল।

আশেপাশে কোনও লোক না থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মী গলা খাটো করে আনে।

—বাড়িতে যখন কেউ থাকত না, আমি তখন দিদিকে ম্যাসেজ করে দিতুম। বিলিতি কি একটা তেল আছে নামটা বলো না...

ভুরু কুঁচকে লক্ষ্মী মনে করার চেষ্টা করে।

—হ্যাঁ! এবার মনে পড়েছে...অলিবয়েল। দিদিমণি না গায়ে তোয়ালে দিয়ে...

—থাক থাক তোমায় আর বর্ণনা দিতে হবে না।

প্রদ্যোৎ হাত তুলে লক্ষ্মীকে থামায়।

—মিছে কথা বলবনি...এ জন্য অবশ্য দিদিমণি আমায় আলাদা করে টাকা দিত।

—দিদিমণি তোমাকে পছন্দ করত, না?

—খুউব!

'উ'র ওপর বেশ লম্বা একটা টান দিয়ে লক্ষ্মী বলে।

—মানুষটা জানো বড্ড ভালো ছিল। দাদাবাবু যে কেন এত ঝগড়া করত... আসলে না, দাদাবাবুর কীরকম একটু ছোঁক-ছোঁক বায়ু ছিল। চোখের চাউনিটা যেন কেমনতর। তোমার দিকে তাকালেই বুক ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে উঠবে।

কথা বলতে-বলতে লক্ষ্মী নিজের অজান্তেই বুকের ওপর কাপড় টানে।

—এ বাড়িতে তো অনেক সময়ই লোকজন আসত না?

এবার অবিনাশ প্রশ্ন করে।

—পাট্টির কথা বলছ? কী জানতে চাও বলো না...বাবুরা সব কোট-প্যান্ট পরে আসবে...আর ধিঙ্গি-ধিঙ্গি মেয়েছেলেরা পাতলা ফিনফিনে শাড়ি পরে পেট বার করে ধেঁই-ধেঁই করে নাচবে।

পুলিশের দুই জাঁদরেল অফিসার ওর কথা মন দিয়ে শুনছে দেখে লক্ষ্মী আরও উৎসাহিত বোধ করে।

—আর, বেশি রাত হলে মেয়েরা-বাবুরা মদ খেয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়বে। নির্লজ্জ অলুক্ষুণি মেয়ে যতসব।

—এগুলো সব তোমার নিজের চোখে দেখা...না বাড়িয়ে বলছ?

BanglaBook.org

—মা কালীর দিব্যি...যা বলছি সব নিজের কথা। কথা বলতে-বলতে লক্ষ্মী শাড়ির আঁচল কোমরে আঁটো-সাঁটো করে বাঁধে।

—আমি যে ফেরাই, চপ—সব গরম করে পেলেটে সাজিয়ে বসার ঘরে দিয়ে আসতুম গো। মদের সঙ্গে ওগুলো চাঁট...বুঝলে না!

লক্ষ্মী হঠাৎ একটু সলজ্জ হাসি হাসে।

—দিদিমণি অবশ্যি এ কথা শুনলে রাগ করত। দিদিমণি বলবে 'সেনেক্স'।

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রদ্যোৎ হাসি চাপে। আর অবিনাশ ফ্যাসিনেটেড্ হয়ে লক্ষ্মীর কথা শোনে।

—যারা এ বাড়িতে আসত...এর মধ্যে কোনও মহিলার সঙ্গে দাদাবাবুর কখনও..?

প্রশ্নটা অসমাপ্ত রাখে অবিনাশ।

—দাদাবাবুর কথা আর বোলোনি...একবার তো একটা মেয়েছেলেকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে বলে নিজেই সারারাত বাড়ি ফিরলে না।

—মহিলার নাম মনে আছে?

—নাম অত মনে থাকবে কি করে?

কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মীর মাথা ঝাঁকানোর স্বভাব।

—কিন্তু শুনেছি ওই মেয়েছেলেটা দাদাবাবুর আপিসে কাজ করে।

—ওই মেয়েটিকে নিয়ে দিদিমণি কিছু বলেনি?

—বলবে না?

লক্ষ্মী আবার মাথা ঝাঁকায়।

—ওই মেয়েটাকে নিয়ে দাদাবাবুর সঙ্গে দিদিমণির খুব ঝগড়া হত।

—বাড়িতে পার্টি হলে রিমি কী করত?

অবিনাশ প্রশ্ন করে।

—ছোটদি? ছোটদি পার্টি পছন্দ করে না। বাইরের লোকজন এলে ও ঘর থেকে বেরুতোই না। শেষের দিকে তো ও এই বাড়িতেই থাকত না।

—তাহলে কোথায় গিয়ে থাকত?

—বন্ধুর বাড়িতে। এক মেয়ে বন্ধু আছে তার সঙ্গে ছোটদির খুব ভাব।

—ছোটদির বন্ধু-বান্ধবদের তুমি চেনো? নাম বলতে পারবে?

—এবারও অবিনাশই প্রশ্ন করে।

—নাম করে তো ওরকম বলতে পারবনি। তবে, অনেক সময়ই ছোটদি কলেজ থেকে বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে আসত। তারপর...

লক্ষ্মী এবার এক্সসাইটেড হতে থাকে।

—ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। ঘরের মধ্যে ওরা কি করত জানো?

BanglaBook.org

চোখ বড়-বড় করে লক্ষ্মী ওদের কাছে মুখ নিয়ে আসে।

—সিগারেট খেত। পরে ঘরে গিয়ে আমি গন্ধ পেয়েছি।

—ছোটদির কোনও ছেলে বন্ধু ছিল?

—বয়ফেন্ড বলছ তো?

লক্ষ্মী চোখ নাচিয়ে কথা বলে।

—ছিল তো। ওই বয়ফেন্ড নিয়েই তো প্রথম দিদিমণির সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়। একবার ছোট্‌দি যা কেচ্ছা করেছিল তা বলার...এই যা!

লক্ষ্মী বড় করে জিভ কাটে।

—দিদিমণির কাছে দিব্বি কেটেছিলুম কাউকে এ কথা বলবনি।

—দ্যাখো লক্ষ্মী...।

অবিনাশ আশ্বাস দিয়ে কথা বলে।

—তুমি নিশ্চয়ই চাও তোমার দিদিমণির খুনি ধরা পড়ুক।

—হ্যাঁ চাই গো...দিদিমণিকে যে খুন করেছে, তার নরকেও যেন জায়গা না-হয়।

—তাহলে...কথাটা চেপে রেখো না...বলে ফেল।

—ছোটদি পেট কইরে ফেলেছিল।

লক্ষ্মী গলা খাটো করে কথা বলে।

—মানে?

—পেট করা জানো না? পোয়াতি হয়ে গেছল।

অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ লক্ষ্মীর কথা হতবাক হয়ে শোনে।

—তারপর দিদিমণি ছোটদিকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছল। সেখানে পেট খালি করিয়ে তবে ফিরে এল।

—ছোটদির সেই ছেলে বন্ধুকে তুমি চেনো?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ চিনি...কিন্তু নাম জানি না। এখন আর এ বাড়িতে আসে না।

—তোমার ছোটদি আসে?

—ছোটদির কোনও ঠিক নেই।

লক্ষ্মী কোমর দুলিয়ে ডান পা থেকে শরীরের ভারসাম্য বাঁ-পায়ে স্থানান্তরিত করে।

—কখনও-কখনও হয়তো দু-তিন দিন বাড়িতে এসে থাকল। কখনও শুধু জামা-কাপড় নিয়েই চলে গেল।

—তোমার ছোটদি তো কাজ করে না...টাকা পায় কোত্থেকে?

—দিদিমণি।

—কেন, ওর বাবা?

—বাবা এখানে থাকে কোথায়, যে বাবার কাছ থেকে টাকা চাইবে?শেষের দিকে তো দাদাবাবু এ বাড়িতেই থাকত না।

—তোমার দিদিমণির কোনও শত্রু আছে বলে জানো?

অবিনাশ প্রশ্নের ধরণ পালটায়।

—দিদিমণির আবার শত্তুর কোথায়?

লক্ষ্মী অবিনাশের প্রশ্নের ধরনে যেন একটু বিরক্তই হয়।

—ঝগড়া-ঝাটি যা হত শুধু দাদাবাবু আর ছোটদির সঙ্গে।

—এদের সঙ্গে ছাড়া? কারও সঙ্গে দিদিমণির কখনও ঝগড়া হতে দেখেছ বলে তোমার মনে পড়ে?

পরের কথাটা অবিনাশ খুব নরম গলায় বলে।

—তোমার তো অনেক কিছু মনে থাকে।

কথাটা শুনে লক্ষ্মী খুশিই হয়। ভুরু কুঁচকে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে সে মনে করার চেষ্টা করে।

—একবার একজনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল বটে। তবে...সে অনেকদিন আগে।

—কার সঙ্গে...মনে আছে?

—মনে থাকবে না কেন?

লক্ষ্মী ওপরের দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

—ওই বাড়িওয়ালার সঙ্গে। বাড়িওয়ালা দু-তিন বছর আগে একবার এখানে এল। সঙ্গে একটা কালো মোটা পানা লোক। তাদের সঙ্গে দিদিমণির ঝগড়া হয়েছিল।

—কী ব্যাপার নিয়ে?

—বলতে পারবনি...

লক্ষ্মী সাইডওয়াইজ মাথা নাড়ে।

BanglaBook.org

—মোটা লোকটা খালি পটর্-পটর্ করে ইংরেজিতে কথা বলছিল যে।

—ও...

অবিনাশ একটু হতাশ হয়ে প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকায়।

—আচ্ছা লক্ষ্মী...তোমার দিদিমণির সঙ্গে কেউ এ বাড়িতে দেখা করতে আসত না?

এটা প্রদ্যোৎ-এর প্রশ্ন।

—হঠাৎ অসময়ে দুপুরবেলায় চলে এল এরকম কেউ?

প্রদ্যোৎ নিশ্চয়ই ওই হাতে লেখা চিরকুটটার কথা ভাবছে, 'আমাদের এরকম করে আর দেখা করা উচিত হবে না।'

—আসত। কিন্তু খুব বেশি না। এক...

লক্ষ্মী কড়ে আঙুলে গোনা শুরু করে।

—দিদিমণির কাছে একটা মেয়েছেলে আসত...বেলা করে...একেবারে দিদিমণির শোওয়ার ঘরে চলে যেত।

—শোওয়ার ঘরে?

—হ্যাঁ গো...সে এসে দিদিমণির মুখে বিলিচ্ করত আর চুলে কলপ লাগিয়ে দিত।

—এ ছাড়া?

—হ্যাঁ...দিদিমণির চামড়ার কারখানা থেকে একজন ভদ্রলোক...পাটনার না কি বলে, সে ফাইল-খাতা-পত্তর নিয়ে অনেকক্ষণ থাকত। আর, মাঝে-মাঝে দিদিমণির বন্ধুরা আসত...বসার ঘরে এসে তাস পেটাপেটি করত, আর কপি আর কেক খেত।

—আর কেউ? যাকে তুমি চেনো না...আগে কখনও দ্যাখোনি?

চোখ ছোট করে লক্ষ্মী আবার ভাবতে শুরু করে।

—না...সেরকম কাউকে মনে পড়ছে না।

লক্ষ্মী চলে যাওয়ার পর অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। অবিনাশ প্রায় স্বগতোক্তি করে বলে—

—দ্য প্লট ইজ গেটিং থিকার অ্যান্ড থিকার।

প্রদ্যোৎ অবিনাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

—কিন্তু আমার কীরকম মনে হচ্ছে...লক্ষ্মী যতটা জানে ততটা বলল না।

—কেন এরকম ভাবছ?

—আমার মতে লক্ষ্মী হচ্ছে পুরোনো পাঠশালার মানুষ, যার নুন খাই, তার গুণ গাই। সুজাতা দেবীর সম্বন্ধে কিছু জানলেও সেটা আমাদের বলবে না।

—আমি খালি ওই চিরকুটে লেখাটার কথা ভাবছি...

অবিনাশ গালে হাত বোলাতে-বোলাতে কথাটা বলে।

BanglaBook.org

—সুজাতার বাড়িতে যদি কোনও ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে সেটা কি লক্ষ্মীর অজান্তে?

—কে জানে স্যার...

বোঝা যায় প্রদ্যোৎ এ ব্যাপার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়।

—যাওয়ার সময় লক্ষ্মীকে আমি দুটো কথা পইপই করে বলে দিয়েছি। এক, ও যেন এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও না যায়। বস্তিতে ওর মাসির কাছেই থাকে। আর দুই, আমাদের সঙ্গে ওর যা কথাবার্তা হয়েছে সেটা যেন ঘূণাক্ষরেও কাউকে না জানায়।

—কিন্তু...সেটা কি ওর পক্ষে সম্ভব হবে?

কথাটা বলতে গিয়ে অবিনাশ হাসে।

—লক্ষ্মীর মধ্যে একটা ন্যাচারাল ফ্লেয়ার ফর ড্রামা আছে। দুজন পুলিশ অফিসার ওর সঙ্গে একটা খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, ও তাদের কত গোপন তথ্য জানিয়েছে এসব অন্যদের না বলতে পারলে তো ওর পেটের ভাত হজম হবে না।

প্রদ্যোৎ অবিনাশের হাসিতে যোগ দেয়।

—যা বলেছেন স্যার।

—আচ্ছা প্রদ্যোৎ..আমরা এখানে বসে আছি কেন বলো তো?

মুহূর্তের মধ্যে প্রদ্যোৎ সজাগ হয়ে ওঠে।

—বিশেষ করে কনস্টেবল অসিত মণ্ডল যখন আমাদের চলে যাওয়ার জন্য উস্‌খুস করছে।

অসিত মণ্ডল ঠিক তখনই বসার ঘরে ঢুকেছিল অবিনাশ উঠবে কিনা দেখতে। অবিনাশের কথা শুনে সে সলজ্জভাবে বসার ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

—আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে কিছু কথা বলবেন, তাই।

—একজ্যাক্টলি...তবে কথা বলতে নয়, আলোচনা করতে।

আর কয়েকবছরের মধ্যেই অবিনাশের রিটায়ার করার কথা। তার আগে ও চায় প্রদ্যোৎ যেন ডিপার্টমেন্টে নিজের একটা পজিশান করে নিতে পারে। তাই, ওর সঙ্গে কথা না বলতে চেয়ে 'আলোচনা করতে' চাওয়া।

—লক্ষ্মীর সঙ্গে কথায় তোমার কি মনে হল বলো তো।

—বেশ কিছু ভালো ইনফরমেশন পাওয়া গেছে স্যার। এক নম্বর...শতদল বাবুর গার্লফ্রেন্ড। ওই অফিস কলিগটির সম্বন্ধে আমাদের আরেকটু বিশদভাবে খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে ওকে নিয়ে যখন সুজাতাদেবী আর শতদলবাবুর মধ্যে যথেষ্ট গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল।

—ভেরি গুড।

BanglaBook.org

অবিনাশ অ্যাপ্রুভিংলি মাথা নাড়ে।

—এছাড়া অন্য কয়েকটা স্টেপ নেওয়ার কথাও ভাবছিলাম স্যার অবশ্য আপনি যদি অ্যাপ্রুভ করেন।

—যথা?

—শতদলবাবুর ড্রাইভার। তাকে ট্যাপ্ করলে কিছু না কিছু খবর পাওয়া যাবে। এছাড়া বাড়ির কাজের লোক, অফিসের কলিগরা আছে। ঠিক ভাবে হ্যান্ডেল করলে এরা সব্বাই ভালো ইনফরমেশন জোগাবে।

—বাঃ। তোমার কাজ তো তুমি অলরেডি চক আউট করে ফেলেছ দেখছি।

অবিনাশের কাছ থেকে আবার অ্যাপ্রুভিং নড্।

—লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলে আর কোনও লিডস্?

—হ্যাঁ স্যার। রিমির বয়ফ্রেন্ড। ঠিক এই মুহূর্তে এই কেসে ওর কোনও রেলিভেনস্ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু, থাকতে পারে।

নিজের অজান্তেই প্রদ্যোৎ অবিনাশের মতো আঙুল দিয়ে এক একটা পয়েন্ট টিক্ অফ্ করে।

—প্রথমে রিমির প্রেগন্যান্সি তারপর তার ফোর্সড অ্যাবরশন। মা ও মেয়ের মধ্যে ঝগড়া। টাকা-পয়সা নিয়ে বচসা...কিছু বলা যায় না স্যার, দ্য বয়ফ্রেন্ড কুড্ ভেরি ওয়েল বি পার্ট অফ দ্য বিগার পিকচার।

—পসিবল।

অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর চিন্তাধারায় সায় দেয়।

—আর কিছু?

—না স্যার...

নোট বইয়ের পাতা ওলটাতে থাকে প্রদ্যোৎ।

—ও হ্যাঁ! বাড়িওয়ালার পেছনেও কিন্তু একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়ে গেছে। দু-বছর আগে সে কী বিষয় নিয়ে সুজাতাদেবীর সঙ্গে আলোচনা করতে আসে? সঙ্গের ওই মোটা ভদ্রলোকটি কে? সুজাতাদেবীর সঙ্গে কেনই বা তাদের কথা কাটাকাটি হয়? এগুলো আমাদের জানা দরকার।

—ঠিক কথা।

অবিনাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে।

—আপনারা কোথা থেকে...?

দরজা খুলে এক বয়স্ক ভদ্রলোক জিগ্যেস করে।

—দোতলা।

BanglaBook.org

অবিনাশ কিছু বলার আগেই প্রদ্যোৎ জবাব দেয়। এক মুহূর্তের জন্য একটা ভয়ের ছায়া যেন ভদ্রলোকের চোখের ওপর দিয়ে চলে যায়।

—ও হ্যাঁ...

ভদ্রলোক এবার প্রদ্যোৎকে চিনতে পারে।

—আপনি তো কালকে একবার এসেছিলেন। আপনারা তাহলে...

—পুলিশের লোক। সি আই ডি।

অবিনাশ সংক্ষিপ্ত ভাবে নিজেদের পরিচয় দেয়।

—প্রদ্যোৎ মিত্রর সঙ্গে আপনার অলরেডি আলাপ হয়েছে, আর আমি অবিনাশ রায়। সুজাতা মুখার্জির খুনের তদন্ত করতে আপনার কাছে এসেছি।

—আসুন...।

ভদ্রলোকের গলা খুব একটা উৎসাহিত শোনায় না।

—কালকে এই নিয়ে তো একবার জিজ্ঞাসাবাদ হয়েই গেছে। আবার...

এ প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের কোনও জবাব দেয় না অবিনাশ। ভদ্রলোক ওদের বসার ঘরে এনে বসায়। জানতে চায় ওরা চা খাবে কিনা। অবিনাশ জানায় এত বেলায় ওঁকে চায়ের জন্য বিব্রত করাটা ঠিক হবে না।

বাড়িওয়ালা বিশ্বনাথ ধরের বয়েস সত্তর-পঁচাত্তর হবে। পাতলা চেহারা। বয়েসে গাল থেকে মাংস কমে গিয়ে কপাল ও চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে। ভদ্রলোকের ফরসা হওয়ার মধ্যে কোথায় একটা ট্রান্সপারেন্ট কোয়ালিটি রয়েছে। মনে হয় এক্ষুনি ত্বকের নীচে, শিরা- উপশিরায় যে রক্ত চলাচল করছে তা দেখা যাবে। পাতলা ঠোঁট। এ বয়েসেও এতটা লাল, যে মনে হয় রং করা। পাওয়ারফুল চশমার পেছনে চোখের মণি এখনও স্বচ্ছ।

—আমরা মৃত সুজাতা মুখার্জি ও তাঁর স্বামী সম্বন্ধে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন চাইছি। তাঁরা এখানে কীরকম লাইফ লিড্ করতেন, কাদের সঙ্গে মিশতেন, পাড়া-পড়শিদের সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক ছিল...এ বাড়িতে কারা আসতেন...এইসব।

অবিনাশের কথায় বোধহয় বিশ্বনাথ ধর একটু রিলিভড্ বোধ করে।

—তা বলুন কীভাবে হেল্প করতে পারি...আফটার অল্ এটা তো আমাদের কর্তব্য।

—ওঁরা যখন প্রথম এখানে আসেন তখন ওদের সম্বন্ধে আপনার কী ইমপ্রেশন ছিল?

—পঁচিশ বছর আগে ওরা যখন এসে ওঠে তখন ওদের জীবনযাত্রাটা ছিল খুবই সাধারণ। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির যেমন হয়ে থাকে। বলতে পারেন ডাল-ভাত-মাছের ঝোলের কালচার।

—আর এখন কী দেখছেন?

BanglaBook.org

—ওয়েস্টার্ন কালচারের অনুকরণ। এখন ওদের কাছে মুসুরির ডালটা... লেনটিল সুপ।

উপমা দিয়ে কথা বলা বিশ্বনাথ ধরের বিশেষত্ব।

—আমার বড় ছেলে আমেরিকায় থাকে। স্ত্রীকে নিয়ে ওখানে আমি থেকে এসেছি। বলতে পারেন...ওখানকার জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে আমার একটু আধটু জানা আছে।

—আমরা শতদল ও সুজাতা মুখার্জি সম্বন্ধে জানতে চাইছিলাম।

—সে কথাতেই আসছি। শতদল ও সুজাতা হলেন আরোহী। ইংরেজিতে যাকে বলে পিরামিড্ ক্লাইম্বারস্।

বিশ্বনাথ ধর হেসে জবাব দেয়।

—ওদের ধারণা পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা নকল করাটাই হচ্ছে সোফিসটিকেশন...আভিজাত্য।

—শুনেছি ওরা প্রায়শই বাড়িতে পার্টি দিতেন।

—সে আর বলবেন না...

বিশ্বনাথ ধর ধুতির কোঁচায় চশমা পরিষ্কার করতে-করতে বলে।

বয়স্ক মানুষ আমরা...রাত্রে ওদের ফুর্তির জ্বালায় অনেক সময় ঘুমোতে পারতাম না। এত বেশি নাচগান, হই হুল্লোড় হত নীচের তলায়।

—এ নিয়ে গন্ডগোল হত না?

—সে তো হতই। শত হলেও এটা মধ্যবিত্ত বাঙালির পাড়া...চৌরঙ্গি নয়।

—পাড়ায় অন্যদের সঙ্গে শতদলদের কেমন সম্পর্ক?

—খারাপ বলব না। পাড়ার বারোয়ারি পুজোয় মোটা অঙ্কের টাকা ডোনেশন দেয়। খারাপ থাকবে কেন বলুন?

বিশ্বনাথ ধরের গলায় কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

—আপনাদের সঙ্গে মুখার্জিদের কীরকম সম্পর্ক?

—বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটেদের মধ্যে যেরকম সাধারণত হয়ে থাকে। একেবারে স্মুদ্ সেলিং বলব না। সিঁড়ি পরিষ্কার করানো নিয়ে...পাম্প কেন চলছে না...বাড়ি চুনকাম করাতে হবে...এইসব নিয়ে ছোটখাটো খিটমিট লেগে থাকত।

বিশ্বনাথ ধর একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর নিজের থেকেই আবার বলা শুরু করে।

—লোকে বলে মানুষের স্বভাব আর কয়লার রং—এ দুটো নাকি কখনও পালটায় না। কথাটা বোধহয় ঠিক না। এই দেখুন না, সুজাতাকে আমি কেমন চোখের সামনে পালটে যেতে দেখলাম। এখানে যখন প্রথম এসেছিল, তখন পোষ সংক্রান্তির সময় নিজের হাতে পুলিপিঠে বানিয়ে ওপরে নিয়ে আসত। আমার স্ত্রীকে বউদি বলে

BanglaBook.org

ডাকত। প্রায় আত্মীয়তার মতো। পরে অবশ্য...

বিশ্বনাথ ধরের মুখে আইরনিকাল হাসি ফুটে ওঠে।

—বাড়ির ভাড়াটা পর্যন্ত নিজের হাতে দিয়ে যেতে ওদের আত্মসম্মানে বাঁধত। তাই, ড্রাইভারের হাত দিয়ে সেটা পাঠিয়ে দিত।

—ওদের বিবাহিত জীবন কেমন ছিল?

—বলাটা কি ঠিক হবে?

বিশ্বনাথ ধর আমতা-আমতা করে।

—শত হলেও ভদ্রমহিলা এই মারা গেছেন।

—মারা গেছেন বলাটা বোধহয় ঠিক নয়, খুন হয়েছেন।

অবিনাশ বিশ্বনাথ ধরের ভুল সংশোধন করে।

—আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন...এতে খুনের কিনারা হতে সাহায্যই হবে।

—রবি ঠাকুরের একটা গান আছে 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন', শুনেছেন?

বিশ্বনাথ ধরের আবার সেই তীর্যক ভাবে কথা বলার ভঙ্গি। অবিনাশ জানায় যে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই সীমিত।

—ওদের বৈবাহিক জীবনটা ছিল অনেকটা সেরকম। জীবনটা 'প্রমোদে' ঢেলে দেওয়া। কিন্তু আলাদা-আলাদা, এক সঙ্গে নয়।

—দাম্পত্য কলহ?

—ছিল। কখনও কম কখনও বেশি। তবে...শেষের দিকে ওদের কলহের মাত্রাটা বেশির দিকেই ছিল।

—বিশ্বনাথবাবু, আপনি কি কখনও...

এমন সময় দেওয়াল ঘড়িতে ঢং-ঢং করে তিনটে বাজে।

—সরি...জাস্ট আর একটা প্রশ্ন। আপনি কি কখনও এ বাড়ি ভেঙে নতুন মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরি করার প্ল্যান করেছিলেন?

মোটা কাচের চশমার পেছনে বিশ্বনাথ ধরের চোখ সজাগ হয়ে ওঠে।

—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

উত্তরে অবিনাশ হাসে।

—এটা আমার অনুমান মাত্র। তবে, দু-বছর আগে আপনি এক ভদ্রলোককে নিয়ে মিসেস মুখার্জির সঙ্গে এসে দেখা করেছিলেন...কি ব্যাপারে জানতে পারি?

—ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

বিশ্বনাথ ধর একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে।

—আমি রিটায়ার করেছি পনেরো বছর আগে। সরকারি চাকরি নয়, তাই পেনশনের বালাই নেই। পনেরো বছর আগে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে যা টাকা পেতাম এখন তার অনেক কম। অথচ সংসারের খরচ দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আমার স্ত্রী

BanglaBook.org

অসুস্থ, তাকে ডাক্তার দেখানো, ওষুধ কেনা...খরচ লেগেই আছে।

—কেন, বাড়ি ভাড়া?

—বাড়ি ভাড়া?

বিশ্বনাথ ধর শুকনো হাসি হাসেন।

—ভাড়াটেরা বেশির ভাগই পুরোনো, তাই ভাড়ার অঙ্কটাও কম। আর, এখন কর্পোরেশনকে যা ট্যাক্স দিতে হয় তাতেই ভাড়ার টাকা চলে যায়। তাই ভাবছিলাম এই বাড়িটা ভেঙে যদি একটা মাল্টিস্টোরিড্ বিল্ডিং বানানো যায়, তাহলে তার থেকে যা টাকা পাব তাতে বাকি ক'টা দিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর চলে যেত।

—আপনার এক ছেলে আমেরিকায় থাকে, আরেকজন বম্বেতে। তারা আপনাকে...

—সরি। ছেলেদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। আগেও নিইনি। আশা করি ভবিষ্যতেও নিতে হবে না।

—মিসেস মুখার্জির সঙ্গে এই আলোচনা কতদূর এগোয়?

—আমি ওনার সঙ্গে একবারই দেখা করি। তবে, যে প্রোমোটারকে ঠিক করেছিলাম তিনি বোধহয় এরপরও একবার মিসেস মুখার্জির সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন।

অবিনাশ নিজের গালে হাত বোলাতে-বোলাতে অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা বলে।

—তখন কি আপনাদের মধ্যে কোনও ঝগড়া হয়েছিল? কোনও কথা কাটাকাটি?

—মিসেস মুখার্জি ওয়াজ বিয়িং ভেরি আনরিজেনেবল্।

—কী অর্থে?

—আমরা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসি তাঁকে ভালো-ভালো প্রোপোজাল দিয়েছিলাম। তিনি...আমাদের নিয়ে কিছুটা খেলাই করলেন।

—কী প্রোপোজাল?

—একটা হল ওনাকে থোক একটা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে দেওয়া...অ্যাজ ওয়ান টাইম পেমেন্ট। যাতে উনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যান। আরেকটা হল, যতদিন না নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে ততদিন ওদের থাকার জন্য একটা ভালো ফ্ল্যাট জোগাড় করে দেওয়া, তার রেন্ট পে করা এবং নতুন বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে তাঁকে সেখানে পুরোনো ফ্ল্যাটের সাইজের একটা ফ্ল্যাট দেওয়া। এর মধ্যে যে প্রোপোজালটা ওনার অ্যাক্সেপটেবল মনে হত, উনি সেটাই নিতে পারতেন।

—সুজাতা মুখার্জি দুটোর কোনওটাই অ্যাক্সেপট করেননি? অবিনাশ সিমপ্যাথেটিক গলায় জিগ্যেস করে।

—না। প্রথম অফারটা তো উনি তখনই রিজেক্ট করে দেন। বলেন, টাকা নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে উঠে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না।

BanglaBook.org

—আর অন্যটা?

—সেকেন্ড অপসনটায় উনি প্রথমে না করেননি। ওদের থাকার জন্য বালিগঞ্জ এলাকাতেই একাধিক ফ্ল্যাট দেখানো হল। কিন্তু মিসেস মুখার্জির কোনওটাই পছন্দ হয়নি।

কথা বলতে-বলতে বিশ্বনাথ ধর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

—আপনার সেই প্রোমোটারের পরিচয় জানতে পারি?

—আদিত্য চ্যাটার্জি, দাঁড়ান...ওর একটা কার্ড আমার কাছে ছিল। দেখি, পাই কিনা।

বিশ্বনাথ ধর উঠে টেবিলের দেরাজ খুঁজে পেতে একটা কার্ড বার করে আনেন।

—এই নিন। ওটা আর বোধহয় আমার কাজে লাগবে না।

—তাই কি?

কার্ডটা থেকে প্রোমোটারের নাম ঠিকানা নোট করে অবিনাশ ওটা ফেরত দেয়।

—আজ উঠি।

অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ উঠে পড়ে। বিশ্বনাথ ধর ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে। সিঁড়ির কাছে এসে অবিনাশের কি মনে হয় ও বিশ্বনাথবাবুকে একটা প্রশ্ন করে।

—আচ্ছা...রাত্রে এ বাড়ির মেন দরজায় তালা দেওয়া হয় না?

—এক সময়ে হত। আমার কাছে একটা চাবি থাকত। আর মুখার্জিদের কাছে আরেকটা। কিন্তু, পরে একটা চাবি হারিয়ে যাওয়াতে আর নতুন করে...

বিশ্বনাথ ধর উত্তর অসমাপ্ত রাখলেও বোঝা যায় যে রাতে তালাচাবি লাগানোর আর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

—তার মানে রাতে যে-কোনও লোক এ বাড়িতে ঢুকে তেতলা পর্যন্ত চলে আসতে পারে?

—তা পারে। তবে, রাতের দিকে একটা আধ পাগলা বুড়ো অনেকদিন থেকেই সিঁড়ির তলাটায় এসে আশ্রয় নেয়।

আবার সেই খ্যাপা বুড়োর উল্লেখ।

—ওই আপনাদের সাবস্টিটিউট নাইট গার্ড বুঝি?

উত্তরে বিশ্বনাথ ধর অস্বস্তির হাসি হাসে।

—আচ্ছা মিস্টার ধর...এখন ব্যাপারটা একটু আলাদা হয়ে গেল, তাই না?

—কী অর্থে বলুন তো?

অবিনাশের কথাটা ঠিক ধরতে পারে না বিশ্বনাথ ধর।

—যে মিসেস মুখার্জি আপনার মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং প্রোজেক্টর এর প্রধান

BanglaBook.org

অন্তরায় ছিলেন, আজ তিনি আর নেই। ওর ফ্ল্যাটটা এখন ভারচুয়ালি পরিত্যক্ত। ওর মেয়ে প্রায় থাকেই না। আর, ওর স্বামীতো বাইপাসে বাড়ি করে মোটামুটি ওখানেই সেটল করে গেছেন। দোতলার ফ্ল্যাটটা আপনাদের হাতে ফিরে আসতে হয়তো এখন কাউকে কোনও টাকা পয়সাও দিতে হবে না...নতুন ফ্ল্যাটও নয়।

কথাটা শুনে বিশ্বনাথ ধর একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর, হাত তুলে ছোট করে নমস্কার জানায়।

—আজ তাহলে আপনারা আসুন।

গাড়িতে অবিনাশ প্রদ্যোৎকে একটাই প্রশ্ন করে।

—খ্যাপা বুড়োটার খোঁজ নিয়েছ?

উত্তরে প্রদ্যোৎ জানায় যে পুলিশের ভয়েই বোধহয়, খ্যাপা বুড়োটা ও পাড়া থেকে উধাও হয়ে গেছে। তবে, প্রদ্যোৎ আশেপাশের সব জায়গাতেই সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। ওর খোঁজ পেলে অবিনাশকে জানিয়ে দেবে।

চ্যাটার্জি অ্যাসোসিয়েটস্-এর সল্টলেকের অফিস বেশ টেস্টফুলি সাজানো। রিসেপশন-এর জায়গাটায় ইস্পাত আর কাচের বহুল ব্যবহার করা হয়েছে। সিলিং-এ কনসিলড্ লাইটিং। দেওয়ালে বেশ কিছু হাউসিং প্রোজেক্টের আর্টিস্ট ইমপ্রেশন ফ্রেমে বাঁধানো।

কোণে একটা টেবিল। তাতে একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর স্কেল মডেল সাজানো রয়েছে। কাজটা এত নিপুণ যে রাস্তার গাড়ি, পার্কে বাচ্চারা খেলছে, এমনকি লনের সবুজ ঘাস পর্যন্ত চোখে পড়ে।

অবিনাশ-প্রদ্যোৎ এসেছে শুনে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আদিত্য চ্যাটার্জি

BanglaBook.org

স্বয়ং বেরিয়ে এসে ওদের নিজের চেম্বারে নিয়ে যায়। বসার সময় অবিনাশ একবার দেওয়ালে এ সি টার দিকে তাকাতে আদিত্য সেটা লক্ষ্য করে।

—ওটা বন্ধ করে দেব?

—না, ঠিক আছে।

অবিনাশ বাধা দিয়ে বলে।

—আমার জানেন, এই একটা খারাপ অভ্যেস। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাসই ঘরে এ সি চলে। কি অফিস কি বাড়ি।

গদি আঁটা সিট থেকে উঠে আদিত্য এয়ার কন্ডিশনারটা 'কোল্ড' থেকে 'একজস্টে' করে দেয়।

—কী খাবেন বলুন...চা, কফি, ঠান্ডা কিছু?

—এত বেলায় এসব ঝামেলার কী দরকার?

হাত তুলে অবিনাশ আদিত্যকে বারণ করে।

—নো প্রবলেম ফর্ মি। আমি তো আর বানাতে যাচ্ছি না, বানাবে বেয়ারা।

জোভিয়ালি হেসে আদিত্য কথাটা বলে।

—আমি বলি কি...কফি খান। আমার এক বন্ধুর দৌলতে কিছু ফ্রেঞ্চ কফি পাওয়া গেছে। আপনারা খেলে সঙ্গে-সঙ্গে আমারও খাওয়া হয়ে যাবে।

কলিংবেল টিপতে বেয়ারা ঘরে আসে, এবং আদিত্যর নির্দেশমতো কফি বানাতে চলে যায়।

—আমরা এতদিন বলে এসেছি দিল্লিতে থাকা সেফ নয়।

আদিত্য চ্যাটার্জি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে।

—এখন দেখছি কলকাতাটাও আর সেরকম নিরাপদ নয়। নইলে শহরের মধ্যে এরকম একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়ে যেতে পারে! আফটার অল মিসেস মুখার্জির মৃত্যুটা একটা গাস্টলি মার্ডার ছাড়া আর কিছু নয়। নাকি, আমি কোথাও ভুল করছি?

আদিত্য চ্যাটার্জির কথাটা পুলিশের অকর্মণ্যতার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ কিনা অবিনাশ বুঝতে পারে না। কথাটা বলার পর ভদ্রলোক নিজেও বোধহয় সেটা বুঝতে পারে।

—অবশ্য, এ ব্যাপারে পুলিশকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাদের দেশে ক্রাইমের সংখ্যা দিনকে দিন এত বেড়ে যাচ্ছে যে সব ট্যাকল করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। আর এটাতো এখন যাস্ট আমাদের দেশ বলে নয়...এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড্ ফেনোমেনন্।

কথা ঘুরিয়ে আদিত্য পুরো ব্যাপারটাকে একটা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে যায়। এমন সময় ট্রেতে কফি সাজিয়ে নিয়ে বেয়ারা আসে। কফিটা যে সাধারণ নয়, তার সুগন্ধ থেকেই বোঝা যায়। সঙ্গে একটা চিনে মাটির বোল-এ রাঙতায় মোড়া কিছু

BanglaBook.org

অ্যাসরটেড্ চকোলেট।

কফির কাপে এক চুমুক দিয়েই অবিনাশ পাঁচন খাওয়া মুখ করে। এত সুগন্ধি কফি যে কখনও এরকম বিষ তেতো হতে পারে সেটা ওর জানা ছিল না।

—সরি...কফিটাতে দুধ-চিনি দেওয়া নেই।

অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ-র মুখের দিকে তাকিয়েই আদিত্য পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যায়। কলিংবেল বাজিয়ে ও তৎক্ষণাৎ বেয়ারাকে ডাকে। বেয়ারা চিনি দিয়ে যায়। নিজের কাপে অবিনাশ দু-চামচ ভরে চিনি নেয়। অবিনাশের দেখা দেখি প্রদ্যোৎ ও তাই।

—জানেন...প্রথমবার প্যারিসে গিয়ে যা বুদ্ধু বনেছিলাম সে আর বলার নয়। খাওয়া দাওয়ার পর ওয়েটার এসে কফি দিয়ে গেছে। সঙ্গে দুধও নেই, চিনিও নেই। ওয়েটারকে ডেকে দুধ চিনি চাইতে সে এমন করে আমার দিকে তাকালে যেন কোনও একটা গর্হিত অপরাধ করে ফেলেছি আর কি!

নিজের রসিকতায় নিজেই হো-হো করে হেসে ওঠে আদিত্য।

—পরে অবশ্য এক বন্ধুর কাছে জানলাম ফ্রান্সে ব্ল্যাক কফি খাওয়াটাই চল। ওরা বলে 'কফি নেগ্রা'। ওদের দেশে কেউ কখনও কফিতে দুধ-চিনি মেশায় না।

চামচ দিয়ে ভালো করে চিনি নেড়ে অবিনাশ সন্তর্পনে কফির কাপে আবার চুমুক দেয়। আদিত্য ওর মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—এবার ঠিক আছে তো?

অবিনাশ হেসে নড্ করে।

—তা মিস্টার রায়...কেসের প্রোগ্রেস কতদূর? কালপ্রিটকে ধরতে পারলেন?

—উঁহু।

অবিনাশ মাথা নাড়ে।

—সেইজন্যই তো আপনার কাছে আসা।

—সেকি! আমাকেই আবার কালপ্রিট ঠাউরালেন না তো?

আদিত্য আবার হো-হো করে হাসে।

—এখনও পর্যন্ত নয়...তবে ভবিষ্যতের কথা বলা মুশকিল।

অবিনাশও আদিত্যের রসিকতায় যোগ দিয়ে কথাটা বলে। তবে, ওর হাসিটা ঠোঁট চাপা।

—না সিরিয়াসলি...বলুন কীভাবে হেল্প করতে পারি। আদিত্যের নিজেরও বোধহয় মনে হয়েছে অবিনাশের সঙ্গে কথার ধরনটা একটু ডেঞ্জারাস দিকে টার্ন নিচ্ছে।

—মিসেস মুখার্জির সঙ্গে আপনার প্রথম যোগাযোগ হল কি করে?

—কোয়াইট অ্যাক্সিডেন্টালি। আসলে যোধপুর পার্কে বিশ্বনাথ ধরের এক বন্ধুর জমিতে আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস বানিয়ে দিই। সেই বন্ধুর কাছ থেকে রেফারেন্স

BanglaBook.org

পেয়ে বিশ্বনাথবাবু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

—তারপর?

—তারপর আর কি...বিশ্বনাথবাবু একদিন মিসেস মুখার্জির সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করেন এবং আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে যান।

—আপনাকে নিয়ে যাওয়ার কারণটা জানতে পারি? উনিতো নিজেই গিয়ে কথা বলতে পারতেন...

—হয়তো ওঁর মনে হয়েছিল এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি।

আদিত্য নতুন করে আরেকটা সিগারেট ধরায়।

—অভিজ্ঞতা?

—পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরির প্রধান অন্তরায় ওই বাড়ির একজিস্টিং ভাড়াটেরা। এসব ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা বেশি বলতে পারেন।

—কিন্তু মিসেস মুখার্জি কি আপনার প্রোপোজালে রাজি হয়েছিলেন?

—আদৌ না।

কিছুটা ধোঁয়া মুখ দিয়ে আর বাকিটা নাক দিয়ে ছাড়ে আদিত্য।

আমার মনে হয় উনি আমাদের সঙ্গে একটু খেলছিলেন। ওই জমিতে উনি কখনওই বাড়ি তুলতে দিতেন না।

—ওনার খুন হওয়াতে অবশ্য আপনাদের পথ অনেকটা পরিস্কার হয়ে গেল, তাই না?

—দেখুন...

আদিত্য চ্যাটার্জি এই প্রথম একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

—এই ব্যাপারটা বোধহয় আপনাদের বিশ্বনাথবাবু বেটার বলতে পারবেন। ওনার সঙ্গে বেশ কিছুদিন আমার যোগাযোগ নেই।

তাই কি? অবিনাশের ধারণা ওরা বিশ্বনাথ ধরের ওখান থেকে বেরোনো মাত্রই সে আদিত্য চ্যাটার্জির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে।

—মিস্টার চ্যাটার্জি...প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আমি এরকম শুনেছি যে প্রোমোটাররা সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে অনেক সময় বেঁকা আঙুলে ঘি তোলার বন্দোবস্ত করেন।

—কথাটা পরিস্কার হল না...আরেকটু খুলে বলবেন?

মুখ ঘুরিয়ে আদিত্য এই প্রথম প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকায়। কেন না কথাটা প্রদ্যোৎ-এর কাছ থেকে এসেছে।

—এমনিতে উঠতে না চাইলে নাকি প্রোমোটাররা অনেকসময় ভাড়াটের ওপর স্ট্রং আরমড ট্যাকটিক্সের প্রয়োগ করেন...এটা কি সত্যি?

জবাব দিতে গিয়ে আদিত্য হেসে ফেলে।

—এরকম কথা আমিও শুনেছি বটে। তবে, এর সত্যিমিথ্যে যাচাই করার

BanglaBook.org

সুযোগ বা অবকাশ কোনওটাই আমার ঘটেনি। অবশ্য, আপনি যদি ইনডিরেক্টলি এই প্রশ্নটা আমাকে করে থাকেন...

আদিত্য হাসি মুখে প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকায়।

—তাহলে আমি বলব আমার হাতে এমনিতেই যথেষ্ট কাজ আছে। ওসব স্ট্রং আমর্ড্ ট্যাকটিকসের প্রয়োজন হয় না। নাও...ইফ্ ইউ ডোন্ট মাইন্ড...।

আদিত্য একবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকায়।

—আমাকে একটু উঠতে হবে...সাইটে যাওয়ার আছে।

অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ উঠে দাঁড়ায়।

—কফিটার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

অফিস থেকে বেরুনোর সময় প্রদ্যোৎ রিসেপশন থেকে চ্যাটার্জি অ্যাসোসিয়েটের একটা ব্রোশিয়োর তুলে নেয়।

—বলা যায় না...কখন কাজে লেগে যায়।

ম্যাজেস্টিক বারে বসে মদ খাওয়ার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে। রাস্তার থেকে দু-ধাপ উঠলেই পুরোনো আমলের লিফট্। যেটা প্রদ্যোৎ কখনও ব্যবহার করে না। লিফ্টের ডান দিকে চওড়া সিঁড়ি ওপরে চলে গেছে। দোতলায় ওঠার সময় ল্যান্ডিং-এ একটা পুরোনো বেলজিয়ান গ্লাসের বড় আয়না। মাথা থেকে পা অবধি দেখা যায়।

সিঁড়ি থেকে দোতলায় উঠে দুপাশেই বার। ডান দিকেরটা এয়ার কনডিশনড্। বাঁ-দিকের হলঘরটা নন-এ সি। এটাই ম্যাজেস্টিকের পুরোনো বার।

—কী খাবেন বলুন...

বিকাশকে জিগ্যেস করে প্রদ্যোৎ।

—হুইস্কি...ছোট করে ।

সলজ্জভাবে বাঁ-হাতে তর্জনি ও বুড়ো আঙুলের মধ্যে অল্প ফাঁক রেখে বিকাশ হুইস্কির পরিধিটা দেখায়। ওয়েটার এসে ওদের টেবল্ থেকে অর্ডার নিয়ে যায়। বিকাশের জন্য ছোট হুইস্কি, প্রদ্যোৎ-এর জন্য বড় রাম। সঙ্গে চিলতে করে কাটা লেবু। একটুক্ষণের মধ্যে বেয়ারা এসে ওদের ড্রিঙ্কস্ সার্ভ করে যায়। সঙ্গে ঘুগনি, যার ওপর কুচি-কুচি করে ধনে পাতা, পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা ছড়ানো।

—এটা এখানকার স্পেশাল...খান ভালো লাগবে।

প্রদ্যোৎ এক চামচ নিয়ে বিকাশের দিকে ঘুগনির প্লেটটা এগিয়ে দেয়।

—আপনি করে বলবেন না প্লিজ, স্কুলে আপনার থেকে তিন বছর জুনিয়র ছিলাম।

BanglaBook.org

বিকাশের সঙ্গে হেডস্টার্ট ডিরেক্ট মার্কেটিং অ্যান্ড প্রোমোশন-এর অফিসে দেখা হয়ে যাওয়াটা সত্যি-সত্যি একটা হ্যাপি কোইনসিডেন্স। শতদল মুখার্জির ভিজিটিং কার্ড থেকে প্রদ্যোৎ যখন হেডস্টার্ট-এর অফিস খুঁজে বার করে, তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। অফিসে ঢোকার আগেই ও মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছিল কী বলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেসব কিছুর আর প্রয়োজন হয় না।

রিসেপশনে জিগ্যেস করে প্রদ্যোৎ জানতে পারে শতদল মুখার্জি এখন অফিসে নেই। ভদ্রলোকের জন্য ও অপেক্ষা করবে কিনা ভাবছে এমন সময় ভেতর থেকে বিকাশ বেরিয়ে আসে।

—আরে, প্রদ্যোৎদা না?

প্রদ্যোৎ ঘুরে তাকায়। বিকাশের মুখটা ওর চেনা-চেনা লাগে বটে, কিন্তু হঠাৎ করে ঠিক প্লেস করতে পারে না।

—চিনতে পারছেন না? তীর্থপতি স্কুল...

—ও হ্যাঁ!

এবার প্রদ্যোৎ-এর মনে পড়েছে।

—বিকাশ না?

বিকাশ মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

—সারাদিন অফিসের পর খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—না, সেরকম কিছু না।

—এখানকার চিকেন কাটলেটের সুনাম আছে...বেশি চিকেন, লেস বিস্কিটের গুঁড়ো। চলবে?

—চলতে পারে।

বিকাশ সলজ্জভাবে মাথা নড্ করে। ওয়েটার প্রদ্যোৎ দু-প্লেট চিকেন কাটলেটের অর্ডার দেয়। গ্লাসে চুমুক দেওয়ার আগে বিকাশ হাতটা প্রদ্যোৎ-এর দিকে তুলে ধরে।

—চিয়ারস্...

বিকাশের গ্লাসে প্রদ্যোৎ নিজের গ্লাস আলতো করে ঠেকায়, যাতে ড্রিঙ্কস্ স্পিল না করে।

—চিয়ারস্...

প্রদ্যোৎ রেসিপ্রোকেট্ করে বলে।

—আপনার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হল না?

নিজের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বিকাশ বলে।

—হ্যাঁ...চাকরি পাওয়ার পর রূপচাঁদ মুখার্জি লেন-এর বাড়িতে আর থাকিনি। ওটা, আসলে মামা বাড়ি। স্কুল এবং কলেজের পড়াটা প্রদ্যোৎ কলকাতায় এসে মামাবাড়িতে থেকে করেছে। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর মাকে বাধ্য হয়েই

BanglaBook.org

এরকম ব্যবস্থা নিতে হয়।

—তোমাদের বাড়িটা বোধহয় হরিশ মুখার্জিতে ছিল না?

প্রদ্যোৎ প্রশ্ন করে।

—এখনও আছে। পৈতৃক ভিটে।

—হেডস্টার্টে কতদিন হল তোমার?

—চার বছর। আমি খুব লাকি...কলেজ থেকে পাশ করে বেশি দিন বসে থাকতে হয়নি। তা...প্রদ্যোৎদা, আমাদের অফিসে এসেছিলেন কী ব্যাপারে?

—বলছি। তবে তার আগে গরম-গরম চিকেন কাটলেটটা খেয়ে নাও।

চিকেন কাটলেটের প্লেট হাতে নিয়ে ও বেয়ারাকে আগেই ওদের টেবিলের দিকে আসতে দেখেছে।

—ও বাবা...এক প্লেটে দুটো করে। বড্ড বেশি হয়ে গেল।

—পাবে।

প্রদ্যোৎ হেসে বলে।

—প্রতি প্লেটে ডবল কাটলেট...ডবল মজা।

—সত্যি...রাত্রে বাড়ি গিয়ে কিন্তু খেতে পারব না।

—কে বলেছে?

প্রদ্যোৎ হেসে বিকাশের কথা উড়িয়ে দেয়।

—সঙ্গে টনিক পড়ছে না!

প্রদ্যোৎ ড্রিঙ্কসের গ্লাসের দিকে ইঙ্গিত করে দেখায়। পরের পাঁচ মিনিট দুজনের কেউই আর বিশেষ কথা বলে না। যে যার প্লেটের দিকে মনঃসংযোগ করে।

—স্যালাডটা বরং না খেলে।

মুখভরতি চিকেন নিয়ে প্রদ্যোৎ বিকাশকে উপদেশ দেয়।

—কখনকার কাটা কে জানে...

খাওয়া-দাওয়া সেরে, পেপার ন্যাপকিনে হাত মুছে প্রদ্যোৎ বিকাশের দিকে তাকায়।

—কি...ফিট তো?

বিকাশ মাথা নেড়ে হাসে।

—এবার তাহলে কাজের কথায় আশা যাক কী বলো?

প্রদ্যোৎ নিজের গ্লাসে একটা ম্যাগনাম সাইজের চুমুক দেয়। পুরো ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছে প্রদ্যোৎ। এরপর থেকে ও হয়তো আরও বেশি ইনডিপেনডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট পাবে অবিনাশের কাছ থেকে। নিজের মতন করে তদন্ত করার মধ্যে দারুণ একটা রক্ত চনমনে ব্যাপার আছে।

—তোমাদের কোম্পানির ব্যবসাপাতি কী রকম?

BanglaBook.org

—খারাপ না। ধরুন একটা পার্টিকুলার ব্র্যান্ড প্রোমোশনের কাজ...আমরা টানা এক মাস করে গেলাম। তা, সেটা দোকানে দোকানেও হতে পারে, আবার বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পেট্রোল পাম্পেও।

—তোমাদের অফিসে কতজন এমপ্লয়ি?

—পারমানেন্ট জনা পনেরো। এছাড়া, আমাদের হাতে বেশ কিছু ট্রেনড্ ছেলেমেয়ে রয়েছে। এরা অবশ্য, অন্ অ্যাসাইমেন্ট কাজ করে।

নিজের কাজকর্মের কথা বলতে বিকাশের বেশ ভালো লাগে। ফিলিং অফ্ সেল্ফ ইমপরটেন্স।

—আমি যেমন আমার গ্রুপের সুপারভাইজার। আমার আন্ডারে তিনজন পারমানেন্ট ইমপ্লয়ি...আর বাকিরা অ্যাসাইমেন্ট।

—আচ্ছা, তোমাদের ওখানে একজন...নামটা ভুলে যাচ্ছি...লম্বা করে মহিলা আছে না? ম্যানেজার ট্যানেজার কিছু হবে। বাস্তবিক ভাবে প্রদ্যোৎ-এর কোনও আইডিয়াই নেই শতদল মুখার্জির গার্লফ্রেন্ডকে কীরকম দেখতে। বা, ফর দ্যাট্ ম্যাটার, সে এখনও ওখানে আদৌ কাজ করে কি না।

—আপনি নন্দিতাদির কথা বলছেন কি? 'লম্বা...কালো করে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ।

প্রদ্যোৎ মাথা নাড়ে।

—উনি তো বস্-এর পরেই। ফিল্ড ডিরেক্টর। আমাদের কোম্পানিতে যা-যা ট্রেনিং স্কিমস্, অ্যাসাইনমেন্টস্ সবই ওঁর হাতে। নন্দিতা অধিকারী...

গ্লাস খালি করে মুচকি হাসে বিকাশ।

—ডিভোর্সি।

—আচ্ছা, আচ্ছা...

এবার যেন সব মনে পড়েছে এরকম ভাব করে প্রদ্যোৎ।

—এরই কোম্পানিতে খুব ঝটপট প্রোমোশন হয়েছে না?

প্রদ্যোৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢিল ছোড়ে।

—হবে না? নন্দিতাদি যে এখন বস্-এর নেক নজরে।

শতদলবাবুতো আজকাল ওকে নিয়েই ক্লায়েন্টর অফিসে যান...কথাবার্তায় বেশ ভালো।

বুলস্ আই! প্রদ্যোৎ ভাবে। নন্দিতা অধিকারী...এই তাহলে শতদল মুখার্জির সেই গার্ল ফ্রেন্ড, যাকে বাড়ি পৌঁছতে গিয়ে শতদল সারা রাতের জন্য হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। একে নিয়েই শতদল ও সুজাতাদেবীর মধ্যে গোলযোগ।

—ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন প্রদ্যোৎদা...আমার না খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

BanglaBook.org

পাড়া ছেড়ে দেওয়ার সময় বিকাশ ভেগ্‌লি শুনেছিল, প্রদ্যোৎ নাকি পুলিশে জয়েন করেছে। কিন্তু, সেটা যে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে তা ওর জানা ছিল না। আজ সেই প্রদ্যোৎদাই খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ব্যাপারটা ভেবেই বিকাশ বুকের ভেতরে কোথায় একটা বিশেষ উত্তেজনা বোধ করে।

প্রদ্যোৎ আরেকটা লম্বা চুমুক দিয়ে নিজের গ্লাসটা শেষ করে। একটা লেবুর বিচি জিভে ঠেকছিল। সেটা আঙুল দিয়ে বার করে ও অ্যাশট্রেতে ফেলে।

—একটা ছোট করে রিফিল?

—চলতে পারে।

বিকাশের মুখে বেশ একটা খুশি-খুশি ভাব।

—আমার না...পুরো ব্যাপারটা দারুণ এক্সাইটিং...ইনটারেস্টিং...অনেক কিছু লাগজে।

এরই মধ্যে বিকাশের কথায় জড়তা এসেছে। 'লাগছে' বলতে গিয়ে সে 'লাগজে' বলে।

—তোমাদের বস্‌-এর স্ত্রী সুজাতাদেবী...জানো তো উনি খুন হয়েছেন?

বিকাশ ঘাড় কাত করে হ্যাঁ জানায়।

—আর আপনি সেটার ইনভেস্টিগেশন এ...

প্রদ্যোৎ ছোট করে মাথা নড় করে।

—এ কথাটা আবার কাউকে বোলো না কিন্তু...টপ সিক্রেট।

বেয়ারা ওদের টেবিলে এসে আর এক রাউন্ড ড্রিঙ্কস্‌ দিয়ে যায়। প্রদ্যোৎ যে কখন বেয়ারাকে ইশারা করেছে বিকাশ বুঝতেই পারেনি।

—কী জানতে চান বলুন...হেড স্টার্ট-এর সমস্ত নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা।

—আপাতত তোমার শতদলবাবু আর নন্দিতাদির মধ্যে কি রিলেশনশিপ সেটা যদি একটু খোলসা করে দাও।

—বস্‌ আর নন্দিতাদি?

বিকাশ একগাল হাসি হাসে।

—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

—তাই?

বিকাশের দিকে ভুরু তুলে তাকায় প্রদ্যোৎ।

—রিলেশনসিপটা এখন জমে ক্ষীর।

কথাটা এমফ্যাসাইজ করার জন্য বিকাশ নিজের হাত মুঠো করে দেখায়।

—শুনুন প্রদ্যোৎদা...

বিকাশ টেবিলের ওপর মুখ এগিয়ে এনে গলা খাটো করে।

—পুরো ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে হতে দেখলাম। ফ্রম দ্য বিগিনিং।

BanglaBook.org

নন্দিতাদি এফিশিয়েন্ট নন আমি বলব না। তবে, জাস্ট তিন বছর আগে উনি একজন অর্ডিনারি ফিল্ড রেপ হিসাবে ঢুকেছিলেন। আর আজ...

কথা বলতে গিয়ে বিকাশের চোখ একটু ঢুলুঢুলু হয়ে আসে। ড্রিঙ্কসে তাহলে কাজ হচ্ছে। প্রদ্যোৎ মনে-মনে খুশি হয়।

—উনি বস্-এর ঠিক নীচে। প্রদ্যোৎদা, এটা আমি জেলাসি থেকে বলছি না...তবে নিন্দুক জনে কী বলে জানেন...নন্দিতাদি যে বসের কোলে বসে ট্রেনিং নিয়েছেন।

পরের আধঘণ্টা বিকাশ নন্দিতা অধিকারীর এই কোম্পানিতে উত্থানের কাহিনি বিস্তারিত ভাবে প্রদ্যোৎকে শোনায়। আউট স্টেশন ট্রিপে কেমন করে নন্দিতাদি আর শতদলবাবুর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক শুরু হয়। কেমন করে নন্দিতাকে চটপট ওপরে তোলার জন্য বস্ ওকে ক্লায়েন্টের সঙ্গে মিটিং-এ নিয়ে যাওয়া শুরু করে।

—আচ্ছা...তোমার নন্দিতাদি আর বস্-এর মধ্যে এই যে ঘনিষ্ঠতা...সেটা কতটা গভীর বলতে পারো?

—একদম পুরোটা

বিকাশ ঘাড় কাত করে গভীরতার মাপ জানায়।

—আমার তো মনে হয় বস্ ওকে বিয়ে করতে...

হঠাৎ বিকাশের মধ্যে জ্ঞানচক্ষুর উদয় হতে সে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে।

—আপনি কোনও ফাউল প্লে সাসপেক্ট করছেন না তো, প্রদ্যোৎদা? মানে বস্...

ম্যাজেস্টিকের বিল শোধ করে প্রদ্যোৎ উঠে পড়ে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে বিকাশের পা টলে ওঠে। বগলের নীচে হাত দিয়ে প্রদ্যোৎ ওকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে আসে।

—তোমার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে তা যেন কাক-পক্ষীও জানতে না পারে।

বিকাশের কানের কাছে মুখ এনে প্রদ্যোৎ কথাটা বলে। তারপর, ঠোঁট অল্প ফাঁক করে সিটি দেয় ট্যাক্সির জন্য।

BanglaBook.org

প্রদ্যোৎ যখন বিকাশকে ম্যাজেস্টিক বারে নিয়ে গিয়ে শতদল আর নন্দিতার সম্বন্ধে ইনফরমেশন জানার চেষ্টা করছে অবিনাশ তখন লালবাজারে বড় সাহেবের সঙ্গে মিটিং-এ ব্যস্ত।

আদিত্য চ্যাটার্জির ওখান থেকে বেরোনোর সময়ই অবিনাশ মোবাইলে বড় সাহেবের কাছ থেকে তলব পায়। সামথিং আরজেন্ট হ্যাজ কাম আপ্, অবিনাশ যেন

অবিলম্বে ওর সঙ্গে এসে দেখা করে।

লালবাজারে এসে অবিনাশ জানতে পারে এখন ওকে অ্যানডারসন হাউসে যেতে হবে কো-অরডিনেশন্ কমিটির মিটিং অ্যাটেন্ড করতে।

—হঠাৎ অ্যানডারসন হাউসে কেন স্যর?

গলায় বিরক্তি প্রকাশ না করে অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—ওটাতো পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার।

—যাতে ক্রাইম এবং ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে আরও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ এগোনো যায়। বিশেষ করে ইদানীং নর্থ ইস্ট থেকে বেশ কিছু মিলিট্যান্টদের ইনফ্লাক্স হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

—কিন্তু মিলিটান্সি তো পলিটিকাল ক্রাইমের মধ্যে পড়ে। উইচ্ মীনস্ আই বি ডিপার্টমেন্ট।

—দ্যাটস্ একজ্যাক্টলি দ্য পয়েন্ট।

বড় সাহেব অবিনাশের কথা শেষ হতে দেয় না।

—আমাদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এখন ওয়াটারটাইট কমপার্টমেন্টের মতো কাজ করে, ফলে অনেক সময় দ্য লেফট্ হ্যান্ড ডাজ নট নো ওয়াট দ্য রাইট হ্যান্ড ইজ ডুয়িং। স্টেটে মিলিটান্সি ফাইট করতে গেলে এই অ্যাপ্রোচ নিয়ে হবে না...এইজন্যই কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রয়োজন।

বড় সাহেবের কথার থেকে বোঝা যায় যে এটাই ফাইনাল। এই নিয়ে আর প্রশ্ন করা চলবে না।

—স্যর, আমার হাতে কিন্তু অলরেডি বেশ কিছু সিরিয়াস কেস রয়েছে।

অবিনাশ তবু একটা শেষ চেষ্টা করে, যাতে ওকে এ মিটিং অ্যাটেন্ড করতে না হয়।

BanglaBook.org

—নাথিং ডুয়িং...

বড়সাহেব বেশ বিরক্ত ভাবে কথা বলে।

—চিফ্ সেক্রেটারিকে আমি কথা দিয়েছি যে কলকাতা পুলিশ থেকে আমি একজন সিনিয়র অফিসারকে পাঠাব।

—বাট্ ওয়াই মি অফ্ অল পীপল্?

—বিকজ ইউ আর গুড। তুমি গেলে আমি আশ্বস্ত হব।

এরপর আর কোনও কথা চলে না। অবিনাশ গট্‌গট্ করে বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

অ্যানডারসন হাউসে কলকাতা পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আর ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কো-অরডিনেশন কমিটির মিটিং যখন শেষ হয় তখন রাত প্রায় আটটা।

অবিনাশ আজ আগের থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরার আগে ও একবার সুজাতা মুখার্জির বাড়ির একতলায় স্যানিটারি ওয়ারের দোকানটায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। প্রদ্যোৎ বলেছিল ওরা মোস্ট আনহেল্পফুল। কিন্তু লালবাজার হয়ে যখন ও ২১/৩ হেমন্ত মুখার্জি সরণিতে এসে পৌঁছয় তখন দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে।

অবিনাশ একবার ভাবে বাড়ি ফিরে যাবে কিনা। তারপর কী মনে হতে ও মোবাইল থেকে একটা নাম্বার ডায়েল করে। প্রায় এক মিনিট অপেক্ষা করার পর অবিনাশ যখন লাইনটা ছেড়ে দেবে তখন উলটোদিক থেকে একটা গম্ভীর ঘ্যাঁস-ঘ্যাঁসে গলা শোনা যায়।

—করোনারস অফিস্।

—ডক্? আমি রায় বলছি...অবিনাশ রায়।

—কী ব্যাপার...বাড়ি ঘরদোর বলে কিছু নেই? নাকি, স্ত্রী তালাক দিয়েছে?

—ও সব কিছু নয় ডক্। তোমার সঙ্গে জাস্ট পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করতে চাই।

—কী ব্যাপারে বলো তো?

টেলিফোনে ডাক্তার চৌধুরীর গলা সন্দিগ্ধ শোনায়।

—সেটা না হয় এলেই বলতাম।

—আজ সম্ভব নয়...কেননা আমি আর ঠিক তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে অফিস বন্ধ করে বেরিয়ে যাচ্ছি। অবিনাশ খুব ভালো করে জানে, যে ডিপার্টমেন্টের অফিশিয়াল করোনার ডক্ চৌধুরী এই মুহূর্তে টেলিফোনের রিসিভারটা হাত দিয়ে চেপে ফ্যাঁক-ফ্যাঁক করে হাসছে।

—ডক প্লিজ...হ্যাভ আ হার্ট।

—ওই একটা জিনিস আমি অনেকদিনই আগেই খুইয়েছি। ইটস্ মাই মিসিং

BanglaBook.org

পিস্ অফ্ অ্যানাটমি। আর রায়...সুজাতা মুখার্জির পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এখনও তৈরি হয়নি। অতএব এক্ষুনি আমার কাছে এসে কোনও লাভ নেই।

—কবে পাওয়া যেতে পারে...এনি আইডিয়া? কেন না, এই মার্ডার সংশ্লিষ্ট কয়েকটা জিনিস আমার আর্জেন্টলি জানা দরকার।

—সরি। কান্ট বি হেল্পড্...

ডক্ ওপাশ থেকে জানায়।

—অনেক ব্যাক লগ জমে আছে...

—ডক্ প্লিজ আমার কথাটা শোনো...ডক্ আর ইউ দেয়ার?

ডক্ চৌধুরীর দিক থেকে টেলিফোনটা সম্পূর্ণ নীরব। হ্যাঁ...না...কোনও উত্তরই আসে না।

—ডক্ আমি তোমার কাছে কোনও রিপোর্ট চাইছি না...জাস্ট একটু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—হতে পারে...

এতক্ষণ সাসপেন্সের পর ওপাশ থেকে ডক্-এর উত্তর আসে।

—তবে কনডিশন আছে।

—কী শুনি?

অবিনাশ ডক্-এ কাছ থেকে এরকমই কিছু আশঙ্কা করছিল।

—একটা স্কচ্...লার্জ।

—ডান্। আমার জন্য জাস্ট একটু অপেক্ষা কোরো।

অবিনাশ যখন করোনারের অফিসে এসে পৌঁছয় তখন রাত সাড়ে আটটা।

—এই তোমার পাঁচ মিনিটে আসা হল?

ডক্ হাতঘড়ি দেখায়।

—আমি কখনও পাঁচ মিনিটে এসে পৌঁছব বলিনি তো। বলেছি তোমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলব।

ডাক্তার সৌমেন চৌধুরী, সংক্ষিপ্ত ভাবে ডক্, কলকাতা পুলিশের এক লিভিং লেজেন্ড। ইয়া দশাসই চেহারা। পিপের মতো মদ খেতে পারে। কিন্তু, কখনও মাতাল হয় না। মাথায় আয়নার মতো চিকচিকে টাক। সেটাকে অফসেট করার জন্য বেশ ভালো একটা ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। নিজের সম্বন্ধে ডকের একটা স্ট্যান্ডার্ড লাইন আছে।

—ভগবান মাথার ওপরে যেটা দেননি, সেটা মাথার ভেতরে বেশি করে দিয়ে পুশিয়ে দিয়েছেন...মগজ।

অবিনাশকে দেরিতে আসতে দেখে ডক্ যে সেরকম একটা অখুশি হয়েছে তা নয়।

—কী জানতে চাও বলে ফেলো দেখি। ভণিতার সময় নেই।

BanglaBook.org

—সুজাতার কজ্ অফ্ ডেথ্ টা কী?

—পসিব্লি বাই সাফোকেশন।

ডক্ নিজের মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলে। এটা ডকের মুদ্রাদোষ।

—কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে গলায় দড়ি কিম্বা আঙুলের কোনও দাগ নেই।

—সেক্সুয়াল মলেস্টেশন?

—নান্। আই হ্যাভ চেকড্ এগেন।

অবিনাশ চুপ করে একটুক্ষণ কী ভাবে।

—ডেড বডির কাছেই ডেনচারস্-এর একটা ভাঙা অংশ পাওয়া গিয়েছিল। সেট চেক করে কিছু পেলে?

—রিমারকেবল্। ওটা নিয়েই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। মিসেস মুখার্জি সেদিন রাত্রে তাঁর ডেনচারস্ খুলে শোননি।

—আমার কাছে কিন্তু একটাই পাজলিং ফ্যাক্টার...ডেনচারস্-এর বাকি অংশটা আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি।

ডক্ চোখ বন্ধ করে সাইডওয়াইজ মাথা নাড়ে।

—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জির কথা মনে আছে?

—হ্যাঁ...

অবিনাশ ডকের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকায়।

—ওঁর সঙ্গে এ কেসের কী সম্পর্ক?

—উনি মারা যান কীভাবে?

—মাংস গলায় আটকে।

—তা মোটেই নয়...

ডক্ অবিনাশের ভুল সংশোধন করে বলে।

—মাংসটা আসলে গলা দিয়ে না গিয়ে শ্বাসনালিতে আটকে যায়।

—তার মানে...তুমি কী বলতে চাও?

অবিনাশ অবিশ্বাসের চোখে ডকের দিকে তাকায়।

—যে ডেনচারস্-এর মেন অংশটা সুজাতা মুখার্জির শ্বাসনালিতে গিয়ে আটকে যায়?

—একজ্যাক্টলি! ডেনচারস্-এর বাকি অংশটা আমরা সেখানেই পাই।

—তার মানে...আততায়ী বা আততায়ীদের সঙ্গে সুজাতার ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় কোনওভাবে ডেনচারস্টা খুলে ওর মুখের ভেতরে চলে যায়?

অবিনাশ এক্সাইটেড হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে-করতে বলে।

—আই হ্যাভ অ্যানাদার থিয়োরি...তোমার থেকে একটু ডিফারেন্ট। কিন্তু তুমি

BanglaBook.org

শান্ত হয়ে না বসলে আমার স্টিফ্ নেক হয়ে যাবে।

অবিনাশ আবার ওর সামনে এসে বসে।

—শুনি।

—ভাঙা ডেনচারস্-এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস তুমি ল্যাবে টেস্ট-এর জন্য পাঠিয়েছিলে মনে আছে?

ডক্ নিজের মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

—অফ কোর্স! ন্যাপকিনটা। ওটা ঘরের ওয়েস্ট পেপার বাস্কে দলা করে ফেলা ছিল।

—এবং তুমি ওই ন্যাপকিনের ওপর স্পেসিফিকালি দুটো টেস্ট করতে বলেছিলে। একটা স্যালাইভা টেস্ট...কেননা ন্যাপকিনটার গায়ে ড্রায়েড বা ক্লটেড স্যালাইভা ছিল। এছাড়া ন্যাপকিনের কর্নারে ব্লাডস্টেনস্...

—ওগুলো টেস্ট করে কী পেলে?

—এই...যে স্যালাইভাটা মৃত সুজাতা মুখার্জির সঙ্গে ম্যাচ করে যাচ্ছে। আমার ভারশনটা হল...

চোখ বন্ধ করে ডক্ আবার নিজের মাথায় হাত বোলানো শুরু করে। চোখ বন্ধ থাকলে নাকি ও সীন্ অফ্ ক্রাইমটা ভালো দেখতে পায়।

—দিস ইজ জাস্ট এ আপোজিশন মাইন্ড ইউ। খুনির সঙ্গে ভদ্রমহিলার কোনও কারণে একটা স্কাফল্ হয়। ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন কিনা উই ডোন্ট নো...যে-কোনও কারণেই হোক খুনি মহিলার মুখ ন্যাপকিনটা দিয়ে চেপে ধরে। উইচ এক্সপ্লেনস্ দ্য প্রেজেন্স অফ স্যালাইভা ইন দ্য ন্যাপকিন।

—আর ব্লাডস্টেনটা?

—মিসেস মুখার্জির রক্তের সঙ্গে ম্যাচ করে যাচ্ছে।

অবিনাশ অসহিষ্ণু ভাবে নিজের মাথা চুলকোতে থাকে। ডক্ চোখ গোল-গোল করে অবিনাশকে ওয়াচ্ করে।

—তুমি আবার নতুন কোনও লাইনে চিন্তা করছ না কি? ফর হেভেনস্ সেক্ আর নয়...লেটস্ প্যাক আপ!

—জাস্ট এক মিনিট।

অবিনাশ ডান হাতের তর্জনিটা খুলে দেখায়।

—ন্যাপকিনটা কি একবার দেখতে পারি?

ডক্ থিয়েট্রিকালি নিজের কপাল চাপড়ায়।

—ওকে রায়...অন কনডিশন ইটস্ এ ডার্ক স্কচ্।

ডক উঠে চলে যায়। একটুক্ষণ পর হাতে রাবার গ্লাভস্ পরে ন্যাপকিনটা নিয়ে আসে।

BanglaBook.org

—এটাকে একটা স্ট্রং আলোর নীচে রাখা যায়?

ডক্ ল্যাবের একটা টেবলে ন্যাপকিনটা রাখে, তারপর ওভারহেড হ্যাংইং আলোটা জ্বালিয়ে ওটা টেবিলের কাছে নামিয়ে আনে।

—হিয়ার ইউ আর...কিন্তু প্লিজ! ন্যাপকিনটা দেখার জন্য সারারাত লাগিও না।

—একটা টুইজার চাই।

ডক্ ড্রয়ার খুলে দেয়।

—টেক ইয়োর পিক্।

ড্রয়ারে সাজানো সারি-সারি টুইজার এর মধ্যে থেকে একটা পছন্দমতো টুইজার তুলে নিয়ে অবিনাশ টেবিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ন্যাপকিনটা দেখা শুরু করে।

—এনলারজার...ডক্।

মুখ না সরিয়ে অবিনাশ ডকের দিকে হাতটা বাড়ায়। গোমড়া মুখে ডক্ এনলারজারটা ওর হাতে এগিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ সব চুপ। অবিনাশ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এনলারজারের মধ্যে দিয়ে ন্যাপকিনটা স্টাডি করে।

—হুঁ...যা চাইছিলাম পাওয়া গেছে।

—কী?

—ন্যাপকিনটার নির্মাতার নাম...সংস্কৃতি।

—গ্রেট।

ডক্ ভুঁড়িতে হাত বোলায়।

—নাও উই কুড্ অল গো হোম্।

—'জাস্ট ওয়ান সেক্...ডক একবার এদিকে আসবে?

—আবার কী হল?

গজগজ করতে ডক্ অবিনাশের কাছে এসে দাঁড়ায়।

—ব্লাড স্টেন-র দাগটা তো মোটামুটি এখানটায় কনসেনট্রেটেড্।

টুইজার দিয়ে অবিনাশ ন্যাপকিনের যে জায়গাটায় রক্ত শুকিয়ে একজোট হয়ে আছে সেখানটা দেখায়।

—তাহলে এই ব্লাড স্টেন্টা এত দূরে কেন?

অবিনাশ ন্যাপকিনের অন্য জায়গায় একটা অস্পষ্ট কালচে দাগ দেখায়।

—হাউ উড আই নো?

ডকের গলায় বিরক্তি।

—এই স্টেনটা কি টেস্ট করা হয়েছে?

—টু বিগিন ইউথ আই ডোন্ট ইভন্ নো ইফ ইটস্ আ ব্লাড স্টেন।

বিরক্তভাবে ডক্ অবিনাশের হাত থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা একরকম ছিনিয়ে

BanglaBook.org

নিয়ে চোখের কাছে ধরে।

—কই দেখি?

ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসটা দিয়ে ডক্ বেশ কিছুক্ষণ অস্পষ্ট কালচে দাগটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—অ্যাক্‌চুয়ালি ইউ মাইট হ্যাভ এ পয়েন্ট...

ডক্ অত্যন্ত গোমড়া মুখে স্বীকার করে।

—দাগটাতো ব্লাড স্টেন বলেই মনে হচ্ছে।

—এটা কি চেক করা যাবে?

অবিনাশ ডকের পিঠে হাত বুলিয়ে কথাটা বলে।

—সম্ভব।

ডক্ একটা স্টেজি নিশ্বাস ছাড়ে।

—তবে ডোন্ট এক্সপেক্ট ইট টুমরো। আমার হাতে এখন একরাশ কাজ।

প্রায় একরকম জোর করেই অবিনাশকে বার করে দিয়ে ডক্ ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়।

পরের দিন সকালে বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে অবিনাশের অফিসে একটা কল আসে। বাড়িওয়ালা বিশ্বনাথ ধর ফোন করে জানায় যে একটা ঘটনা তার হঠাৎ মনে পড়েছে। হয়তো, অবিনাশের তদন্তের ব্যাপারে কাজে আসতে পারে।

বেশ কিছুদিন আগে একতলার স্যানিটারি ওয়ারের দোকানের মালিক গণপত গুপ্তা তার কাছে এসে একটা অফার দিয়েছিলেন বাড়ির দোতলাটা কিনে নেওয়ার। কিন্তু, বিশ্বনাথ ধর তখন গোটা বাড়িটা ভেঙে নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরির কথা ভাবছিল বলে গণপত গুপ্তার অফারটা আর কনসিডার করেনি।

ঘটনাটা জানানোর জন্য অবিনাশ বিশ্বনাথ ধরকে ধন্যবাদ জানায়। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে বসে ব্যাপারটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নেয়।

গতকাল বিশ্বনাথ ধরের বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় অবিনাশ একটা ইঙ্গিত করেছিল যে সুজাতা খুন হওয়ার ফলে ওদের ফ্ল্যাটটা ফিরে পাওয়া এখন বিশ্বনাথ ধরের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যাবে। গণপত গুপ্তার অফারটা জানিয়ে কি বিশ্বনাথবাবু সন্দেহের আঙুল নিজের থেকে সরিয়ে গণপত গুপ্তার দিকে পয়েন্ট করতে চাইছেন?

মনের মধ্যে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখে অবিনাশ গণপত গুপ্তার সঙ্গে দেখা করতে যায়।

—দেখুন তো! কোনও কিস্যু নেই...অচানক্ আউট অব নো হোয়ার এরকম

BanglaBook.org

মার্ডার হয়ে গেল।

গণপত গুপ্তাকে অবিনাশ মনে করিয়ে দেয় যে মার্ডার কখনও আউট অফ নো হোয়ার হয় না।

—ঠিক কথা। কিন্তু এতদিন এই পাড়াটা খুব পীসফুল ছিল। আমি এখানে এত বছর হল দোকান দিলাম। এরমধ্যে একটা দিনের জন্যও এখানে চুরি-চামারি, ডাকাতি, মারামারি কিচ্ছু হল না...অ্যান্ড দেন...মার্ডার।

মার্ডার কথাটা বলতে গিয়ে গুপ্তাজির গলা কেঁপে ওঠে।

—বলুন মিস্টার রায়, আপনাকে আমি কীভাবে হেল্প করতে পারি?

—আপাতত কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে।

অবিনাশ সরাসরি বলে,—এ দোকানটা দিলেন কত দিন?

—তা প্রায় আট-দশ বছর হল।

—জায়গাটা পেলেন কী করে?

—যে রকম করে লোকে পায়।

গুপ্তাজির মুখে কেমন একটা অস্বস্তিকর লেপা হাসি।

—দালালের থ্রু দিয়ে। সে আমাকে জানালে কি এখানে একটা জায়গা আছে। আমি এসে দেখলাম। তারপর বাড়িওয়ালার সঙ্গে বাত্‌চিত হল। ব্যস...

দোকানের মাঝখানে নিশ্চয়ই একটা দেয়াল ছিল। সেটা ভেঙে ভেতর দিকটা এক্সটেন্ড করা হয়েছে। দেয়ালে প্যাচ্ আপ রং করা জায়গাটা দেখে অবিনাশ অনুমান করে।

—ব্যবসাতো ভালোই চলছে মনে হয়। শোরুম এক্সটেন্ড করেছেন যখন।

—সব ওপরওয়ালার দয়া।

—পেছন দিকটায় কী ছিল, গোডাউন?

—হ্যাঁ। গোডাউনটা ভেঙে শোরুম বাড়ালাম...যাতে বেশি স্টক রাখা যায়। পেন্টস্-এর নতুন এজেন্সি নিলাম। এবার তো আমি দোকান এয়ার কনডিশন্ করিয়ে নেব।

শোরুমের ভেতর দিকটায় মেটাল-এর র‍্যাকে থরে-থরে পেন্টস্-এর টিন সাজানো রয়েছে। কর্নারে একটা টেবিলে কম্পিউটার বসানো। একজন লোক তার সামনে বসে কাজ করছে।

—ওই যে কম্পিউটার দেখছেন...

গুপ্তাজি অবিনাশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে।

—ওটা হচ্ছে কালার অ্যানালাইজার মিক্সার। কাস্টমার যে-কোনও কালারের যে-কোনও ভেরিয়েশন চাইবে আমি ওই কম্পিউটার থেকে সেটা করিয়ে দিব।

—বাঃ! আজকাল এরকমও হচ্ছে বুঝি?

BanglaBook.org

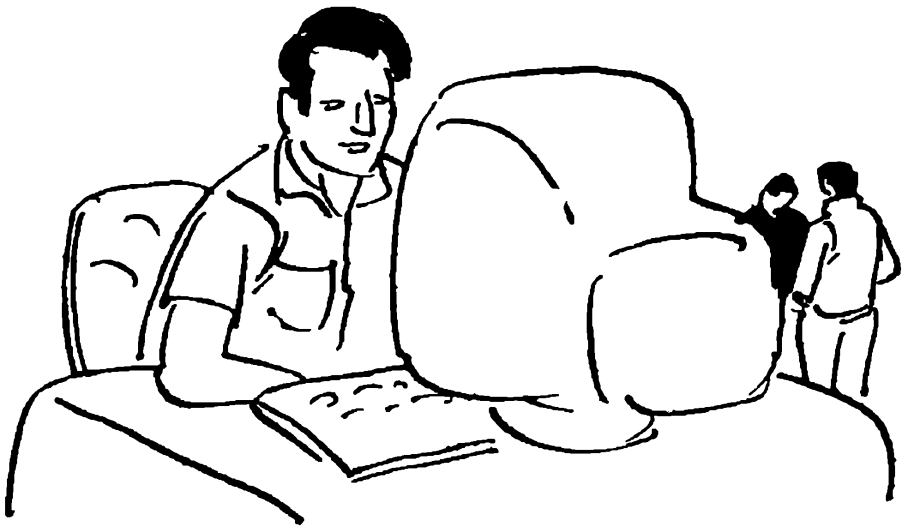

—হতেই হবে। আমার মোটো হচ্ছে কাস্টমার ইজ কিং। উন্‌কে লিয়ে হম সব কুছ কর সক্‌তে হেঁ।

—একটা অন্য কথায় আসছি...ওপর তলার সুজাতা মুখার্জির সঙ্গে আলাপ পরিচয়...

ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা অসমাপ্ত রাখে অবিনাশ।

—আলাপ পরিচয় আর হল কোথায়?

দু-হাত ওপরের দিকে তুলে গণপত গুপ্তা নিজের হতাশা ব্যক্ত করে।

—উনি উপ্পর রইলেন...আমি নীচে। কখনও বাতচিত্ পর্যন্ত হল না।

—কেন?

অবিনাশ প্রশ্ন করে।

—উনি তো সবাইয়ের সঙ্গে কথা বলত না। মিক্সভি করত না। শুধু দেখতম কি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাবছে। আর গাড়ি করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—আপনাকে কী কোনও অফার দিয়েছিল বাড়িওয়ালা?

—দেখুন মিস্টার রায়, এট তো কনফিডেনশিয়াল ব্যাপার আছে। লেকিন্ আপনি খুনের তলাস করতে এসেছেন আপনাকে আমি সবকিছুই বলব। কোনওকিছু ছুপাব না।

অন্যমনস্কভাবে গালে হাত বোলায় অবিনাশ। যেন দাড়ি, কামানোটা ঠিক হয়েছে কিনা পরখ করে দেখছে।

—তাহলে কি আপনি এতক্ষণ কিছু ছুপাচ্ছিলেন?

—এয়সা কোই বাত নহি...

এই প্রশ্নে গণপত গুপ্তা খুব একটা বিব্রত হয়েছে বলে মনে হয় না।

BanglaBook.org

—আপনার কাছে ছুপিয়ে আমার কী লাভ আছে বলুন?

সেটা তো আমিও জানতে চাই, অবিনাশ মনে-মনে বলে।

—ওরা বললে কী, নতুন বাড়ি হলে নীচের শপিং কমপ্লেক্সে আমাকে এই পুরো দোকানের সাইজ জায়গা ফ্রি দেবে। আর বিল্ডিং-এর জন্য যে রং আর মেটিরিয়াল লাগবে আমার কাছ থেকে নেবে।

—তাহলে...নতুন বিল্ডিং তৈরি হলে আপনার দুদিক থেকেই লাভ হত বলুন।

—লেকিন হল কোথায়?

গনপত গুপ্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে।

—কিছু হল না। বাদ্‌মে জানতে পারলাম কী ওপরের মহিলা পুরো প্রোপোজাল ইনকার করে দিয়েছে।

—আপনারই লস্!

অবিনাশ একটুক্ষণ চুপ করে ওর শেষ প্রশ্ন করে।

—আপনি কি কখনও দোতলা কিনে নেওয়ার কথা বলেছিলেন বাড়িওয়ালাকে?

—না তো?

কথাটা ফ্ল্যাটলি ডিনাই করে গনপত গুপ্তা।

মিথ্যে কথাটা তাহলে কে বলেছে...বাড়িওয়ালা, না...গনপত গুপ্তা?

আরেকটা জিনিসও অবিনাশ নিজের মনে নাড়াচাড়া করে। গনপত গুপ্তার সঙ্গে সুজাতা মুখার্জির খুনের কি আদৌ কোনও সম্পর্ক আছে? আর থাকলে সেটা কোথায়?

সেদিনই বিকেলের দিকে সঙ্গে বেশ কিছু ফটোগ্রাফ খামের মধ্যে ভরে অবিনাশ অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। পার্ক লেন-এ সংস্কৃতি বলে দোকানটা খুঁজে পেতে ওর কোনও অসুবিধা হয় না। বাড়িতে ফোন করে ও আগেই শর্মিলার কাছ থেকে সংস্কৃতির ঠিকানা জেনে নিয়েছিল।

দোকানের ভেতর গিয়ে অবিনাশ খাম থেকে বার করে একটার-পর-একটা ছবি সেলস্ গার্লটিকে দেখায়। সমস্ত ছবির মধ্য থেকে সেলস্ গার্লটি একটা বিশেষ ছবি পয়েন্ট আউট করে তুলে ধরে। অবিনাশ দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে জেনে নেয় মেয়েটি শিয়োর কিনা।

পয়েন্ট আউট করা ছবিটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবিনাশ সেলস্ গার্লটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে অবিনাশ নিজের মনেই মাথা নাড়ে। পুরো ব্যাপারটা যেন ওর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

পরের দিন সকালবেলায় প্রদ্যোৎ অবিনাশের বাড়িতে এসে হাজির হয়। সঙ্গে নন্দিতা অধিকারীর কারিকুলাম্ ভিটের জেরক্স কপি। বিকাশের সাহায্য নিয়ে প্রদ্যোৎ

BanglaBook.org

এই কপিটা লুকিয়ে হেডস্টার্টের অফিস রেকর্ড থেকে বার করেছে।

প্রদ্যোৎ-এর সঙ্গে চা খেতে-খেতে অবিনাশ নন্দিতার সিভিটায় চোখ বোলায়। আই সি এস সি লোরেটো ধর্মতলা থেকে। কলেজ-লেডি ব্রেবর্ন। ইংলিশে অনার্স। ইউনিক অ্যাড্‌ভারটাইজিং-এ প্রথমে অ্যাকাউন্টস একজিকিউটিভ, পরে অ্যাকাউন্টস্ সুপারভাইজার। ট্রান্সফার নিয়ে দিল্লিতে চলে যায়। ওখানে তিন বছর।

—দিল্লিতে থাকাকালীন নন্দিতা বিয়ে করে। শ্যামল নাথ বলে এক ভদ্রলোককে। ওই সময়টাতে ওরা সি আর পার্কে থাকত।

প্রদ্যোৎ সিভির মধ্যে টুকরো-টুকরো ইনফরমেশন অ্যাড্ করে।

—এখন স্টেটাস্?

নন্দিতার সিভি থেকে চোখ না তুলে অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—ডির্ভোসি। তারপর থেকে কলকাতায়।

এজ থার্টিফাইভ।

—হুঁ।

সিভির প্রথম পাতায় চোখ এনে অবিনাশ একবার ডেট অফ বার্থটা দেখে নেয়।

চা খেয়ে প্রদ্যোৎ উঠে পড়ে। ওর খুব ইচ্ছে ছিল অবিনাশের সঙ্গে নন্দিতার বাড়িতে যাওয়ার। কিন্তু, ও জানে সেটা সম্ভব নয়। ওর হাতে অন্য কাজ ধরা আছে।

মনোহর পুকুর রোডে নন্দিতা অধিকারীর ফ্ল্যাট খুঁজে বার করতে গিয়ে অবিনাশকে বেশ ভোগান্তি পেতে হয়। পাশাপাশি দুটো বাড়ি থাকলে কি হবে, একটার সঙ্গে অন্যটার নম্বরের কোনও মিল নেই। অবশেষে অবিনাশ যখন সিঁড়ি ভেঙে নন্দিতার ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছয় তখন ওর কপালে ঘাম জমেছে।

দরজায় বেল্ টেপার আগে অবিনাশ পকেট থেকে রুমাল বার করে একবার মুখ মুছে নেয়। পারসোনাল অ্যাপিয়ারেন্স-এর ব্যাপারটা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি অবিনাশ।

—বাড়ি পেতে নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হল?

দরজা খুলে নন্দিতা ওকে জিজ্ঞাসা করে।

—সেইজন্যই আপনাকে ফোনে আমি জায়গাটা বলতে চেয়েছিলাম।

আসার আগে অবিনাশ যখন নন্দিতাকে ফোন করে তখন ভদ্রমহিলা ওকে নিজের বাড়ির নির্দেশ দিতে চাইলে অবিনাশ হেসে জানিয়েছিল সেটার প্রয়োজন হবে না।'

—কী খাবেন বলুন। চা, কফি, ঠান্ডা কিছু?

—চা।

—বসুন, আমি চায়ের জল চাপিয়ে আসি।

BanglaBook.org

একটুক্ষণ পরেই নন্দিতা অবিনাশের কাছে ফিরে আসে।

—এই ফ্ল্যাটে কি আপনি একা থাকেন?

—কেন...আর কেউ বাড়িতে নেই বলে?

নন্দিতার মুখে কৌতুকের হাসি।

—এতদিন মা সঙ্গে ছিলেন। গত বছর মারা যান। এখন একজন ফুল টাইম কাজের মেয়ে আছে।

—আপনি তাহলে চা বানাচ্ছেন?

—মাসের বাজার করতে ওকে দোকানে পাঠিয়েছি।

নন্দিতা হেসে জবাব দেয়।

—ফ্ল্যাটে থাকলেই ও রান্নাঘর থেকে আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনার চেষ্টা করত। তা ছাড়া...চা বানাতে আমার ভালোই লাগে।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে ইলেকট্রিক কেটলের হুইসিল্ আসে। 'এক্সকিউজ মি' বলে নন্দিতা চলে যায়।

নন্দিতার বসার ঘরের আসবাবপত্র খুব একটা যে এক্সপেনসিভ তা নয়, কিন্তু ঘর সাজানোর মধ্যে বেশ একটা আলগা শ্রী রয়েছে। ড্রয়িং রুমে ডিপ ব্রাউন রং করা বেতের সোফা সেট। দেওয়ালের বুক শেল্ফ-এ বেশ কিছু বই। ঘরময় পটেড্ প্লান্টস্।

শেল্ফ-এর ওখানে উঠে গিয়ে অবিনাশ বই উলটেপালটে দেখছে এমন সময় হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে নন্দিতা ফিরে আসে। ট্রেটা টেবিলে রেখে নন্দিতা ওর পেছনে এসে দাঁড়ায়।

—কী বই দেখি?

অবিনাশ বইটা দেখায়।

—ক্যালকাটা ক্রোমোজোম্। অমিতাভ ঘোষের বই পড়তে বেশ ভালো লাগে।

—ওটা আমার পড়া...চাইলে লেন্ড করতে পারি।

একটু ইতস্তত করে বইটা আবার শেল্ফ-এ গুঁজে রাখে অবিনাশ। নন্দিতার গায়ে একটা হালকা পারফিউম, অবিনাশ গন্ধ পায়। খোলা লম্বা চুল পাখার হাওয়ায় ওর মুখের কাছে উড়ে আসছে। শেল্ফ ছেড়ে অবিনাশ বসার জায়গায় ফিরে আসে।

—চা দুধ-চিনি দিয়ে...না শুধু লিকার?

—লিকার...তবে অল্প চিনি দেওয়া যায়।

চা বানিয়ে নন্দিতা অবিনাশের দিকে কাপটা বাড়িয়ে দেয়। তারপর, প্লেটে রাখা কিছু কুকিজ্।

—ওটা নিজের হাতে বানানো...

নন্দিতা কুকিজের দিকে দেখিয়ে বলে।

BanglaBook.org

—খেয়ে দেখতে পারেন।

অবিনাশ প্লেট থেকে একটা কুকিজ তুলে নেয়। ওটস্ আর চকোলেট দিয়ে তৈরি। খেতে বেশ ভালো লাগে অবিনাশের।

—হেডস্টার্টের আগে আপনি কোথায় কাজ করতেন?

—ইউনিক অ্যাডভারটাইজিং।

—ডিরেক্ট মার্কেটিং-এ আপনার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আছে?

—না।

—তা সত্ত্বেও আপনি এখানে কাজটা পেয়ে গেলেন?হেডস্টার্টের বিজ্ঞাপনে নাকি প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স প্রেফারেবল বলে লেখা ছিল?

—হয়তো ওরা সেরকম ক্যানডিডেট খুঁজে পাননি।

নিজের চায়ে চুমুক দিয়ে নন্দিতা জবাব দেয়।

—তবে আমাকে রিক্রুট করে কোম্পানির খুব একটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। সেটা গত কয়েক বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন।

অবিনাশের চায়ের কাপ শেষ হয়ে এসেছে।

—আরেক কাপ?

—নো থ্যাঙ্কস্। নন্দিতা...

চশমা খুলে অবিনাশ ভাঁজ করে রাখে।

—মাডারড্ সুজাতা মুখার্জিকে আপনি চিনতেন?

—সুজাতা মুখার্জি আমাদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর শতদল মুখার্জির স্ত্রী ছিলেন। অতএব, ওনার সঙ্গে যা কিছু আলাপ পরিচয় ওটা খুবই ফরমাল।

উত্তর দিতে গিয়ে নন্দিতার মুখে আবার কৌতুক ভরা হাসি।

—ওঁদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল?

—সেরকম নয়। একবারই গিয়েছিলাম...পার্টিতে।

—ও হ্যাঁ...

পকেট থেকে অবিনাশ নোট বই বার করে একটা বিশেষ পাতায় এসে থামে।

—এ পার্টির শেষেই মিস্টার মুখার্জি অফারড্ টু ড্রপ ইউ হোম, তাই না?

নোটবই থেকে চোখ তুলে অবিনাশ নন্দিতাকে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ।

—শুনেছি সে রাত্রে মিস্টার মুখার্জি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। উনি কি আপনার কাছেই ছিলেন?

—হতে পারে।

নন্দিতা চোখ ছোট করে জবাব দেয়।

—তবে আমি ওনাকে আটকে রাখিনি...ইফ দ্যাটস্ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু নো।

BanglaBook.org

—ওই পার্টিতে ছাড়া আর কখনও ওর সঙ্গে দেখা হয়নি?

বল্‌পেন দিয়ে অবিনাশ অন্যমনস্ক ভাবে নোটবইটাতে ট্যাপ করতে থাকে, যেন অঙ্কটা ঠিক কিছুতেই মিলিয়ে উঠতে পারছে না।

—হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত ভাবে নন্দিতা জবাব দেয়।

—বছর দুয়েক আগে মিসেস মুখার্জি হঠাৎ একদিন দুপুরে আমাদের অফিসে এসে হাজির হন। মিস্টার মুখার্জি তখন অফিসে ছিলেন না।

নন্দিতা একটু থেমে আবার কথা বলতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর উনি মিস্টার মুখার্জির ঘরে আমাকে ডেকে পাঠান এবং জানতে চান এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস্ পাওয়া যাবে কিনা। আমি জাস্ট হেসে জবাব দিয়েছিলাম এরজন্য আমাকে প্রয়োজন ছিল না, বেয়ারাকে ডাকলেই হত।

থুঁতনিতে হাত দিয়ে বোধহয় নন্দিতা সেদিনকার ঘটনাটাই আবার নতুন করে মনে করে।

—তখন বুঝতে পারিনি। পরে মনে হয়েছিল মিস্টার মুখার্জি অফিসে নেই জেনেই সুজাতা আমাদের অফিসে এসেছিলেন, যাতে আমাকে সবার সামনে অপদস্থ করা যায়।

নন্দিতার কথা শেষ হওয়া সত্ত্বেও অবিনাশ ওর দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে থাকে। যেন নন্দিতার কাছ থেকে ও আরও কিছু এক্সপেক্ট করছে। নন্দিতা যখন আর কোনও কথা বলে না তখন অবিনাশ আবার ওকে প্রশ্ন করে।

—আপনার সঙ্গে মিস্টার মুখার্জির ঠিক কীরকম রিলেশনশিপ বলুন তো?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে নন্দিতাকে একটু অপ্রস্তুত দেখায়।

—আপনি...মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না কী বলতে চাইছেন।

—না বোঝার কিছু নেই...

অবিনাশ স্থির দৃষ্টিতে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে।

—এটাতো অনস্বীকার্য যে আপনার সঙ্গে শতদল মুখার্জির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে...

—তাই?

কথাটা হালকা করার চেষ্টা করে নন্দিতা।

—এবং এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই শতদল এবং সুজাতার মধ্যে এত গন্ডগোল।

—ওটা বোধহয় সত্যি নয়।

নন্দিতার গলা এবার সিরিয়াস শোনায়।

—সত্যিটা তাহলে কী?

—মিস্টার এবং মিসেস মুখার্জির মধ্যে রিলেশনশিপ বহুদিন আগেই চির

BanglaBook.org

খেয়েছিল। আমার আসার জন্য অপেক্ষা করে থাকেনি।

অবিনাশ আবার বলপেন দিয়ে নোটবুক ট্যাপ করতে থাকে।

—শতদল কি আপনাকে কখনও প্রপোজ করেছিলেন?

—ফর ম্যারেজ?

মুখ তুলে নন্দিতা সরাসরি অবিনাশের দিকে তাকায়।

—হাইপোথেটিকাল প্রশ্ন। শতদল ও সুজাতা যতদিন বিবাহিত থাকবেন ততদিন আমাকে প্রপোজ করার প্রশ্নই ওঠে না।

—শতদল কখনও সুজাতার এগেন্সটে ডিভোর্স প্রসিডিংস এনেছিলেন বলে জানেন?

—এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় মিস্টার মুখার্জি আপনাকে বেটার দিতে পারবেন।

নন্দিতা অল্প হেসে উত্তর দেয়।

—গত ১৯ তারিখ রাত্রে এবং পরের দিন ভোরবেলায় আপনি কোথায় ছিলেন?

—মিসেস মুখার্জি যেদিন খুন হন? কেন...আমার বাড়িতেই ছিলাম।

—ইজ দ্যাট ভেরিফায়েবল্?

নোটবইয়ে আগেকার লেখাগুলোর ওপর নতুন করে কলম বোলায় অবিনাশ।

—অবশ্যই। কিন্তু তার আগে একটা কথা খুলে বলুন তো, আপনি নিশ্চয়ই সন্দেহ করছেন না সুজাতা মিস্টার মুখার্জিকে ডিভোর্স দিতে রাজি না হওয়ায় আমরা দুজন ওকে প্ল্যান করে মার্ডার করেছি।

—সেটা ভাবা কি অমূলক হবে?

একটা বাঁকা হাসি হেসে অবিনাশ হাতের নোটবইটা বন্ধ করে।

—নতুন কিছু মনে পড়লে জানাতে ইতস্তত করবেন না কিন্তু।

নিজের ভিজিটিং কার্ড নন্দিতার হাতে এগিয়ে দিয়ে অবিনাশ উঠে দাঁড়ায়।

অফিস গিয়ে অবিনাশ বাকিটা সকাল ফাইল ক্লিয়ার করতে ব্যস্ত থাকে। এ কদিন সময় দিতে পারেনি বলে ইন্-ট্রেতে বেশ কিছু ফাইল জমে গেছে। এ সব ফাইল দেখতে ওকে যে খুব একটা মনঃসংযোগ করতে হয় এমন নয়।

এমন সময় প্রদ্যোৎ অবিনাশের ঘরে প্রবেশ করে। প্রদ্যোৎ নিশ্চয়ই আসার মুখে ক্যান্টিনে অর্ডার দিয়ে এসেছিল। কেননা, একটু পরেই ক্যান্টিন থেকে প্রদ্যোৎ-এর টিফিন এসে যায়।

খেতে-খেতে প্রদ্যোৎ শতদলের ড্রাইভারের সঙ্গে ওর কী কথা হয়েছে সেটা বলতে শুরু করে।

BanglaBook.org

—ওর হদিস্ পেলে কোথায়?

হরলিক্সের কাপে চুমুক দিয়ে অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—ওদের অফিসের কাছে। হেডস্টার্ট-এর নামে একটা রিজার্ভড পার্কিং লট আছে, সেখানে। যে লোকটি পার্কিং-এর টিকিট দেয় তাকে জিগ্যেস করতে ও শতদলের ড্রাইভারকে দেখিয়ে দিল। শতদলের গাড়িটা হচ্ছে লেটেস্ট সুয়িফট্। টোমাটো রেড। গাড়িটা সম্বন্ধে আমি ঔৎসুক্য দেখাতে ড্রাইভারতো মহা খুশি। গাড়ির দরজা খুলে আমাকে ভেতরটা দেখাল-টু টোনড্ আপ্ হোলস্ট্রি লেদারে মোড়া স্টিয়ারিং হুইল, আরও কত কী। ড্রাইভারের নাম রামসরণ সিং। গোরখপুরে বাড়ি। একথা সে কথার পর রামশরণকে যখন ওর মনিবের সম্বন্ধে জিগ্যেস করেছি, তখন ওর প্রথম সন্দেহ হল।

—তারপর?

—তারপর আর কী...

অমলেট আর টোস্ট শেষ করে প্রদ্যোৎ আওয়াজ করে চায়ের কাপে চুমুক দেয়।

—পকেট থেকে আই ডিটা বার করে দেখালাম। রামসরণ প্রচুর ভয় পেয়ে গেল।

—তারপরও কথা বলাতে পারলে?

—না বলার কি আছে?

প্রদ্যোৎ ছোট্ট করে হাসে।

—একটু এলবো টুইস্টিং করতে হল আর কি। বললাম, যদি আমার প্রশ্নের সত্যি-সত্যি জবাব দেয়, তাহলে ওর ভয় নেই। আর, আমার সঙ্গে ওর যা কথাবার্তা হয়েছে সেটা যেন ও ভুলেও কাউকে বলতে না যায়, তাহলে ওর এবং ওর বাবুর দুজনেরই সমূহ বিপদ হতে পারে।

আবার আওয়াজ করে চুমুক দিয়ে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে প্রদ্যোৎ।

—বুঝলেন স্যার...ড্রাইভার রামসরণের মধ্যে তখন রীতিমতো একটা ইনার কনফ্লিক্ট চলছে। শত হলেও সে শতদলবাবুর নিমক খেয়েছে। আর, আজ তারই এগেন্সটে বলবে? যাক্‌গে, শেষ পর্যন্ত ও যে কথা বলল তাতে আমি কেঁপে গেলাম।

ক্যানটিন্ থেকে বেয়ারা এসে টেবিল থেকে খালি কাপ-প্লেট নিয়ে যায়।

—যেদিন ভোরবেলায় সুজাতা দেবী খুন হন তার আগেরদিন গভীর রাতে গ্যারেজের মধ্যে আওয়াজ হতে ড্রাইভার রামসরণের ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় কেউ যেন গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে। ড্রাইভারের ঘরটা ঠিক গ্যারেজের পাশেই। ও আর তখন ওঠেনি ঘুমিয়ে পড়েছে।

—তারপর?

BanglaBook.org

প্রদ্যোৎকে চুপ করতে দেখে অবিনাশ আর জিগ্যেস না করে পারে না।

—ভোর রাত্রের দিকে রামসরণের বাথরুম যাওয়ার অভ্যেস। সেদিনও বাথরুম করতে উঠেছে। ঘরে ফেরার সময় কি মনে হতে ও গ্যারেজটা গিয়ে একবার দেখে আসে।

—ও কী দেখল?

আবার প্রশ্ন না করে পারে না অবিনাশ।

—দ্যাখে, গ্যারেজের দরজা ভেজানো রয়েছে। তালা খোলা। ভেতরে গাড়ি নেই।

কথাটা শুনে অবিনাশ নড়েচড়ে বসে।

—রামসরণ তো গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। তারপর ভোরবেলা, ছ'টা সাড়ে ছ'টা নাগাদ নাকি ও আবার গাড়িটা ফিরে আসার আওয়াজ পায়।

—এই নিয়ে শতদলের সঙ্গে রামসরণের কোনও কথাবার্তা...?

—নাথিং।

প্রদ্যোৎ সাইডওয়াইজ মাথা নাড়ে।

—পরের দিন সুজাতাদেবীর খুনের ব্যাপারটা জানার পর ও ভয় পেয়ে পুরো ব্যাপারটাই চেপে যায়।

—একসেলেন্ট ওয়ার্ক।

অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর প্রশংসা করে বলে।

—সন্দেহর কাঁটাটা তাহলে শতদলের দিকেই ঘুরছে...না স্যার?

প্রদ্যোৎ-এর কম বয়েস। একটু ড্রামাটাইজ করতে ভালোবাসে।

শতদলের বাইপাসের বাড়ির ড্রইংরুমে সবচেয়ে আগে যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল সালভাদর দালির ক্রুসিফিক্সিয়নের একটা বড় পোস্টার। প্রিন্টটা এত ভালো যে অবিনাশ হাঁ করে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—ওটা আমার এক কাজিন্ স্টেটস্ থেকে পাঠিয়েছিল।

ভেতরের ঘর থেকে শতদল বেরিয়ে এসেছে। পরনে পাঞ্জাবি পায়জামা। সদ্য স্নাত, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। ঘাড়ে ও গলায় এ দেশি রীতিতে ট্যালকম পাউডার মাখানো।

—অফিসে আসতে বললেও হত। আপনাদের দিক থেকে বোধহয় সেটাই বেশি কনভিনিয়েন্ট হত। কিন্তু...কিছু এমপ্লইজ্ ছুটির পরেও কাজ করে...সেটা আবার আমার পক্ষে একটু...

—ইনকনভিনিয়েন্ট হয়ে যেত, তাই তো?

শতদলের হয়ে অবিনাশ কথাটা পূরণ করে। অস্বস্তি কাটানোর জন্য শতদল আলোচনার বিষয় পালটায়।

BanglaBook.org

—সানডাউনের পর একটু হুইস্কি চলবে? আই কীপ এ গুড সেলার।

অবিনাশ মাথা নেড়ে না জানায়। অবিনাশের দেখাদেখি প্রদ্যোৎও। গত বছর যে পেটে দু-জায়গায় আলসার ধরা পড়েছিল সেটা জানানোর কোনও প্রয়োজন বোধ করে না অবিনাশ।

—তাহলে কী খাবেন...চা কফি?

—চা-ই বলুন।

—ইউডোন্ট মাইন্ড...

শতদল বোতল থেকে গ্লাসে ড্রিঙ্কস্ ঢালার ভঙ্গি করে দেখায়।

—ইফ আই পোর ওয়ান্ ফর মাইসেল্ফ।

অবিনাশ হেসে জানায় যে ওরা মাইন্ড করবে না।

—এক মিনিট একটু বলে আসি।

নিজেকে এক্সকিউজ করে শতদল উঠে যায়। কিচেনে গিয়ে কাজের লোকটাকে নির্দেশ দিয়ে আসে। একটু পরই লোকটি ট্রেতে করে বরফ, জল ও ড্রিঙ্কস-এর বোতল দিয়ে যায়। সঙ্গে প্লেটে করে কাজু বাদাম।

—সন্ধেবেলায় হুইস্কি খাওয়ার কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে।

শতদল কিন্তু ওদের চা না আসা পর্যন্ত নিজের জন্য ড্রিঙ্কস্ ঢালে না। কাজের লোকটি এবার অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ-এর জন্য চা ও স্যান্ডউইচ নিয়ে আসে।

—সারাদিন কাজের পর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।

ওদের দিকে স্যান্ডউইচের প্লেট এগিয়ে দেয় শতদল। প্রদ্যোৎ আর অবিনাশের সত্যিই খিদে পেয়েছিল। তাই আর বাক্য ব্যয় না করে ওরা খাওয়া শুরু করে।

—নিউমার্কেট-এর পেছনেই বলতে পারেন...ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে কালমান বলে একটা ছোট দোকান আছে। অরিজিনালি ওটা ছিল হাঙ্গেরিয়ান। এখন দিশি। তবু, হ্যামটা এখনও ভালোই করে। তাই, অফিস ফেরার পথে মাঝে-মাঝে নিয়ে আসি।

শতদল বোতল থেকে নিজের জন্য একটা ড্রিঙ্ক তৈরি করে। আইস্‌বক্স থেকে তাতে তিনটুকরো বরফ দেয়, আর কাচের কারাফে থেকে সোডা।

—কোথায় যেন একটা পড়েছিলাম যে হুইস্কি জলের বদলে সোডা দিয়ে খেলে নাকি বেশি কিক্ পাওয়া যায়। কারণটা এখন আর মনে নেই। কিন্তু, সেই থেকে সোডা দিয়ে হুইস্কি খাওয়ার অভ্যেসটা কায়েম হয়ে গেছে। আফটার অল্...পয়সা খরচ করে যখন খাচ্ছি, তখন একটু কিক্ না পেলে খাওয়ার আর কি মানে হয় বলুন।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে শতদল।

—সুজাতার মার্ডারের ব্যাপারে কিছু নতুন প্রশ্ন আছে।

—কীরকম?

নিজেকে ফর্টিফাই করে নেওয়ার জন্যই বোধহয় শতদল হুইস্কিতে একটা লম্বা

BanglaBook.org

চুমুক দিয়ে নেয়।

—আপনি কি আমার সঙ্গে নন্দিতার সম্পর্ক নিয়ে জানতে চান?

নন্দিতার সঙ্গে কথাবার্তার বিবরণ যে মহিলা শতদলকে বিশদভাবে জানাবেন এটা অবিনাশের মনেই হয়েছিল।

—না, ঠিক সে কারণে নয়। আপনাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নন্দিতার কাছ থেকে মোটামুটি আঁচ করা গেছে।

—তাহলে...

শতদল হাতে ধরা হুইস্কির গ্লাসের দিকে তাকিয়ে ভাববার চেষ্টা করে।

—আর কী কারণ থাকতে পারে?

—যতটা বলা উচিত ছিল ততটা আমাদের বলেননি। কিছু-কিছু জিনিস উইলফুলি সাপ্রেস করে গেছেন আমাদের কাছে।

—সাপ্রেস করেছি...আপনাদের কাছে?

উত্তরে অবিনাশ সাইলেন্টলি মাথা নড় করে।

—সেদিন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় আপনি এমন একটা ইম্প্রেশন দিয়েছিলেন যে আপনি শুধু সে রাত্রেই হেমন্ত মুখার্জি সরণীর বাড়িতে ছিলেন না। বাইপাসের বাড়িটা আপনার কাছে জাস্ট একটা অকেশনাল্ রিট্রিট মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

অবিনাশ স্থির দৃষ্টিতে শতদলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সেটা কি ঠিক?

শতদলের ফরসা মুখ লাল হয়ে যায়।

—হতে পারে...

BanglaBook.org

শতদল কনফেস্ করে।

—সেদিন আপনাকে কিছু-কিছু ইনফরমেশন নিজের থেকে ভলান্টিয়ার করিনি।

—ইংরেজিতে এটাকে সিন অফ্ অমিশন বলে, মিস্টার মুখার্জি। কেননা পরে আমরা জানতে পারি আপনি গত ছ-মাসের মধ্যে একদিনের জন্যও ও বাড়িতে থাকেননি। এবং যখন যেতেন খুবই অল্প সময়ের জন্য, বিশেষ প্রয়োজনে।

হুইস্কির গ্লাসটা শতদলের ঠোঁটের কাছে এসে থেমে যায়।

—আরও আছে...

অবিনাশ শতদলের মুখ থেকে দৃষ্টি সরায় না।

—আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর কীরকম সম্পর্ক জানতে চাইলে আপনি বলেন—এই আর পাঁচটা বিয়েতে যেরকম হয়ে থাকে। আমাদের ইনফরমেশন...ফর্ অল্ পারপাসেস...আপনাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। লিগালি সেপারেশন না হলেও কার্যত তাই। এছাড়া...

অবিনাশ পকেট থেকে নোটবই বার করে পাতা ওলটায়।

—আপনি এও বলেন যে আপনার মেয়ে ও বাড়িতে আসত-যেত। সি কামস্ অ্যান্ড গোজ। আপনারই কথা। আসলে গত দু-মাস রিমি একদিনের জন্যও ও বাড়িতে থাকেনি। সত্যি কথা বলতে গেলে, খুন হওয়ার সময় সুজাতা ও বাড়িতে একাই থাকতেন।

শতদল মাথা নীচু করে বসে থাকে।

—এগুলোকে আমরা বলি উইলফুল সাপ্রেশন অফ্ ফ্যাক্টস্। আপনার ড্রিঙ্কসে বরফ গলে জল হয়ে গেল।

শতদলের মধ্যে কিন্তু নিজের ড্রিঙ্কস্ শেষ করার ব্যাপারে সেরকম উৎসাহ আর দেখা যায় না।

—এবার কিছু নতুন বিষয়ে আসা যাক। মিস্টার মুখার্জি...

শতদল শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে তাকাতে বাধ্য হয়।

—আপনার স্ত্রীর প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে আপনি কতদূর জানেন?

—সুজাতার প্রাইভেট লাইফ? ঠিক বুঝলাম না...

—প্রত্যেক মানুষেরই দুটো জগৎ আছে, একটা পাবলিক আরেকটা প্রাইভেট। আপনার প্রাইভেট লাইফে যেমন নন্দিতা। নাকি...সেটা এখন আর সেরকম প্রাইভেট নেই?

বেশ কিছুক্ষণ শতদল কোনও কথা বলে না। অবিনাশও না।

—আপনি কি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওর বিজনেস পার্টনার, অরভিন্দ শ্রীবাস্তবের কী সম্পর্ক জানতে চাইছেন?

—হতে পারে। আই অ্যাম নট শিয়োর।

BanglaBook.org

ব্রিফকেস খুলে অবিনাশ পেজ মার্কটা বার করে।

—ব্যাপারটা খুলে বলি। আপনার স্ত্রীর বেডরুমে একটা অসমাপ্ত ইংরেজি নভেল পাওয়া যায়। ওই বইটার মধ্যে আমরা এই পেজ মার্কটা খুঁজে পাই।

অবিনাশ শতদলের দিকে পেজ মার্কটা এগিয়ে দেয়।

—দেখুন তো হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কি না।

পেজ মার্কটা হাতে নিয়ে শতদল মাথা নড় করে।

—হ্যাঁ। এটা সুজাতার হ্যান্ডরাইটিংই বটে।

—নাম দুটো দেখলেন? অরভিন্দ আর টুকু। অরভিন্দ নামটা ইংরেজিতে লেখা টুকু নামটা বাংলায়। অরভিন্দ খুব সম্ভবত ওনার বিজনেস্ পার্টনার। অবশ্য অরভিন্দ নামে অন্য কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গেও আপনার স্ত্রীর পরিচয় ছিল কিনা আমরা জানি না।

—মোস্ট আনলাইকলি।

গ্লাসের তলানিটা শেষ করে শতদল নিজের জন্য আরেকটা বড় করে হুইস্কি ঢালে।

—অরভিন্দ-এর সঙ্গে আপনার স্ত্রীর একজ্যাক্টলি্ কী সম্পর্ক ছিল?

—ওয়েল...

কথা বলতে গিয়ে শতদল ঢোক গেলে।

—দে ওয়ার বিজনেস পার্টনারস্।

—জাস্ট দ্যাট? নাকি...আরও বেশি কিছু?

—আমার পক্ষে সেটা বলা মুশকিল।

শতদল হেল্পলেস্লি অবিনাশ আর প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকায়।

—এই লেদার বিজনেসের পুরোটাই ওর পারসোনাল ব্যাপার। ইনক্লুডিং চয়েস অফ্ পার্টনার।

—তাই বলে, ওদের মধ্যে বিজনেস্ ছাড়া অন্য কোনও রিলেশনশিপ ছিল কিনা আপনি জানবেন না?

শতদল ও প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারে না।

—ওরাতো দুজনে একবার বিজনেস টুরে এক সঙ্গে জার্মানি এবং হল্যান্ড গিয়েছিলেন, তাই না?

অবিনাশের কথা শুনে শতদল চমকে ওঠে।

—এ কথা...আপনি জানলেন কী করে?

—আপনার স্ত্রী এবং মিস্টার শ্রীবাস্তবের পাসপোর্ট থেকে। শ্রীবাস্তব অবশ্য নিজেই সেটা স্বীকার করেছেন।

—আপনি সবই জানেন দেখছি...

BanglaBook.org

শতদল হাত ঘুরিয়ে গ্লাসের বরফ নাড়ে।

—তাহলে আমাকে আর জিজ্ঞাসা করা কেন?

—শ্রীবাস্তবের ভারশানটা শোনা হয়েছে। আপনার ভারশানটা বাকি।

—আমার ধারণা...নাও আই মাইট বি রং...

কথাটা বলতে গিয়ে শতদল বেশ অস্বস্তি বোধ করে।

—শ্রীবাস্তব ওয়াজ ইন লাভ্ উইথ মাই ওয়াইফ্।

—এবং আপনার স্ত্রী? ওয়াজ শি ইন লাভ উইথ হিম?

—জানি না।

শতদল আনসারটেনলি মাথা নাড়ে।

—আমার স্ত্রী কিছু কিছু ব্যাপারে...শি ওয়াজ এ ভেরি প্রাইভেট পারসন্। আমার তো একেক সময় মনে হয় শ্রীবাস্তবের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটাই শি ডিড্ আউট অফ স্পাইট্।

—যেহেতু আপনি নন্দিতার প্রতি...

শতদল উত্তরে ঘাড় ঝাঁকায়।

—আর টুকু? ওই নামে কাউকে চেনেন?

—না, হয়তো ওর কোনও বান্ধবীর ছেলেমেয়ে হবে।

—আপনার স্ত্রীর কোনও লাভার ছিল...আদার দ্যান শ্রীবাস্তব? কোনও সিক্রেট রিলেশনশিপ...

—এ আপনি কী কথা বলছেন?

শতদলকে শেল্ শকড্ মনে হয়। হাতে লেখা চিরকুটটা অবিনাশ শেষের জন্য রেখে দিয়েছিল। এবার সেটা বার করে ও শতদলকে দেখায়।

—আমাদের আর এরকমভাবে দেখা করা উচিত হবে না।

অস্ফুটভাবে শতদল চিরকুটটা থেকে পড়ে।

—এটা আমার স্ত্রীর হাতের লেখা নয়।

—তবে, অ্যাপারেন্টলি ওনাকেই লেখা। ওর পারসোনাল চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে।

—আমি কিছুই...দিস্ ইজ ইম্পসিবল্।

শতদলের মুখ দেখে মনে হয় ওর গালে কেউ কষে একটা চড় লাগিয়েছে। অবিনাশ ওকে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য সময় দেয়।

—সেদিন আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম...সুজাতার কি কোনও শত্রু আছে বলে জানেন?

শতদল এতক্ষণ দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল। এবার মুখ থেকে হাত সরায়।

BanglaBook.org

—বিশ্বাস করুন...সেদিন থেকে ওই একটা কথাই খালি আমার মাথায় ঘুরছে। হু উড্ ওয়ান্ট টু কিল্ হার?

শতদল নিজের মনেই মাথা নাড়ে।

—এ প্রশ্নের কোনও সঠিক উত্তর আমি আজও পাইনি। আনলেস্...

শতদল হাসবার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে।

—ইউ সাসপেক্ট মি।

—সেটা ভাবা কি খুব অন্যায় হবে মিস্টার মুখার্জি?

শতদলের দিকে অবিনাশ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—এক তো আপনার স্ত্রী ইকনমিকালি ইনডিপেনডেন্ট। আপনি তাই ওকে কোনওভাবেই ডমিনেট করতে পারছেন না। সেটা আপনার ইগোতে লাগছে। দুই...

অন্য হাতের তর্জনি দিয়ে অবিনাশ দ্বিতীয় আঙুলটা ক্রস্ আউট করে।

—আপনার হৃদয় ঘটিত ব্যাপার। কর্মজগতের কারও সঙ্গে আপনি খুব অ্যাটাচট্ হয়ে পড়েছেন। তাকে ভালোবাসেন...তাকে বিয়ে করতে চান, কিন্তু, আপনার স্ত্রী কোনওমতেই আপনাকে ডির্ভোস দেবে না। এই নিয়ে আপনি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু...এভরিথিং হ্যাজ্ ফলন্ অন্ ডেফ ইয়ারস।

অবিনাশ উঠে শতদলের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—শেষে একদিন ভোরবেলায়...যখন আপনি খুব ভালো করে জানেন ও বাড়িতে আর কেউ নেই, তখন আপনি ওর কাছে যান। বাইরে আপনাকে দেখে আপনার স্ত্রী স্বভাবতই দরজা খুলে দেন। ভেতরে গিয়ে আপনি ওকে আপনাদের বেডরুমে নিয়ে যান। সেখানে, অতর্কিত মুহূর্তে আপনি ওর মুখের মধ্যে রুমাল গুঁজে দিয়ে ওকে বিছানায় ফেলে দেন।

কথা বলতে-বলতে অবিনাশ শতদলের পেছনে পায়চারী করতে থাকে। আর শতদলকে বার-বার পেছনের দিকে ফিরে অবিনাশের দিকে তাকাতে হয়।

—এরপর, সুজাতার মুখের ওপর বালিশ দিয়ে আপনি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে রাখেন যতক্ষণ না ওর শরীর শিথিল হয়ে আসে। আপনি ওকে ছেড়ে দিতে ওর শরীর মাটিতে এলিয়ে পড়ে। এবার আপনি সুজাতার মুখ থেকে রুমালটা বার করে ওটা দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন যাতে ওটা কেউ খুঁজে না পায়, তারপর, ঘরের দরজাটা আস্তে করে বুজিয়ে দিয়ে আপনি আবার নিজের বাড়ি ফিরে আসেন। দ্যাট্ এক্সপ্লেনস্ ওয়াই ও বাড়ি থেকে কোনও ভ্যালুয়েবলস্ চুরি হয়নি। না গয়নাগাটি, না টাকাকড়ি। বলুন শতদলবাবু...

অবিনাশ শতদলের পেছনে এসে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনে।

—আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করেননি?

—না-না-না...

BanglaBook.org

শতদল উত্তেজিত ভাবে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে।

—আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি...আপনি যা বলছেন সব মিথ্যে।

নিজের গলা অবিনাশ হুইস্পারে নামিয়ে আনে।

—বেশ তো...আপনি তাহলে সেটা প্রমাণ করুন।

—প্রমাণ? সেদিন...মানে সে রাত্রে আমি তো বাড়িতেই ছিলাম...কোথাও যাইনি।

শতদলের সামনে ফিরে আসে অবিনাশ।

—তাহলে তো আপনার বাড়ির কাজের লোক, ড্রাইভার...সেটার উইটনেস্ থাকবে, তাই না?

—রান্নার লোকটি রাত্রে আমাদের কাছে থাকে না। আমাকে খেতে দিয়ে ও বাড়ি চলে যায়।

—তাহলে...আপনার ড্রাইভার?

—হ্যাঁ, ড্রাইভার তো আমার কাছেই থাকে। ও ভালো করে জানে সেদিন সারারাত আমি বাড়ি ছিলাম। এবং ভোরবেলাতেও কোথাও বেরুইনি।

—তাই কি?

অবিনাশের মুখে একটা ফিক্সড্ হাসি।

—অফ কোরস্! দ্যাটস্ দ্য ট্রুথ।

—কিন্তু আপনার ড্রাইভার তো তা বলছে না...লেট্ মি ফিনিস ফার্স্ট...

হাত তুলে অবিনাশ শতদলকে চুপ করতে বলে।

—আপনার ড্রাইভারের মতে সেদিন গভীর রাতে আপনি নীচে নেমে আসেন। তারপর সন্তর্পণে গ্যারাজ খুলে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যান। প্লিজ...

কথা বলতে গিয়ে শতদল আবার থেমে যায়।

—এবং আপনি ফিরে আসেন ভোর সাড়ে ছ'টার পর। এখন করোনারের রির্পোট অনুযায়ী সুজাতার মৃত্যু হয় ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে...টাইম্ এনাফ ফর ইউ টু রিটার্ন হোম অ্যান্ড অ্যাক্ট ইনোসেন্ট।

—আমার ড্রাইভার বলেছে এই কথা? দেখে নিচ্ছি ওকে...

রাগে শতদলের গলার শিরা ফুলে ওঠে।

—শতদলবাবু...আপনার ড্রাইভার আমাদের কাছে যা বলেছে...সেটাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে বলে। স্ব ইচ্ছায় নয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব আপনি যদি জাস্ট এই কারণে ওর এগেন্সটে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেন।

শতদল হঠাৎ কোল্যাপ্স করার মতন নিজের চেয়ারে বসে পড়ে। ওর মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে।

—বিশ্বাস করুন মিস্টার রায়...

BanglaBook.org

দু-হাত দিয়ে শতদল অবিনাশের হাত জড়িয়ে ধরে।

—আমার স্ত্রীকে আমি খুন করিনি। আমি ইনোসেন্ট।

—আপনি বলতে চান সেদিন ভোররাত্রে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান নি?

—না।

—তাহলে...সে রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন?

—সেটা...আপনাকে বলতে পারছি না।

—মানে?

অবিনাশ অবাক হয়ে শতদলের দিকে তাকায়।

—আমি আমার লইয়ারের উপস্থিতি ছাড়া আর একটি কথাও বলছি না।

অবিনাশ টান-টান হয়ে দাঁড়ায়।

—সেটাই করুন। আদার ওয়াইজ আই অ্যাম গোইং টু কাম অ্যান্ড গেট ইউ।

পরের দিন কোর্ট থেকে শতদলের নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বার করতে-করতে বেলা হয়ে যায়। সেই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট নিয়ে অবিনাশ যখন শতদলের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছয় তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শতদল লইয়ার ডেকে অলরেডি ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে অ্যান্টিসিপেটারি বেল বার করে নিয়েছে।

দোতলায় বসার ঘরে শতদলের সঙ্গে লইয়ার গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। সব প্রশ্নের উত্তর শতদলের হয়ে ওই দেয়। শতদল শুধু পাশের চেয়ারে চুপ করে বসে থাকে।

সুজাতার মার্ডারের দিন শতদল সারারাত কোথায় ছিল জানতে চাইলে লইয়ার জানায় শতদল, ইন ফ্যাক্ট, সে দিন রাত্রে ওর বান্ধবী নন্দিতা অধিকারীর সঙ্গেই ছিল। ভোরবেলা ছটা পর্যন্ত।

করোনারের রিপোর্টে সুজাতার মৃত্যুর আনুমানিক সময় ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত। অতএব, তার ক্লায়েন্ট শতদল মুখার্জি কোনওভাবেই ওর স্ত্রীকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারে না।

গতকাল সন্ধেবেলায় শতদল এ কথাটা কেন বলেনি জানতে চাইলে লইয়ার বলে যে ওর ক্লায়েন্ট সে সময় সাংঘাতিক রকম 'ইমোশনাল ডিসট্রেস'-এর মধ্যে ছিল। এ ছাড়া, ওর স্ত্রীর মার্ডারের দিন সারারাত ও ওর বান্ধবীর কাছে কাটিয়েছিল সেটা সবার সামনে স্বীকার করা তাঁর পক্ষে খুবই এমব্যার‍্যাসিং বলে মনে হয়েছিল।

অবিনাশের কাটা ঘায়ে নুন ছড়িয়ে লইয়ার এমনও বলে যে ডিটেকটিভ অফিসার রায় চাইলে এ বিষয়ে মিস নন্দিতা অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরো ব্যাপারটা ভেরিফাই করে নিতে পারে।

নন্দিতা অধিকারীকে ফোন করতে অবিনাশ মনে-মনে যা ভয় পাচ্ছিল সেটাই প্রমাণিত হয়। নন্দিতা জানায় সে সুজাতার মার্ডার হওয়ার আগের দিন রাত্রে সারাটা

BanglaBook.org

সময়ই শতদল ওর সঙ্গে ছিল। একইসঙ্গে, একই বিছানায়। ভোরবেলা ছ'টার পর ও নন্দিতার কাছ থেকে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়।

—আমার শরীরের বিশেষ কিছু জায়গায় সে রাতে 'শতদলের ভালোবাসার চিহ্ন' এখনও রয়েছে। চাইলে দেখতে পারেন। হালকা গলায় নন্দিতা কথাগুলো টেলিফোনে অবিনাশকে জানায়।

—তার প্রয়োজন হবে না।

অত্যন্ত গম্ভীর মুখে অবিনাশ রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

সত্যি হোক মিথ্যে হোক, শতদলের অ্যালিবাই ওয়াটার টাইট। এখনকার মতো অন্তত ওকে ছোঁয়া যাবে না।

অবিনাশের নোট বইয়ে প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশনের শেষ স্টপ্ ইলোরা চৌধুরি। ওদের লি রোডের বাড়িতে ফোন করতে এক ভদ্রমহিলা খুব সম্ভবত ওর মা—জানান যে ইলোরা এখন বাড়ি নেই। সেরকম দরকার থাকলে ওর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করে নিতে।

ভদ্রমহিলা ইলোরার মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেন।

ইলোরাকে ফোন করতে মোবাইলটা বেজে-বেজে অফ্ হয়ে যায়। টেলিফোনে একটা অ্যাংলিসাইডজ্ গলায় জানানো হয় এখন এই নাম্বারে কেউ ফোন ধরছে না। কলার যেন কিছুক্ষণ পর আবার চেষ্টা করেন।

কিছুটা বিরক্ত হয়েই অবিনাশ একটু বাদে আবার ওই নাম্বারটাতে ফোন করে। বেশ কিছুক্ষণ রিং করার পর যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছে এরকম সময় ফোনে একটি মেয়ের গলা শোনা যায়।

—কে বলছেন?

অবিনাশের নাম্বার ইলোরার চেনার কথা নয়।

—একটু পরে ফোন করুন প্লিজ।

অবিনাশ কিছু বলার আগেই মেয়েটি লাইন কেটে দেয়। এতে অবিনাশের বিরক্তি বাড়ে ছাড়া কমে না। অবিনাশ আবার ফোন করে। মেয়েটি নিশ্চয়ই এবার অবিনাশের নাম্বারটা চিনতে পেরেছে।

—আচ্ছা...আমাকে কেন বার-বার ফোন করছেন বলুন তো?

মেয়েটির গলায় বেশ বিরক্তি।

—প্লিজ ফোনটা সুইচ অফ্ করবেন না।

বিরক্তি চেপে অবিনাশ কথা বলে।

—আমি ডিটেকটিভ অফিসার অবিনাশ রায় কথা বলছি। রিমির মা সুজাতা

BanglaBook.org

মুখার্জির মার্ডারের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

একটুক্ষণ অন্য দিক থেকে কোনও কথা শোনা যায় না। মেয়েটি ফোন আবার অফ্ করে রেখে দিল না তো? নাকি, রিমি এই মুহূর্তে ইলোরার সঙ্গে রয়েছে বলে ওর কথা বলতে দ্বিধা?

—সরি ফর বিইং রুড। বলুন...আসলে আমরা একটা মুভি দেখছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ইলোরা আইনক্সের চার নম্বর থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসে। ভাগ্য ভালো সঙ্গে রিমি বা অন্য কোনও বন্ধু-বান্ধব নেই। এদিক-ওদিক তাকানোর পর মেয়েটির দৃষ্টি আবার অবিনাশের দিকে ফিরে আসে।

সময় নষ্ট না করে অবিনাশ মেয়েটির কাছে গিয়ে পকেট থেকে নিজের আই ডি বার করে দেখায়।

—ওঃ! আপনিই মিস্টার রায়?

মেয়েটির কথা শুনে মনে হয় ও অন্য কাউকে এক্সপেক্ট করছিল।

—আমি ইলোরা।

মেয়েটির বেশ লম্বা ছিপছিপে গড়ন। খোলা, সোজা লম্বা চুল। তাকানোর ধরন থেকে মনে হয় চোখে কনট্যাক্ট লেন্স পরে।

—সুজাতা মুখার্জির মার্ডার আপনিই ইনভেস্টিগেট করছেন?

ইলোরার চোখে অবিনাশকে মেপে দেখার ভঙ্গি।

—আমি ইয়াঙ্গার কাউকে আশা করেছিলাম। আপনার গলা শুনে...

অস্বস্তিতে মেয়েটি আর নিজের কথা শেষ করে না। তার মানে কি...অবিনাশের বয়েসের তুলনায় গলাটা অপেক্ষাকৃত ইয়াং? কথাটা অবিনাশ কমপ্লিমেন্ট হিসাবে নেবে কিনা বুঝতে পারে না।

—কোথাও গিয়ে বসা যায়?

ডিসিশনটা অবিনাশ ইলোরার ওপর ছেড়ে দেয়।

—যেখানে আমরা বসে কথা বলতে পারি।

—চলুন।

মেয়েটি ওকে নিয়ে লিফট্-এর সামনে এসে দাঁড়ায়। ফোরাম-এর দোকানপাট সন্ধেয় গম্‌গম্ করছে। চারপাশে অজস্র লোক। সবার মধ্যেই একটা হেনেটিক শপিং স্প্রি। যেন, কাল আর নাও আসতে পারে।

শপারস্ স্টপ থেকে বেরিয়ে ওরা এলগিন রোডের জাহাজ বাড়ি পার হয়ে বাঁ-দিকের রাস্তায় টার্ন নেয়। সাউথ ক্লাবের এনট্রান্সের উলটোদিকে একটা নতুন রেস্টুরেন্ট খুলেছে। অবিনাশকে নিয়ে ইলোরা এই রেস্টুরেন্টের ভেতরে গিয়ে কোণার একটা টেবিলে বসে। কাচের দেওয়াল দিয়ে যেখান থেকে বাইরের রাস্তাটা দেখা যায়।

BanglaBook.org

ওয়েটার ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে। মেনু কার্ডটা বার করে ওদের অর্ডারের জন্য অপেক্ষা করে।

—কী খাবেন?

অবিনাশ ইলোরার দিকে মেনু কার্ড এগিয়ে দেয়।

—আমাকে আপনি করে বলবেন না।

ইলোরা মেনু কার্ডটায় চোখ বোলায়।

—আমার জন্য কোল্ড কফি।

অবিনাশের কীরকম মনে হয় ওয়েটার নিশ্চয়ই মনে-মনে ওদের দুজনের মধ্যে কী সম্পর্ক সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছে। অবিনাশ লক্ষ্য করে আশেপাশের সবক'টা টেবিলেই ইয়াং ক্রাউড্।

—কিছু খাবেন?

—খিদে নেই।

অবিনাশের নিজেরও খিদে নেই সেরকম। কিন্তু ওরা শুধুমাত্র দুটো কফি নিয়ে একটা টেবিল আটকে রাখবে সেটাও ওর ভাবতে খারাপ লাগে।

—একটা চিকেন বার্গার। সঙ্গে কফি...হট্।

ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে যায়।

—রিমিকে তুমি কতদিন ধরে চেনো?

—দু-বছর। কলেজ জয়েন করার পর থেকেই। ও আমার বেস্টফ্রেন্ড।

—শুনলাম ইদানীং সে তোমার কাছেই থাকে। কেন জানতে পারি?

—ইনিশিয়ালি ও জাস্ট দুয়েক-দিন আমার কাছে এসে থাকতে চায়। ওর মা কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে এরকম একটা কিছু বলেছিল। ঠিক মনে নেই...

—এতে তোমার অসুবিধে হয়নি?

—অসুবিধে? আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার এক ভাই আছে। খুবই সুইট। কিন্তু বয়েসে অনেক ছোট। আর...আমার মা বাবা খুবই ভালো। কিন্তু তারা...

মনের ভাব ব্যক্ত করার উপযুক্ত কথা খোঁজে ইলোরা।

—ঠিক আমার বন্ধু নয়। নিজের পারসোনাল লাইফে কি ঘটছে না ঘটছে সেটা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না। তার জন্যে সমবয়সি কাউকে প্রয়োজন...এমন কেউ যে নিজের ওয়েভ লেনথের।

ওয়েটার ওদের জন্য খাবার নিয়ে আসে। ইলোরার জন্য সরু গ্লাসে কোল্ড কফি। আর অবিনাশের জন্য চিকেন বার্গার। সঙ্গে হট্ কফি।

ওয়েটার চলে গেলে ইলোরা অবিনাশকে প্রশ্ন করে।

—আপনি আমার মোবাইল নাম্বারটা পেলেন কি করে?

—তোমার মার কাছ থেকে। বাড়িতে ফোন করেছিলাম।

BanglaBook.org

—আপনি মাকে...

—উঁহু। আমার নাম, পরিচয়...কেন ফোন করছি। কিচ্ছু না।

অবিনাশের কথা শুনে ইলোরা আশ্বস্ত হয়। এমন সময় ইলোরার মোবাইলটা বেজে ওঠে। এ আর রহমানের সুর যখন ইলোরা নিশ্চয়ই এয়ারটেলের সাবস্ক্রাইবার। নাম্বারটা নোট করে ইলোরা মোবাইল সুইচ্ অফ করে রাখে।

—তুমি বলছিলে...রিমি ইনিশিয়ালি জাস্ট কয়েকদিন তোমাদের কাছে এসে থাকবে বলেছিল। এখন সেটা বেড়ে কয়েক মাসে গড়িয়েছে। এতে...তোমার মা বা আপত্তি করেননি?

—বাপি এসব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ইলোরা স্ট্র দিয়ে কফি খায়।

—আর মা...রিমি এসে থাকায় বোধহয় বেশ রিলিভড্।

—রিলিভড্?

অবিনাশ ভুরু তুলে জিগ্যেস করে।

—মা বোধহয় বোঝেন ওঁরা বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও আমি অনেক সময় একলা বোধ করি। আর এখন তো মা ওকে রীতিমতো পছন্দ করে।

—আর টাকার ব্যাপারটা? রিমির তো হাত খরচের জন্যও অর্থের প্রয়োজন। সেটা কি তুমি...

—না, ও আমার কাছ থেকে কোনওদিন মানি চায়নি। আগের কথা বলতে পারি না, তবে ইদানীং বোধহয় ওর বাবা টাকা পাঠান। ওদের ড্রাইভারকে সিলড্ খাম নিয়ে আসতে দেখেছি।

সাবধানে খাওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অবিনাশ ঠিক নিজের জামায় এক ফোঁটা টোম্যাটো সস্ ফেলে।

ওর গিন্নির মতে অবিনাশের মধ্যে নাকি একটা স্বকীয় অসাবধানতা রয়েছে। লম্বা লোকেদের নাকি এরকম হয়।

—ওর মা-বাবার সঙ্গে রিমির যে সম্পর্ক ভালো নয় তুমি জানো?

ইলোরা মাথা নড় করে।

—সেটা কি রিমি তোমাদের বাড়িতে আসার পর জানতে পারলে?

—না। প্রথম থেকেই। কলেজে যেদিন ফ্রেশারস্ ওয়েলকাম হল, সেদিন থেকে। হলের ভেতরে বোরড্ লাগছিল বলে ফাংশান থেকে আমরা আগেই বেরিয়ে আসি। স্টেয়ার কেসে বসে গল্প করছিলাম। আমি, আমার মা-বাবার কথা। ও...ওর। নিজেদের স্কুল লাইফের কথা। চন্দননগরে ও বোর্ডিং হাউসে ছিল, তার কথা। কেমন করে মেয়েরা পেয়ার করে ফক্সট্রট্ আর ওয়াল্টস নাচতে শিখত। ওর জীবনের প্রথম কিস্। নাচ শেষ হওয়ার পর বাথরুমে গিয়ে কেমন করে একজন সিনিয়র ওর ঠোঁটে চুমু

BanglaBook.org

খেয়েছিল। ওর সমস্ত শরীরে শিহরণ...গা গুলিয়ে ওঠা...সবকিছু।

—আমরা ওর মা-বাবার কথায় আসতে পারি?

অবিনাশ একবার ইলোরার দিকে তাকায়। মেয়েটা কি ইচ্ছে করে ওকে প্রোভোক করছে? বোধহয় আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি এক্সপ্লিসিট।

ইলোরার কথা শুনতে-শুনতে অবিনাশের মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগে। ইলোরা আর রিমি কি জাস্ট ফ্রেন্ডস্? না অন্য কিছু?

—রিমির মা-বাবার সম্বন্ধে কী জানতে চান আপনি?

এসব প্রশ্নের উত্তর অবিনাশের মোটামুটি জানা। তবু ইলোরাকে প্রশ্ন করে ও দেখে নিতে চায় রিমির ভারশান থেকে কোনও ব্যতিক্রম হচ্ছে কিনা।

—আমার মনে হয় রিমি ওর মাকে ঘৃণা করে।

—ঘৃণা?

—অবিনাশ কপালে ভুরু তোলে।

—এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? বিশেষ করে রিমি যখন ওর ওনলি চাইল্ড!

ইলোরা শোল্ডার শ্রাগ করে।

—বিশ্বাস করা না করা আপনার ওপর।

—সরি...প্লিজ ক্যারি অন্।

অবিনাশ ওকে শান্ত করার ভঙ্গিতে হাত তোলে। ইলোরা আবার শুরু করে।

—একটার পর একটা ঘটনা...যার থেকে রিমির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। একবার... রিমি তখন ছোট। জন্মদিনে ওর বাবা ওকে একটা বার্বি ডল্ কিনে এনে দেয়। কয়েকদিন পর রিমি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে কে ওর ডলের মুখে কালো কালি ঘষে দিয়েছে।

—আর রিমির ধারণা ওর মা আউট অফ জেলাসি ওটা করেছে? রিমির মাথা খারাপ।

অবিনাশ অবিশ্বাসের সুরে বলে।

—শুধু তাই নয়...বেশি বয়সে ওর মা ওর সঙ্গে রীতিমতো রেষারেষি শুরু করে দেন। রিমি রেভা পুরির ওখানে অ্যারোবিকস্ করতে যেত বলে ওর মাও সেখানে স্কিন টাইটস্ আর লেগ ওয়ারমারস্ পরে হাজির হয়। লজ্জায় রিমি সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

ইলোরার কোল্ড কফি শেষ হয়ে গেছে।

—অ্যানাদার ওয়ান ফর ইউ?

অবিনাশ চোখ দিয়ে ইলোরার খালি গ্লাসটার দিকে ইশারা করে।

—নো থ্যাঙ্কস্।

BanglaBook.org

—সরি...আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তোমার ছবিটা দেখা হল না।

—কিছু এসে যায় না।

হাসলে ইলোরার গালে বেশ বড় একটা টোল পরে।

—ছবিটা এমন কিছু আহামরি নয়।

—তোমাকে আর দেরি করাব না...জাস্ট ওয়ান কোয়েশ্চেন।

হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে অবিনাশ বলে।

—রিমির কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে?

—হ্যাঁ।

ইলোরা মাথা নড় করে।

—নীল...নীলাঞ্জন বোস।

—সৌরভ বলে ওর কোনও বয়ফ্রেন্ড ছিল বা আছে কি?

—দ্যাট ওয়াজ জাস্ট এ ক্যাজুয়াল ফ্লিং...ফার্স্ট ইয়ারের ঘটনা। এনি ওয়ে রিমির লাভ লাইফ নিয়ে আমাকে এত প্রশ্ন না করে ওকে করলেই কি ভালো হত না?

—ভেবো না আমি করিনি।

একটু হেসে অবিনাশ কথার জবাব দেয়।

—নীলাঞ্জনকে তুমি চেনো?

উত্তর দিতে গিয়ে ইলোরা একটু ইতস্তত করে।

—একটা সময়...নীল অ্যাকচুয়ালি আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল।

—আর, এখন সে তোমার বেস্টফ্রেন্ডকে কোর্ট করছে?

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে অবিনাশ মাথা নাড়ে।

BanglaBook.org

—এত আশ্চর্য হওয়ার কি আছে। মানুষ বদলায়। সম্পর্কও বদলায়।

—তুমি কখনও জেলাস্ হও না?

—ডোন্ট বি রিডিকিউলাস্।

ইলোরা অবিনাশের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়।

—এতে জেলাসির প্রশ্ন আসছে কোথায়? আমার সঙ্গে নীলের সেরকম বনিবনা হয়নি। রিমির সঙ্গে হয়েছে...দ্যাটস্ অল্।

—নীল কী করে?

—নীল হাইকোর্টের ব্যারিস্টার রণি বোসের ছেলে। পাশ করে এখন বাবার ফার্মে কাজ করছে।

—নীল আর রিমির মধ্যে রিলেশনশিপটা সিরিয়াস?

—মনে তো হয়। বাড়ি ফেরার আগে প্রায়ই রিমির সঙ্গে দেখা করে যায়।

—একেক সময় থেকেও যায়, তাই না?

স্মিত হাসি হেসে অবিনাশ কথাটা বলে।

—দ্যাট্ ওয়াজ জাস্ট ওয়ান টাইম!

ইলোরার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

—আর আপনি এ কথাটা...ও! রিমি বলেছে নিশ্চয়ই।

অবিনাশ হ্যাঁ-না কিচ্ছু বলে না।

—রিমির কখনও প্রেগনান্সি হয়েছে বলে জানো?

—রিমির প্রেগনান্সি? কার কাছ থেকে শুনেছেন আপনি?

—হয়তো জাস্ট রিউমার।

হালকা ভাবে কথাটা উড়িয়ে দেয় অবিনাশ।

—আচ্ছা, যে দিন ভোরবেলায় মিসেস মুখার্জি খুন হন...সেদিন রাতে রিমি তোমার সঙ্গেই ছিল?

—হ্যাঁ।

—আর ভোরবেলায়?

—যতদূর জানি, আমাদের ফ্ল্যাটেই ছিল।

—যতদূর জানি কেন? তোমরা দুজনে তো একটা বেডরুমই শেয়ার করো।

—সেদিন রাত্রে রিমি নীলের সঙ্গে ছিল।

—আর তুমি?

—ভাইয়ের ঘরে।

—এটা তোমার বাবা-মা জানেন?

—না।

উত্তর দিতে গিয়ে ইলোরার মুখে ফ্যাকাশে হয়ে আসে।

BanglaBook.org

—আমার বেডরুমের পাশ দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকার একটা সেপারেট এনট্রান্স আছে।

—আর ওই সেপারেট এনট্রান্স দিয়ে সবার অজ্ঞাতে নীল সেদিন তোমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকে, এবং রিমির সঙ্গে তোমার বেডরুমে সারারাত কাটায়?

উত্তরে ইলোরা কোনও কথা বলে না।

—নীল সকালবেলায় কখন তোমাদের ফ্ল্যাট থেকে চলে যায়?

—ঠিক বলতে পারব না। সকালে উঠে আর নীলকে দেখতে পাইনি।

—তার মানে...সে রাত্রে বা পরের দিন ভোরবেলায় নীল বা রিমি আদৌ তোমাদের ফ্ল্যাটে ছিল কিনা সেটা তুমি হলফ করে বলতে পারো না।

—ওরা আর কোথায় যাবে? আমার বেডরুমেই ছিল নিশ্চয়ই।

—ইলোরা কী যেন একটা চিন্তা করে।

—কিছু বলবে?

—সেরকম কিছু নয়। আসলে আমি আর রিমি আজকাল সকালে হাঁটতে বেরোই...ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

—সো?

—অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও ভোরবেলায় বেরোব ভাবছি...আমার দরজায় বেশ কয়েকবার নক্ করা সত্ত্বেও ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাইনি। হয়তো ওরা ঘুমোচ্ছিল।

—কিম্বা এমনও হতে পারে যে ওদের কেউই তখন ও ঘরে ছিল না। এমনকি তোমাদের ফ্ল্যাটেও না।

—আপনি...আপনি নিশ্চয়ই রিমিকে ওর মার মার্ডারের জন্য সন্দেহ করছেন না?

ইলোরার গলায় বেশ উৎকণ্ঠা। উত্তরে অবিনাশ নোটবইটা বন্ধ করে পকেটে কলম ভরে রাখে।

—আমার প্রশ্ন এখনকার মতো শেষ। জাস্ট একটাই জিনিস জানার রয়েছে...নীলের ফোন নাম্বারটা। তোমার এক্স-বয়ফ্রেন্ড যখন, আশা করি বলতে পারবে।

ইলোরা নিজের মোবাইল থেকে নীলের নাম্বারটা বার করে দেয়।

—একটা কথা বলব...

ইলোরা অবিনাশের দিকে মুখ এগিয়ে আনে।

—রিমিকে বাইরে থেকে রুক্ষ মনে হলেও ও কিন্তু সত্যি ভালো মেয়ে।

কথাটা শেষ করে ইলোরা টেবিল ছেড়ে উঠে যায়। আর সেই দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে অবিনাশ বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের থুতনি চুলকোয়।

BanglaBook.org

ইলোরা যে তার বান্ধবী রিমির নামে ক্যারেকটার্ সার্টিফিকেট দিয়ে গেল, সেটা কিছু ঢাকবার জন্য কি?

রণেন্দ্রনাথ বাসু, ওরফে রনি বোসের চেম্বার হাইকোর্টের পেছনে কিরণ শঙ্কর রায় রোডে। ৮ নম্বর কিরণ শঙ্কর রায় রোড বাড়িটার একটা ঐতিহ্য আছে। ৮০ বছরেরও বেশি পুরোনো দালান। এক তলায় ল বুকের সারি-সারি দোকান। তার মাঝে কিছু 'বিশুদ্ধ' বাঙালি রেস্টুরেন্ট। এখানে ডাল-তরকারি সহযোগে মাছভাত অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এই সব রেষ্টুরেন্টে কালো কোট পরিহিত উকিলরা সাধারণত মক্কেলদের পয়সায় মধ্যাহ্নভোজ সেরে থাকেন।

রাস্তা পার হয়ে একটা বইয়ের দোকানে রণেন্দ্রনাথ বাসুর নাম করতে ওরা পাশের সিঁড়ি দিয়ে অবিনাশকে তেতলায় উঠে যেতে বলে। সিঁড়িটার রেলিং কোনওকালে সবুজ রং করা ছিল। দেড়তলার পর থেকে অবশ্য রেলিংটা মিসিং। হয় ভেঙে পড়ে গেছে, কিম্বা কোনও উৎসাহী পুরুষ সেটা পার্ট-বাই-পার্ট কালোয়ারের দোকানে বিক্রি করে দিয়ে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলা এবং তেতলায় টানা বারান্দা। তাতে পুরোনো আমলের ভারী রট আয়রনের সুন্দর রেলিং। এমনটি আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না।

বারান্দা দিয়ে গেলে পরপর স্বনামধন্য চার্টারড্ অ্যাকাউন্টেট আর হাইকোর্টের লইয়ারদের চেম্বার। পুরোনো আমলের উঁচু বাড়ি। তেতলায় উঠতে গিয়ে হাঁপ ধরে যায় অবিনাশের।

চেম্বারে ঢুকতে নীলাঞ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে। ঘরের মাঝখানে পুরোনো আমলের বিরাট টেবিল। আর ওপাশে পুরু গদি আঁটা কালো লেদারে মোড়া চেয়ার। আর এ পাশে ভিজিটারদের জন্য সারি-সারি কাঠের চেয়ার। ঘরের সারা দেয়াল জুড়ে আইন সংক্রান্ত মোটা-মোটা বই। গায়ে সোনালি হরফে নাম লেখা। আচ্ছা! এতগুলো বইয়ের মধ্যে কেউ মনে রাখতে পারে কোন বইয়ে কোন কেসের রেফারেন্স আছে?

—এ তো কিছুই নয়, আমাদের বাড়ির একতলার চেম্বারে আরও অনেক বেশি বই রয়েছে।

অবিনাশের দৃষ্টি অনুসরণ করে নীল কথাটা বলে। অবিনাশকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নীল তার পাশে বসে। একটু পরেই কাজের লোকটি এসে প্লেটে করে চা-সিঙ্গাড়া দিয়ে যায়। অবিনাশ বুঝতে পারে আগে থেকেই বলা ছিল।

—ফুলকপির সিঙ্গাড়া। নীচের একটা দোকানে বিশেষ করে উকিল-মোক্তারদের জন্যই সন্ধেবেলায় এটা তৈরি করে।

সিঙ্গাড়াটা এত গরম যে অবিনাশের জিভ পুড়ে যাওয়ার জোগাড়।

BanglaBook.org

—আপনাকে এক্সপেক্ট করছিলুম।

অবিনাশ নীলের দিকে ভুরু তোলে।

—ইলু আমাকে ফোন করে।

—ওহ্...ইলোরার কথা বলছেন? ওর সঙ্গে পরিচয় কতদিনের?

—তা...প্রায় দু-বছর হবে।

এই জেনারেশনের কাছে দু-বছর ইজ্ এ লাইফ টাইম। দু-বছরের মধ্যে এরা কারও সঙ্গে প্রেমে পড়ে, এনগেজেড্ হয়ে তারপর তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে আবার অন্য কারও সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে পারে। মরিস্ শেভালিয়ারের একটা মিউজিকাল ছবির লাইন অবিনাশের মনে পড়ে। থ্যাঙ্ক হেভেনস্...আই অ্যাম ইয়াং নো মোর।

—রিমির সঙ্গে তোমার আলাপ হয় কি করে?

—ইলুর থ্রু দিয়ে। ইলুকে নিয়ে একদিন বাইরে খেতে যাব...তাকে ফোন করতে ইলু জানতে চাইল সঙ্গে ওর বন্ধুকে আনতে পারি কি না।

—তুমি না করো নি?

উত্তরে নীল একটু সলজ্জ হাসি হাসে।

—সেদিন ডিনারে আই ফাউন্ড রিমি চারমিং এবং অত্যন্ত অ্যাট্রাকটিভ।

—ইলোরা থাকতেও?

—বলতে পারেন। এরপর একদিন জাস্ট হুজুগের বশেই রিমিকে ফোন করে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলি।

—ইলোরাকে না জানিয়ে?

—সে কথায় আসছি।

—রিমি তোমার সঙ্গে একা-একা এসে দেখা করল?

—হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ, কোনও প্রস্তুতি না দিয়ে আমাকেও জিগ্যেস করে বসল 'আর ইউ টু টাইমিং উইথ ইলু?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নীল আবার শুরু করে।

—ফ্র্যাঙ্কলি...সেদিন ওর কথার আমি উত্তর দিতে পারিনি। তারপর নিজেই হি-হি করে হেসে বলল, 'হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছ। তোমার কি ধারণা ইলুকে না জানিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব? নো ওয়ে! আমি ইলুকে বলে এসেছি।

—তার মানে ইলোরার কোনও আপত্তি ছিল না?

—বোধহয়।

একটু ভেবে নীল আবার কথা বলে।

—একেক সময় মনে হয় আমার আর রিমির মধ্যে রিলেশনশিপ গড়ে ওঠা...পুরোটাই ইলুর অ্যারেঞ্জ করা। আপনার চা-টা ঠান্ডা হয়ে গেল।

নীল অবিনাশের না খাওয়া চায়ের কাপটার দিকে দেখায়।

BanglaBook.org

—ফ্রেশ চা আনিয়ে দি?

—দরকার হবে না...

আঙুল দিয়ে অবিনাশ নিজের মধ্যপ্রদেশের দিকে ইঙ্গিত করে।

—গ্যাসট্রাইটিস্।

আলসার কথাটা বলতে অবিনাশের কোথায় যেন বাধে। এক চুমুকে চা শেষ করে কাপটার দিকে ও অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে থাকে।

—গত বছর রিমির একবার প্রেগনান্সি হয়েছিল...সে সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?

কথাটা শুনে নীল বেশ চমকে ওঠে। সেটা এই তথ্যটা এতদিন ওর জানা ছিল না বলে, না এই প্রেগনান্সিতে ওর কোনও অবদান আছে বলে?

—ওরকম কিছু হয়েছিল বুঝি?

নীলের মুখে অস্বস্তির হাসি।

—ওটা অবশ্য যে নার্সিংহোমে করা হয়েছিল তার রেকর্ড দেখলেই বোঝা যাবে। নার্সিংহেমের নাম এবং যে ডাক্তার রিমির অ্যাবরশনটা করেন—দুটোই আমার জানা।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমার কাচ পরিস্কার করতে থাকে অবিনাশ। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। কিন্তু এই চুপ করে থাকার দৈর্ঘ্য যত বাড়তে থাকে, ঘরের মধ্যে টেনশনও ততটাই। শেষ পর্যন্ত নীল আর চুপ করে থাকতে পারে না।

—সরি, রিমির অ্যাবরশনের ব্যাপারটা আমি জানি। মানে...পরে জানতে পারি।

—পরে? না...প্রথম থেকেই?

চোখে চশমা এঁটে অবিনাশ নীলের দিকে তাকায়।

—রিমির প্রেগনান্সির জন্য কে দায়ী আশা করি তুমি জানো।

এ প্রশ্নের উত্তর নীলকে দিতে হয় না। ওর লাল হয়ে যাওয়া মুখ থেকেই অবিনাশ সেটা অনুমান করে নিতে পারে।

—আসলে ওটা জাস্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমার মনে হয় রিমি জোর করে প্রেগনান্সিটা চাইছিল। নইলে, সেদিন ও ইজিলি পুরো ব্যাপারটা অ্যাভয়েড করতে পারত।

ক্লাসিক এম সি পি চিন্তাধারা। কিন্তু অবিনাশ সে নিয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করে না।

—রিমি প্রেগন্যান্ট সেটা তুমি জানলে কি করে?

—ওর মার কাছ থেকে। রিমি আমাকে কিছুই বলেনি।

—ওর মা...মানে সুজাতা?

—হ্যাঁ।

—সুজাতা জানতে পারলেন কি করে? রিমি বলেছিল?

BanglaBook.org

—না। যতদূর শুনেছি রিমি বাথরুমে একদিন বমি করছিল সুজাতা আন্টি সেটা ওভার হিয়ার করে ফেলেন।

—তারপর?

—রিমি প্রথমে প্রেগনান্সির ব্যাপারটা ডিনাই করলেও ইউরিন টেস্ট থেকে ধরা পড়ে যায়। সুজাতা আন্টি আমাকে ডেকে পাঠান, জরুরি কথা আছে বলে।

—উনি, তোমাকে কী বলেন?

নীল অস্বস্তিপূর্ণ ভাবে এদিক-ওদিক তাকায়।

—উনি আমাকে নানানরকম ইন্টিমেট প্রশ্ন করেন।

—ইন্টিমেট।

—সেক্স সম্পর্কিত। কোথায়, কবে, কীভাবে তার ডিটেলস্। খুবই অস্বস্তিজনক।

—এইসব কথা হওয়ার সময় রিমি সঙ্গে ছিল?

—না। আন্টি ওকে বাইরে যেতে বলেন। বলেন ওনার আমার সঙ্গে আলাদা করে কিছু কথা বলার আছে।

—আর কী কথা হয় তোমার সঙ্গে?

—উনি জানতে চান আমি রিমির ব্যাপারে সিরিয়াস কিনা।

আমি বললাম আমি রিমিকে বিয়ে করতে চাই। তবে এরকম একটা আনওয়ান্টেড প্রেগনান্সি নিয়ে নয়।

—অ্যাবরশনের সিদ্ধান্তটা কার?

—বলতে পারেন দুজনেরই।

—তোমার আর রিমির?

—না। সুজাতা আন্টির আর আমার।

—আর রিমি।

—রিমি-র এতে কোনও হাত ছিল না। ও কখনও অ্যাবরশন চায়নি।

—মানে? ও চাইছিল বাচ্চাটা হোক?

নীল মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

—ও চাইছিল বিয়েটা হয়ে যাক।

—কিন্তু...তুমি চাওনি?

—আসলে বাবাকে বলা মুশকিল হত।

—তার মানে...রিমির ব্যাপারে তোমার বাবা কিছুই জানেন না।

—তা নয়। রিমির সঙ্গে বন্ধুত্বের ব্যাপারটা জানেন। কিন্তু, প্রেগনান্সির ব্যাপারটা নয়।

—তোমার মা?

—অনেকদিন হল মারা গেছেন।

BanglaBook.org

—আমার আর বিশেষ করে কিছু জানার নেই।

অবিনাশ নোটবই বন্ধ করে পকেটে রাখতে উদ্যত হয়।

—ও হ্যাঁ। একটা প্রশ্ন...সেদিন রাত্রের ব্যাপারটা।

—কোনদিন রাত্রের বলুন তো?

নীল জিগ্যেস করে।

—যেদিন ভোরে সুজাতা মুখার্জি খুন হন, তার আগেরদিন রাত্রে।

—হ্যাঁ বলুন।

—সেদিন তুমি কোথায় ছিলে?

—আমি?

উত্তর দেওয়ার আগে নীল একবার অবিনাশের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে নেয়। ও বোধহয় বুঝতে পারে অবিনাশ ও ব্যাপারে অনেকটাই জানে।

—রিমির সঙ্গে। ইলুদের বাড়িতে।

—কেন?

—রিমি ইমোশনালি খুব আপসেট্ ছিল।

—এই ইমোশনালি আপসেট্ ব্যাপারটা আমার কেমন যেন গন্ডগোলের লাগে।

নীলের দিকে ভুরু তুলে তাকায় অবিনাশ।

—ইলোরাকে জিগ্যেস করতে ও একই কথা বলল। ওকি ড্রাগজ খায়?

—স্লিপিং পিলস্।

—তুমি ভয় পেলে...ভাবলে একা থাকলে ও একটা কিছু করে বসতে পারে।

নীল মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

—ওই দিন রিমির আপসেট হওয়ার কারণটা জানো?

—ঠিক খুলে বলেনি। কোনও কারণে সেদিন ও নিজেদের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে মার সঙ্গে ওর সাংঘাতিক কথা কাটাকাটি হয়।

—কী বিষয় নিয়ে?

—জিগ্যেস করেছিলাম...বলেনি। জাস্ট একটা কথা আমাকে..সর্ট অফ এ হিন্ট। মার জন্য নাকি ওর পুরো জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

—সেদিন সারা রাত তুমি তাহলে রিমির সঙ্গেই ছিলে?

অস্বস্তির সঙ্গে নীল হ্যাঁ জানায়।

—ভোরবেলায় কখন তুমি ওখান থেকে চলে যাও?

—সেদিন প্রায় সারারাত রিমি বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে। শেষে ভোরবেলায় ও ঘুমিয়ে পড়তে আমি বেরিয়ে যাই।

—বেরোবার সময় ইলোরা বা অন্য কারও সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

—না।

BanglaBook.org

—তার মানে ওইদিন সকালে তুমি কখন ইলোরাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও সেটা পুরোপুরিই অনুমান সাপেক্ষ। আর...তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর রিমিও ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কিনা, সেটাও কেউ জানে না।

—কেন? ইলু সারটেনলি নোজ। ও নিশ্চয়ই ভোরবেলা নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল।

—সেখানেই তো মুশকিল।

অবিনাশ গম্ভীর হয়ে বলে।

—ইলোরা বলছে অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও রিমির সঙ্গে মর্নিংওয়াকে যাবে বলে ও নিজের ঘরে এসে দরজায় নক করে। কিন্তু ভেতর থেকে ও কোনও সাড়াশব্দ পায় না।

নীল একটু আনসারটেনলি শোল্ডার শ্রাগ করে।

—হতে পারে রিমি ঘুমিয়ে পড়েছিল। দরজায় নক্ করার আওয়াজ শুনতে পায়নি।

—হতেই পারে।

একটা প্রচ্ছন্ন হাসি হাসে অবিনাশ।

অবিনাশের শোওয়ার ঘরের টেলিফোনটা যখন বেজে ওঠে, তখন মাঝরাত হবে। একটুক্ষণ আগে অবিনাশ সেদিনকার মতো বই পড়া সেরে বেডল্যাম্পটা নিবিয়ে শুয়েছে। ওদের বিছানার দুপাশে দুটো বেডসাইড টেবল্। অবিনাশের দিকটায় একটা বেডল্যাম্প। শোওয়ার আগে বই পড়া ওর অনেকদিনের অভ্যেস। আর শর্মিলার দিকটায় টেলিফোনের এক্সটেনশন লাইন। এটা শর্মিলার আইডিয়া। যাতে অফিসের অবাঞ্ছিত ফোন কল থেকে অবিনাশকে প্রোটেক্ট করা যায়। বিশেষ করে রাত্রের দিকে। অবিনাশের দিক থেকে আইডিয়াটা প্র্যাক্টিকাল নয়। পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে যখন জয়েন করেছে, তখন প্রয়োজন পড়লে রাত্রেও বেরোতে হবে।

কিন্তু ও জানে এই নিয়ে শর্মিলার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। যুক্তি দিয়ে না পারলেও চোখের জলে শর্মিলারই জয়।

অবিনাশ আলো নেবানোর আগেই শর্মিলা শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুমোয়নি। টেলিফোনটা দ্বিতীয়বার বাজার আগেই শর্মিলা রিসিভারটা কানে তুলে নেয়। ফোনটা এসেছে বালিগঞ্জ থেকে। একজন কনস্টেবলের করা, সাহেবের সঙ্গে নাকি জরুরি কথা রয়েছে। বাধ্য হয়েই শর্মিলা রিসিভারটা অবিনাশের দিকে এগিয়ে দেয়।

—হ্যালো...রায় স্যার?

—কথা বলছি।

BanglaBook.org

—আমি অসিত মণ্ডল কথা বলছি স্যার...সুজাতার মুখার্জির বাড়ির বাইরে আমি পাহারা দিই।

—হ্যাঁ বুঝতে পারছি...

অন্য হাত বাড়িয়ে অবিনাশ বেডল্যাম্পটা জ্বালায়।

—কী ব্যাপার বলো।

—সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটের ভেতর মাঝে-মাঝে আলো জ্বলে উঠছে স্যার।

—সেটা কি করে হয়? ওর ফ্ল্যাটটা তো তালা দিয়ে বন্ধ করা। ঘুমের চোখে তুমি ভুল দেখছ।

—না স্যার। আমি দিব্যি খেয়ে বলতে পারি ফ্ল্যাটের ভেতরে কেউ ঘোরাঘুরি করছে।

—আচ্ছা, তাই যদি হয় তবে লোকটা ভিতরে ঢুকল কি করে? তুমি তো আগাগোড়া মেন দরজার বাইরে রয়েছ।

উত্তরে কনস্টেবল মণ্ডল জানায় যে ও সারাক্ষণই বাড়িটার বাইরে পাহারা দিচ্ছে। তবে মাঝখানে ও একবার পনেরো-কুড়ি মিনিটের জন্য খেতে গিয়েছিল। সেই সময়টুকু ফ্ল্যাটের এনট্রেন্সটা খালি ছিল।

হাই চেপে অবিনাশ বালিশের তলা থেকে হাতঘড়ি বার করে সময় দেখে। বারোটা বেজে দশ।

—ঠিক আছে, আমি আসছি। তুমি কিন্তু গেট ছেড়ে কোথাও যাবে না। সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটে আদৌ যদি কেউ ঢুকে থাকে, অন্তত বেরোতে যেন না পারে।

—এত রাতে তুমি আবার বেরোবে?

বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসে শর্মিলা।

—কাল সকালে গেলে হয় না?

—সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটে কেউ লুকিয়ে ঢুকেছে বলে কনস্টেবলটা ভয় পাচ্ছে। সেই লোকটা কাল সকাল পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা নাও করতে পারে।

—সবসময় ঠাট্টা ভালো লাগে না।

শর্মিলা বিরক্ত হয়ে অবিনাশের দিকে তাকায়। অথচ বহু বছর আগে অবিনাশের সেন্স অফ হিউমারের জন্যই শর্মিলা ওকে পছন্দ করেছিল।

—এখন বেরোলে তো তোমাকেই ড্রাইভ করতে হবে।

ওয়ারড্রোব থেকে প্যান্ট বার করে অবিনাশ বিছানার ধারে এসে বসে। বেডল্যাম্পটা নিবিয়ে পায়জামা ছেড়ে প্যান্ট পরে নেয়। দেরাজ থেকে টর্চ বার করে সেটা প্যান্টের পকেটে ঢোকায়। তারপর, কি মনে করে ফাইলের নীচে লোকানো রিভলভারটাও বার করে অবিনাশ। বাথরুমের আলোটা জ্বালিয়ে দেখে নেয় ম্যাগাজিনে গুলি ভরা আছে কিনা। তারপর সেফ্‌টি লক লাগিয়ে রিভলভারটা ট্রাইজার ব্যান্ডের

BanglaBook.org

মধ্যে গুঁজে রাখে।

—আমার কথার জবাব দিলে না কিন্তু...

অবিনাশ শর্মিলার দিকে ফিরে তাকায়। বাথরুম থেকে আসা স্বল্প আলোয় শর্মিলাকে এত বছর পরেও মিষ্টি দেখায়। মাথার একরাশ অগোছালো চুল এখনও কালো।

—তুমি অবশ্য একটা কাজ করতে পারো। জাস্ট ফর মাই সেক্...

—কি বলো না?

উৎসুক গলায় শর্মিলা জিগ্যেস করে।

—কাল সকাল থেকে ড্রাইভিং লেসনস্ নেওয়া শুরু করো। তাহলে এরকম রাত-বেরাতে আমাকে আর ড্রাইভ করতে হয় না। শর্মিলা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই অবিনাশ দরজা পেছনে টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটের বাইরে গাড়িটা দাড় করানো মাত্র অসিত মণ্ডল এগিয়ে আসে।

—স্যার...সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে-টিপে আমি একবার ওপরে গিয়েছিলাম। ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কে যে কীভাবে ঢুকল।

খোলাখুলি ভাবে না বললেও মণ্ডল যে রীতিমতো ভয় পেয়েছে সেটা ওর হাবভাবেই বোঝা যায়।

—তুমি কি আমার সঙ্গে ওপরে আসবে? না এখানেই থাকবে?

—স্যার, ওই দেখুন...

মণ্ডল সুজাতার ফ্ল্যাটের দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। ওপরের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ দেখে সত্যি-সত্যি একটা আলোর ঝলক যেন বসার ঘরের কাচের জানলা দিয়ে চলে গেল। অবিনাশ আশেপাশে তাকায়। রাস্তায় হেডলাইট জ্বালিয়ে কোনও গাড়ি যাচ্ছে না। তা ছাড়া, গাড়ির হেড লাইটের আলো দোতলার কাচের জানলায় রিফ্লেক্ট করবে কি করে? এক মুহূর্তের জন্য অবিনাশেরও একটু অস্বস্তি হয়। পকেট থেকে পেনসিল টর্চটা বার করে ও সিঁড়ির দিকে এগোয়। মন্ডল সিঁড়ির আলো জ্বালতে গেলে অবিনাশ ওকে বারণ করে।

—দেখি...

মণ্ডলের দিকে হাত বাড়ায় অবিনাশ।

ফ্ল্যাটের চাবিটা দাও।

অবিনাশ যতটা নিঃশব্দে পারে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে। পায়ে রাবার সোলের জুতো থাকায় সিঁড়িতে কোনও আওয়াজ হয় না। ফ্ল্যাটের মধ্যে সত্যিই কেউ ঘোরাফেরা করছে। বাইরে থেকে ও অস্পষ্ট হাঁটার আওয়াজ শুনতে পায়।

—আমি এখানেই অপেক্ষা করছি স্যার...অসিত মণ্ডল ফিসফিস করে বলে।

BanglaBook.org

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে অবিনাশ মণ্ডলকে চুপ থাকতে বলে। তারপর অতি সন্তর্পণে, যাতে ভেতরে কেউ আওয়াজ না পায় ও ল্যাচ্ কি দিয়ে মেন দরজাটা খুলে ভেতরে ঢোকে।

মণ্ডল ভেতরে আসে না, বাইরের ল্যান্ডিংয়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেতরে ঢুকে অবিনাশ কিছুক্ষণ একদম স্থির হয়ে থাকে, যতক্ষণ না অন্ধকারে চোখ ওর সয়ে যায়। বসার ঘর থেকে আলোটা খাবার ঘরের ধার দিয়ে সুজাতার বেডরুমে ঢুকে যায়। একবার চোখ সয়ে যেতে অবিনাশ অত্যন্ত আস্তে-আস্তে সামনের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে ঘরের মধ্যে এগোয়। পায়ে হোঁচট খাওয়ার আগে যাতে অন্তত ও ঘরের আসবাব পত্র হাত দিয়ে ফিল করতে পারে।

এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও অবিনাশ ফ্ল্যাটের ভেতর নিজের অস্তিত্বটা গোপন রাখতে পারে না। খাবার ঘরের একটা চেয়ারের পায়া, একটু বার করা ছিল। হাত বাড়িয়ে অবিনাশ সেটায় হাত পায়নি। অবিনাশের জুতোয় ঠোকা লাগতে চেয়ারটা উলটে যাচ্ছিল। কোনও মতে মাটিতে পড়ার আগে ও সেটাকে ধরে ফেলে। কিন্তু তবু ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজ হয়।

মুহূর্তের মধ্যে সুজাতার ঘরের আলোটা নিবে যায়।

সারা ফ্ল্যাট জুড়ে এখন নিশ্চিদ্র অন্ধকার।

অবিনাশ বুঝতে পারে যে ভেতরের লোকটি খাবার ঘরে চেয়ার সরার আওয়াজ শুনতে পেয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। কোমরের ট্রাউজার র‍্যান্ড থেকে রিভলভারটা বার করে বুড়ো আঙুল দিয়ে রিভলভারের সেফটি ক্যাচ সরায়। তারপর মাটিতে একটা হাঁটু রেখে রিভলভারের বাটটা দুহাত দিয়ে শক্ত করে চেপে সামনের দিকে এগিয়ে ধরে। অপেক্ষা করে, শোওয়ার ঘর থেকে লোকটি কখন বেরিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ সব একেবারে চুপ। সুজাতার বেডরুম থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। আলোটা আর একবারের জন্যও জ্বলেনি। অবিনাশ মাটিতে নিঃশব্দে আধবসা হয়ে থাকলে কি হবে ওর হার্টবিট এত জোরে হতে থাকে যে ওর মনে হয় সারা পৃথিবীই বোধহয় সেটা শুনতে পাচ্ছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে শোবার ঘরের দরজা আস্তে করে খুলে যায়। নীচু হয়ে বসে থাকাতে খোলা দরজার এগেনস্টে অবিনাশ কালো ছায়ার মতো একটা মানুষের অবয়ব দেখতে পায়।

এইবার...নাও ইজ দ্য টাইম্। অবিনাশ টর্চের সুইচটা অন্ করে। কিন্তু টর্চটা জ্বলে না। অন্ধকারে টর্চের সুইচ্ টেপার আওয়াজ শোনা মাত্র লোকটি ছুটে মেন দরজার দিকে পালাতে যায়। কিন্তু, তার আগেই একটা সাইড্ টেবিলে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

অবিনাশ মাটি থেকে উঠে লোকটির প্রায় মাথার ওপর এসে দাঁড়ায়। এবার

BanglaBook.org

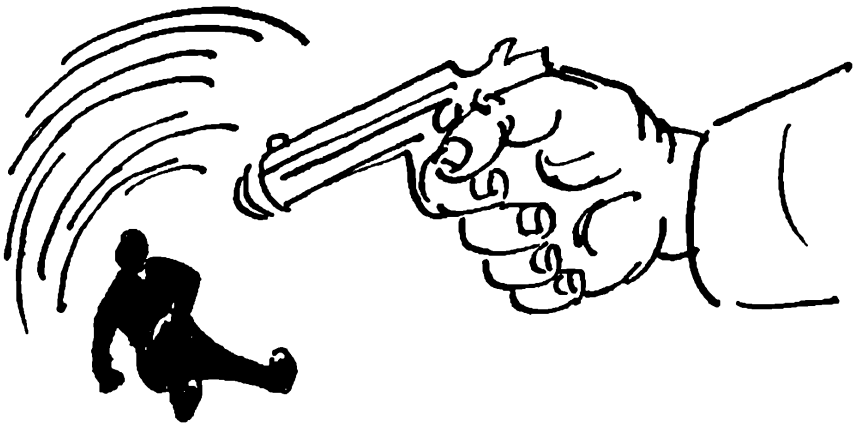

ওর হাতের টর্চটা ঠিকমতো জ্বলে ওঠে। অন্য হাতে রিভলভারটা তুলে ধরা, ট্রিগারে আঙুল।

কিন্তু টর্চের আলোয় যাকে ধরাশায়ী অবস্থায় দেখা যায় অবিনাশ তাকে কল্পনায়ও ভাবতে পারেনি।

—মিস্টার শ্রীবাস্তব! আপনি রাত দুপুরে সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটের মেঝেতে শুয়ে কি করছেন?

—প্লিজ আমাকে গুলি করবেন না...আমি আহত।

—আহত? আমি তো এখনও গুলি চালাইনি...তাহলে আপনি আহত হবেন কি করে?

দু-হাত দিয়ে বাঁ-পায়ের হাঁটু চেপে শ্রীবাস্তব কাতরাতে থাকে। অন্ধকারে পালাতে গিয়ে যেরকম দড়াম করে মাটিতে পড়েছে শ্রীবাস্তব তাতে হাঁটুফাঁটু সরে যায়নি তো ভদ্রলোকের।

এত রাগের মধ্যেও অবিনাশের হাসি পায়। রিভলভারে সেফ্‌টি ক্যাচ লাগিয়ে অবিনাশ আবার ওটাকে ট্রাউজারের ব্যান্ডে গুঁজে রাখে। তারপর, টর্চের আলোয় দেয়ালে লাইটের সুইচ বোর্ড খুঁজে ঘরের আলো জ্বালায়। এবং হাত বাড়িয়ে শ্রীবাস্তবকে টেনে মেঝে থেকে তুলে একটা ডাইনিং চেয়ারে এনে বসায়।

—মিস্টার শ্রীবাস্তব...এভাবে আমাদের মধ্যে আবার দেখা হয়ে যাওয়াটা খুবই অপ্রত্যাশিত, তাই না?

চেয়ারে বসে শ্রীবাস্তব বাঁ-হাঁটু চেপে গোঙাতে থাকে। সেটা, সত্যি-সত্যি ব্যথা পেয়েছে বলে, না নিজের লজ্জা ঢাকার জন্য মোঝা মুশকিল।

মিস্টার রায়...মনে হয় আমার বাঁ-পায়ের হাঁটু ঘুরে গেছে।

বাইরে থেকে ফ্ল্যাটের মেন দরজায় ঘন-ঘন নক্ হয়।

—আপনার কিছু হয়নি তো স্যার?

BanglaBook.org

অসিত মণ্ডলের গলায় উদ্বেগ। অবিনাশ এগিয়ে দরজার লক্ খুলে দেয়। ধড়মড় করে মণ্ডল ঘরের ভেতরে আসতে অবিনাশ ওকে আশ্বস্ত করে।

—সব ঠিক আছে মণ্ডল...এভরিথিং ইজ ওকে।

অসিত মণ্ডলের মুখ দেখে বোঝা যায় যে সে মোটেই তা মনে করছে না। খুব সন্দেহের চোখে সে শ্রীবাস্তবের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাতে হ্যান্ডকাফ্।

—গাড়ি পাঠানোর জন্য থানায় ফোন করি স্যার?

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে শ্রীবাস্তব অবিনাশের দিকে তাকায়।

—তার দরকার হবে না মণ্ডল। ভদ্রলোককে আমি চিনি।

—প্লিজ, আমাকে অ্যারেস্ট করবেন না...ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে যাবে।

—সেটা...এ ফ্ল্যাটে চোরের মতন লুকিয়ে ঢোকার সময় মনে ছিল না?

কঠিন দৃষ্টিতে অবিনাশ শ্রীবাস্তবের দিকে তাকায়। তারপর, মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেয়।

—তুমি নীচে অপেক্ষা করো...কোনও চিন্তা নেই।

একবার শ্রীবাস্তবের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে মণ্ডল অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সিঁড়িতে মণ্ডলের পায়ের আওয়াজ শোনা না পর্যন্ত অবিনাশ অপেক্ষা করে।

—আমি আপনার এত রাতে এখানে আসার যথাযথ এক্সপ্লানেশন চাই।

মাথা নীচু করে থাকে শ্রীবাস্তব।

—এই বাড়িতে দুপুর রাত্রিরে আপনি কি করছেন? পুলিশ এ ফ্ল্যাট সিল অফ্ করে দিয়েছে সেটা আপনি জানেন না?

শ্রীবাস্তব নিরুত্তর।

—এ ফ্ল্যাটের চাবি পেলেন কি করে?

কাঁচুমাঁচু মুখ করে শ্রীবাস্তব পকেট থেকে একটা কি রিং বার করে টেবিলে রাখে।

—বিশ্বাস করুন...এটা সুজাতারই দেওয়া। লুকিয়ে কোনও ডুপ্লিকেট করিনি।

—সেটা না হয় বিশ্বাস করা গেল।

চাবিটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে ভরে রাখে অবিনাশ।

—কিন্তু মূল প্রশ্নটা থেকেই গেল।

শ্রীবাস্তব মাথা হেঁটে করে বসে থাকে। কোনও কথার জবাব দেয় না।

—ঠিক আছে...হ্যাভ্ ইট ইয়োর ওন ওয়ে। মণ্ডলকে ডাকছি, হাতে হ্যান্ড কাফ লাগিয়ে আপনাকে আগে থানায় নিয়ে যাক তারপর দেখছি কি করা যায়।

—প্লিজ...ওটা করবেন না।

শ্রীবাস্তব এতক্ষণে মুখ খোলে।

BanglaBook.org

—আমি সব খুলে বলছি। আসলে কোম্পানির কতকগুলো ডকুমেন্ট অফিসে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।...

কথা বলতে-বলতে একবার আড় চোখে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে নেয় শ্রীবাস্তব।

—ভাবলাম...যদি সুজাতার ফ্ল্যাটে কোনও কারণে চলে এসে থাকে।

—আর সেইজন্য আপনি মাঝরাতে এই ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়লেন? জাস্ট লাইক দ্যাট্!

—বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা ঠিক হয়নি।

—চটপট সত্যিকথাটা বলে ফেলুন তো...

বেশ বিরক্ত হয়ে অবিনাশ কথাটা বলে।

—এত রাত্তিরে আমার নাটক ভালো লাগছে না।

—সত্যি কথাই বলছি...

অবিনাশ নিজের মুখ শ্রীবাস্তবের কাছে নিয়ে আসে।

—অফিসিয়াল ডকুমেন্টস্ না কনফিডেনশিয়াল চিঠি?

—আপনি কি বলছে চাইছেন...ঠিক

অস্বস্তিতে শ্রীবাস্তব নিজের কথা শেষ করতে পারে না।

—সুজাতা মুখার্জিকে লেখা আপনার প্রেমপত্রগুলোই আপনি এ ফ্ল্যাটে খুঁজতে এসেছিলেন...তাই না? চিঠিগুলো আপাতত আমার কাছে রয়েছে ।

লজ্জায় শ্রীবাস্তবের মুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে।

—আমি ভাবলাম...ওই চিঠিগুলোর অস্তিত্ব জানাজানি হয়ে গেলে একটা স্ক্যান্ডাল্ হয়ে যাবে। তাই...

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীবাস্তব অবিনাশকে প্রশ্ন করে।

—কিন্তু চিঠিগুলো আমার লেখা সেটা আপনি জানলেন কি করে? কোনওটাতে আমার নাম লেখা নেই।

অবিনাশ বোরড্ গলায় জবাব দেয়।

—আপনি বাংলাটা ভালোই বলেন, কিন্তু লিখতে পারেন না। যার জন্য চিঠিগুলো ইংরেজিতে লেখা। আর সেদিন আপনার অফিসে গিয়ে যখন জার্মানিতে কোনও ট্রেড ফেয়ার অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিলেন তার নামটা লিখে দিতে বলি, সেটা আর কোনও কারণে নয়...আপনার হাতের লেখা চিঠির হ্যান্ড রাইটিং-এর সঙ্গে ম্যাচ করছে কিনা জানার জন্য।

শ্রীবাস্তব মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

—রাত অনেক হল...

মুখের কাছে তুড়ি মেরে হাই ভাঙে অবিনাশ।

BanglaBook.org

—চলুন, আপনাকে বাড়ি ছেড়ে আসি।

অবিনাশ শ্রীবাস্তবকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

—চিন্তা নেই...আপনার লেখা চিঠিগুলো পাবলিক হবে না।

সেদিন কামরায় ঢুকতে অবিনাশ প্রদ্যোৎকে জানায় যে অফিসের চা ইদানীং এত খারাপ হয়ে গেছে যে তাতে আর মুখ দেওয়া যায় না। সেইজন্য সে বাড়ি থেকে উৎকৃষ্ট মানের টি ব্যাগ নিয়ে এসেছে। এখন শুধু ক্যান্টিন থেকে ফুটন্ত জল আনতে পারলেই পুরো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

দেরাজ থেকে অবিনাশ এক প্যাকেট টি ব্যাগ, একটা প্লাস্টিকের কৌটো ভরা বিস্কুট দুটো পোরসেলিনের মাগ এবং ছোট একটা ফ্লাস্ক বার করে।

ফ্লাস্কটা হাতে করে ক্যান্টিন থেকে প্রদ্যোৎ ফুটন্ত জল নিয়ে আসে। সে জল দুটো মাগে ঢালা হয়। এবং তাতে একটা করে টি ব্যাগ ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

—দার্জিলিং ফ্লেভার। টি ব্যাগে এই প্রথম। একটা মাগ অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর দিকে এগিয়ে দেয়। চেয়ার টেনে প্রদ্যোৎ অবিনাশের সামনে এসে বসে।

—আচ্ছা...এ কেস্‌টায় আমরা এখন কোথায় দাড়িয়ে আছি বলো তো?

প্রদ্যোৎ এ প্রশ্নের জবাব দেয় না। সে জানে অবিনাশের এই প্রশ্নটা আসলে নিজেকেই করা। 'আমরা' কথাটার ব্যবহার গৌরবে বহুবচন মাত্র।

টি ব্যাগটা মাগের মধ্যে কয়েকবার নাচিয়ে প্রদ্যোৎ চায়ে একটা চুমুক দেয়। স্বাদটা খারাপ নয়, তবে বড় ফিকে।

—এই বিস্কিটটা খাও। শ্রুজবেরি...পুনা থেকে গিন্নির বান্ধবী এনে দিয়েছে।

ঢাকনা খুলে অবিনাশ বিস্কিটের কৌটোটা প্রদ্যোৎ-এর দিকে এগিয়ে ধরে। প্রদ্যোৎ কৌটো থেকে দুটো বিস্কুট তুলে নেয়।

—মেন সাসপেক্টস কারা সেটার যদি একটা কুইক অ্যানালিসিস করে ফেলা যায়।

প্রদ্যোৎ চায়ের কাপে আরেকবার চুমুক দেয়। এবার ওর অতটা ফিকে লাগে না।

—ভিকটিম সুজাতা মুখার্জি...বয়েস ছেচল্লিশ। একদিন সকালবেলায় নিজের ফ্ল্যাটে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। শরীরে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন। করোনারের আন অফিশিয়াল রিপোর্ট...নিশ্বাস আটকে মৃত্যু। বাড়িতে সুজাতা মুখার্জির স্বামী, কন্যা এবং একটি হোলটাইম কাজের মহিলা আছে। কিন্তু...

কথা বলতে-বলতে অবিনাশ চায়ে একটা চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে নেয়।

—যেদিন সুজাতা খুন হয় সেদিন ওঁর ফ্ল্যাটে অন্য কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল

BanglaBook.org

না। অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি যে সুজাতার স্বামী শতদল এবং কন্যা রিমি কার্যত কেউই ও বাড়িতে থাকতেন না। বাকি রইল কাজের মেয়ে লক্ষ্মী। সুজাতা খুন হওয়ার আগের দিন তার দেশ থেকে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু আসেনি।

অবিনাশ দুটো হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে থুতনির নীচে জড় করে আনে।

—আরেক কাপ?

ঘাড় নেড়ে প্রদ্যোৎ না জানায়।

—আমাদের এক নম্বর সাসপেক্ট শতদল মুখার্জি। শতদল অন্য আরেকটি মেয়েকে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু, সুজাতা তাকে কোনওমতেই ডির্ভোস দেবে না। অতএব, ডেসপারেট হয়ে শতদল তার বউকে খুন করে।

চেয়ার ছেড়ে অবিনাশ টেবিলের সামনে পায়চারি শুরু করে।

—শতদলের প্রতি আমাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় তার নিজের জবানবন্দির মধ্যে গরমিল থেকে। প্রথমে সে বলে সুজাতা মারা যাওয়ার দিন রাত্রে এবং পরের দিন ভোরবেলায় সে নিজের বাড়িতেই ছিল। পরে সে নিজের ভারশান পালটে জানায় যে সে রাতটা তার বান্ধবী নন্দিতার কাছে ছিল।

—কিন্তু সেটা কি সত্যি?

—আপাতত দৃষ্টিতে শতদল হ্যাজ এ ওয়াটারটাইট্ অ্যালিবাই।

হাত বাড়িয়ে প্রদ্যোৎ টেবিলে রাখা প্লাস্টিকের কৌটো খুলে আরেকটা বিস্কিট নেয়। শ্রুজবেরি না ব্লুজবেরি কি যেন উদ্ভট নাম বিস্কিটটার, খেতে কিন্তু বড় ভালো।

—আমাদের দু-নম্বর সাসপেক্ট সুজাতার মেয়ে রিমি। রিমি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে, কাজকর্মও কিছু করে না। এবং নিজের মার সঙ্গে ওর রিলেশনশিপ যার পর নাই তিক্ত। এরকম অবস্থায় ওর মা যদি মারা যান তাতে সবচেয়ে বেনিফিটেড হবে রিমি।

প্রদ্যোৎ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। কিন্তু এবার আর কথা না বলে পারে না।

—মা-মেয়েতে ঝগড়া তো আকছার হচ্ছে। তাই বলে কি সব মেয়েরা তাদের মাকে খুন করে?

—পয়েন্ট।

—তাছাড়া সুজাতাদেবীর শরীরে যে রকম ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন তাতে সেটা জাস্ট একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর কথায় সায় দেয়।

—তাহলে কি রিমির সঙ্গে কোনও সেকেন্ড পারসন ছিল?

ঠোঁটে আঙুল রেখে অবিনাশ চিন্তা করে।

—নীল? ওয়াট ইফ বোথ অফ দেম আর ইনভলভড্! নীল বলছে সে রাতটা তারা ইলোরার বাড়িতে ছিল। কিন্তু ওদের দুজনকে তো ভোরবেলা কেউ দেখেনি।

BanglaBook.org

অতএব ওদের দুজনের ওপরই প্রশ্নবোধক চিহ্ন থেকে যাচ্ছে। আমাদের তিন নম্বর সাসপেক্ট...কে বলো তো?

প্রদ্যোৎ একটু ভেবে জবাব দেয়।

—শ্রীবাস্তব?

—গুড। সুজাতা ও শ্রীবাস্তব। কাগজে কলমে ওরা বিজনেস্ পার্টনার হলেও বাস্তবে তার চেয়ে অনেকটাই বেশি।

—কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে পরিস্কার নয় স্যার...

প্রদ্যোৎ অবিনাশকে ইনটেরাপ্ট করে।

—ওদের দুজনের মধ্যে একসঙ্গে থাকা বা ঘোরাফেরা করার তো কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না...তাহলে শ্রীবাস্তব সুজাতাকে খুন করতে যাবে কেন?

অন্যমনস্ক ভাবে অবিনাশ নিজের থুতনি চুলকায়।

—জাস্ট ফর আরগুমেন্টস্ সেক...ধরো অরভিন্দ সুজাতাকে ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসাটা জেলাসিতে টার্ন নিতে পারে যদি সে জানতে পারে সুজাতার অরভিন্দ ছাড়াও অন্য কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। এরকম পরিস্থিতিতে সে রাগের মাথায় সুজাতাকে মার্ডার করতে পারে।

প্রদ্যোৎ একটু ইতস্তত করে।

...কিন্তু শ্রীবাস্তবকে দেখে আমার সেরকম ভায়োলেন্ট টাইপ বলে মনে হয় না স্যার।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে অবিনাশ।

—আমাদের চার নম্বর সাসপেক্ট বিশ্বনাথ ধর। বাড়িওয়ালা পুরোনো বাড়ি ভেঙে তার জায়গায় নতুন অ্যাপার্টমেন্ট হাউস তৈরি করতে চায়। কিন্তু, এখানে তার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে সুজাতা মুখার্জি। সে কিছুতেই পুরোনো বাড়ি ছেড়ে দিতে রাজি নয়। অতএব প্রোমোটারকে দিয়ে প্রথমে সুজাতাকে হুমকি দেওয়া। এবং তাতে কাজ না হওয়ায় খুন। প্রেমোটারদের সঙ্গে গুন্ডাদের আঁতাত—এটা তো কাগজে হরদম বেরোচ্ছে।

প্রদ্যোৎ অবিনাশের কথায় সায় দেয়।

—এবার আসা যাক পাঁচ নম্বরে। সাসপেক্ট মিস্টার এক্স।

—মিস্টার এক্স?

প্রদ্যোৎ জিগ্যেস করে।

—প্রেসাইজলি।

অবিনাশ উত্তর দেয়।

—এই পঞ্চম ব্যক্তিটি কে সেটা আমরা জানি না বলেই ওর নাম দিচ্ছি মিস্টার এক্স।

BanglaBook.org

—এই পঞ্চম ব্যক্তিটি আসছে কোত্থেকে?

প্রদ্যোৎ আবার জিজ্ঞাসা না করে পারে না।

—সুজাতার বেডরুম থেকে আমরা একটা ছোট হাতে লেখা চিরকুট পেয়েছিলাম মনে আছে? 'আমাদের বোধহয় এরকম করে আর দেখা করা উচিত হবে না।' চিরকুটে কোনও নাম লেখা ছিল না। এই চিরকুটটা যার লেখা সেই আমাদের পঞ্চম সাসপেক্ট...মিস্টার এক্স।

—আপনি যার কথা বলছেন সে কি আমাদের জানাশোনার মধ্যেই কেউ? নাকি, সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনও লোক?

উত্তরে অবিনাশ শোল্ডার শ্রাগ করে।

—আমি তো একবার ভেবেছিলাম অরভিন্দ-এর লেখা কিনা। তারপর দেখলাম এটা ওর লেখা হতে পারে না। তাহলে লেখাটা কার?

অবিনাশ হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ে।

প্রদ্যোৎ বুঝতে পারে আজকের মত মিটিং শেষ।

—যাওয়ার সময় আমাকে একটু অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে নাবিয়ে দেবে? আজ সন্ধ্যেয় একটা ভালো নাটক আছে।

সন্ধেবেলায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনেটা জমজমাট। এদিকে নাটক, ওদিকে ছবির প্রদর্শনী, ফুড স্টল, শতশত মানুষের জমায়েত মনে হয় একটা কার্নিভাল চলছে। গাড়ি থেকে নেমে প্রদ্যোৎকে একটু অপেক্ষা করতে বলে অবিনাশ টিকিট কাউন্টারের দিকে চলে যায়। একটু পরেই ও হাতে দুটো টিকিট নিয়ে ফিরে আসে।

—যাবে নাকি দেখতে? ভালো না লাগলে যখন খুশি তুমি উঠে যেতে পারো।

তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোতে পারায় প্রদ্যোৎ ভাবছিল আজ অনেকদিন পর ও পাড়ার ক্লাবে গিয়ে একটু আড্ডা মারবে, কিন্তু সেটা আর ওর হয়ে ওঠে না।

নাটকটা দেখতে বসে কিন্তু প্রদ্যোৎ-এর খারাপ লাগে না। ছোট থেকে কলকাতায় বড় হলেও প্রদ্যোৎ-এর প্রোফেশনাল মঞ্চে নাটক দেখার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে মানুষ হওয়ার ফলে তার নিজের জীবনটাই এত নাটকীয় যে হলে বসে নাটক দেখার অবকাশ বা ইচ্ছে দুটোর কোনটাই ওর মধ্যে হয়নি।

ইন্টারভেলের সময় অবিনাশ বেরিয়ে গিয়ে প্লাস্টিক কাপে করে চা নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পরেই আবার নাটকটা শুরু হয়ে যায়। প্রদ্যোৎ-এর আর বেরিয়ে আসা হয় না।

নাটকটা শেষ হতে ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে।

BanglaBook.org

—বুঝলে প্রদ্যোৎ...ডিটেকটিভদেরও মধ্যেও মনের প্রসারের প্রয়োজন। একটু নাটক দেখা, ভালো বই পড়া, গান-বাজনা শোনা...এগুলো কিন্তু খারাপ অভ্যেস নয়।

বাড়ি ফিরতে গিয়ে প্রদ্যোৎ-এর অবিনাশ রায়ের সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষ করে মনে হয়। কবিতার বই পড়া, নাটক দেখা, মিউজিক শোনা—যে লোকটার জীবনে আর্টই নেশা, সে লোকটা পেশায় ডিটেকটিভ হতে গেল কেন?

পরের দিন প্রদ্যোৎ অফিসে গিয়ে দেখে অবিনাশের সামনে একটা ফাইল খোলা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে সে কী যেন ভাবছে।

—এনি প্রবলেম স্যার?

—ঠিক প্রবলেম বলব না...

অবিনাশ প্রদ্যোৎ-এর দিকে মুখ ফেরায়।

—সন্দেহ। গত দু-একদিন ধরেই সেটা মনে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

—কী ব্যাপার বলবেন?

—সে রাত্তিরে শতদলের অ্যালিবাই নিয়ে। ঠিক সেই রাত্রেই ওর নন্দিতার ওখানে কাটানো...পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে বড্ড সাজানো-গোছানো লাগছে।

—কিন্তু শতদল যে নন্দিতার বাড়িতে সে রাতটা কাটায়নি তা আপনি প্রমাণ করবেন কি করে? মিয়া-বিবি দুজনেই যখন এ ব্যাপারে একজোট।

—উপায় আছে, একটাই।

প্রদ্যোৎ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অবিনাশের দিকে তাকায়।

—নন্দিতার বাড়িতে একজন মেড কাজ করে। হোল টাইম। একমাত্র সেই বলতে পারে সুজাতা খুন হওয়ার আগের দিন শতদল তার মালকিনের কাছে রাত কাটিয়েছিল কিনা।

—আপনি চান আমি কাজের মেয়েটিকে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি?

প্রদ্যোৎ বুঝতে পারে ইনডিরেক্টলি অবিনাশ সেটাই চাইছিল।

—পারবে? তাহলে এখনই চলে যাও। কেননা, আমি মোটামুটি শিয়োর নন্দিতা এখন অফিসে।

পকেট থেকে নোটবই বার করে অবিনাশ নন্দিতার বাড়ির নাম্বার ডায়াল করে। ফোন করে অবিনাশ জানতে পারে দিদি এখন অফিসে। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরবে।

অবিনাশ প্রদ্যোৎকে নন্দিতার বাড়ির ঠিকানা একটা চিরকুটে লিখে দেয়।

বিকেলে প্রদ্যোৎ ফিরে আসে।

—খবর আছে স্যার।

BanglaBook.org

অবিনাশ উৎসুক ভাবে প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকায়।

—নন্দিতা অধিকারীর বাড়ি গিয়েছিলাম। কাজের মেয়েটির সঙ্গে কথা হল।

—রাজি হল কথা বলতে?

—একেবারেই না। প্রথমে তো স্বীকারই করতে চাইছিল না যে শতদল মুখার্জি বলে কোনও লোক আদৌ ওদের বাড়িতে আসে।

—তুমি কি করলে?

—তেমন কিছুই না স্যার...

প্রদ্যোৎ ক্যাজুয়ালি কথাটা বলে।

—বললাম খুনের তদন্তে সত্য গোপন করার অভিযোগে ওকে তিন বছর অবধি হাজতবাস করতে হতে পারে। মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারপর ওকে ওই দিন রাত্রের কথা জিগ্যেস করলাম। জানতে চাইলাম ওই রাত্তিরে শতদল ওদের ফ্ল্যাটে এসেছিল কিনা। মেয়েটি বলল, এর মধ্যে শতদলবাবু কোনওদিনই রাত্রে ও বাড়িতে গিয়ে থাকেননি। ইদানীং নাকি ওদের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভালো যাচ্ছে না।

—ওয়েল ডান প্রদ্যোৎ...

প্রদ্যোৎ-এর কাজে খুশি হয়ে অবিনাশ বলে।

—আরেকটাও নিউজ আছে স্যার...সেই খ্যাপা বুড়োটার সন্ধান পাওয়া গেছে।

—ওকে কোথায় খুঁজে পেলে?

—পাড়ার মিষ্টির দোকানের সামনে। ওখানে ফ্রি খাবার পেত...লোভ সামলাতে পারে নি।

—ও দিনের কথা বুড়োটা কিছু মনে করতে পারল?

অবিনাশের কথার ধরনে প্রদ্যোৎ বুঝতে পারে যে স্যার বুড়োর ব্যাপারটা সেরকম সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। মনে-মনে ও একটু আহত হয়।

—সেই দিন পাড়ায় এত থানাতল্লাশি হল। আর ও মনে রাখবে না? রাতে শোওয়ার জায়গাটা পর্যন্ত ওর বরবাদ হয়ে গেল সুজাতাদেবীর খুনের জন্য। বুড়োটা বলছে যে দিন সুজাতাদেবী খুন হয় সেদিন সরযু নাকি খুব ভোরবেলায় এসেছিল একবার।

কথাটা শুনে অবিনাশ নড়েচড়ে বসে।

—আরেকটা কথা...ও বলছে সে দিন ভোরবেলায় দুজন বোরখা পরা মহিলাকে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

—বোরখা পরা?

অবিনাশের প্রশ্নে বেশ কিছুটা অবিশ্বাস। প্রদ্যোৎও সমর্থনে মাথা নাড়ে।

—এইজন্যই লোকটার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। ও বাড়ি থেকে বোরখা পরা

BanglaBook.org

মানুষ কি করে বেরোবে?

অবিনাশ কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করে। তারপর জানতে চায় সরযুর সঙ্গে আরেকবার দেখা করা যায় কিনা। প্রদ্যোৎ জানায় যে সরযুর সঙ্গে স্যারের দেখা করাতে ওর কোনও অসুবিধে হবে না।

সুজাতা মুখার্জির বাড়িতে অবিনাশের সঙ্গে সরযুর দেখা করিয়ে দিয়ে প্রদ্যোৎ নিজের কাজে বেরিয়ে যায়। সরযু আজ অনেকটা প্রকৃতিস্থ সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়। কথা বললে মুখ থেকে ভক্-ভক্ করে ধেনো মদের গন্ধ বেরোচ্ছে না। চোখ সেরকম ঘোলাটে নেই। চুলে একবার চিরুনি দেওয়ার প্রচেষ্টাও হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা, সেটা আজ আর কাঁটা তারের মতো খাড়া হয়ে নেই।

অবিনাশ যখন ঘরে ঢোকে সরযু তখন বুকের কাছে হাঁটু জড়ো করে মেঝেতে বসেছিল। অবিনাশকে দেখতে পেয়েই ধড়মড় করে উঠে ওকে সেলাম জানায়।

—চা খাবে?

—না বাবু।

মুখ কাঁচুমাচু করে সরযু মাথা নাড়ে।

অবিনাশ তবুও কনস্টেবল মণ্ডলকে দিয়ে চা আনতে পাঠায়।

—সুজাতা মুখার্জি যেদিন খুন হয়...শুনলাম সেদিন সকালে তুমি একবার নয়, দুবার এই ফ্ল্যাটে এসেছিলে?

সরযু ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশ্নের জবাব দেয় না।

—ভয় নেই সরযু...তোমাকে আমরা সন্দেহ করছি না। কিন্তু সত্যি কথাটা খুলে বললে, যে খুনি তাকে আমাদের ধরতে সুবিধে হবে।

সরযু একবার অবিনাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে কথা বলে।

—সেদিন এ বাড়িতে আমি দুবারই এলাম। একবার খুব ভোরে।

—সেটা প্রথমবার?

সরযু মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

—তখন সামনের দরজা বন্ধ করা ছিল?

—জি হাঁ। কেউ খুলল না বলে আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম। জোরসে। দরজা বন্ধ ছিল বাবু।

—কিন্তু, পরের বার...যেবার তুমি ঘরে ঢুকলে?

—সেবার আমি দরজায় হাত রাখতে আপনেসে খুলে গেল।

মণ্ডল এসে ওদের চা দিয়ে যায়। সরযু মাটির ভাঁড় থেকে আওয়াজ করে চা খায়।

BanglaBook.org

—তখন তুমি ভেতরে ঢুকলে।

—জি হাঁ। ভাবলাম কি কাজের মেয়েটা বোধহয় দরজা খুলে দিয়েছে।

—তারপর?

—ভিতরে ঢুকে আগে বড় বাথরুমটা সাফ করলাম। তারপর...আমি ভাবলাম কি দিদির বাথরুমটা সাফ্ করব। ঘরের দরওয়াজা খোলা ছিল। পাতা নাহি ঢুকে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, ভেতরটা এত অন্ধকার ছিল।

আগেকার কথা মনে করেই বোধহয় ভয়েতে সরযু চোখ বন্ধ করে।

—বাবু...যখন বুঝতে পারলাম যে দিদি মাটিতে পড়ে আছে, আমি চেঁচিয়ে উঠে পাড়ার লোকদের নিয়ে আসি।

এরপর সরযু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

—এরপর থানা থেকে পুলিশ এল। অন্য বাড়ি থেকে সাহেবভি এল।

চা খেয়ে ঘরের কোণায় ভাঁড়টা রাখে সরযু।

—আচ্ছা সরযু সেদিন তোমার এমন কিছু চোখে পড়েছিল যেটা, যেটা আনইউজুয়াল?

হঠাৎ সরযু ওর দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। অবিনাশ নিজের মাথা চুলকায়। সরযু আনইউজুয়াল কথাটার মানে বুঝতে পারেনি। কিন্তু, ঠিক কি করে ওকে বোঝাবে সেটাও চট্ করে অবিনাশের মাথায় আসে না।

—মানে...এয়সা কুছ, যো তুম্হে আজীব সা লগা? কুছ্ভি...

অবিনাশ শোল্ডার শ্রগ্ দিয়ে হাল ছেড়ে দেয়। সরযু কিন্তু এবার অবিনাশের প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয়।

পায়ের ওপর অন্য পায়ের পাতা ঘষে সেদিন অন্য আর কি ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করে সরযু।

সরযু অবিনাশের দিকে চমকে তাকায়। ভয়ের চোটে কি ও পুরো ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিল? সরযু এবার যে ঘটনাটা বলে সেটা একেবারে রোমহর্ষক।

এই বাড়িতে ঢুকতে না পেরে ও ভেবে পাচ্ছে না কি করবে। তাই একটু দূরে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে নাকি ও চুপ করে বসেছিল। বসে-বসে বোধহয় একটু ঝিমিয়েও পড়েছিল। তারপর, হঠাৎ চোখ খুলতে দেখে এই বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে দুজন মানুষ রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করায়, তারপর তাতে চড়ে বেরিয়ে যায়।

গাড়িতে চড়ার সময় ওরা সরযুকে দেখতে পায়নি। কিন্তু সরযু নাকি ওদের বেশ ভালোভাবেই দেখতে পেয়েছিল। ওদের মধ্যে একজনকে সরযু ভালোভাবে চেনে। তার নামটা বলতে অবিনাশ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। বারবার জিগ্যেস করে ও ঠিক দেখেছে কি না। প্রত্যেকবারই সরযু মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

BanglaBook.org

সরযু চলে যাওয়ার পর অবিনাশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে সুজাতাদের সামনের ঘরে বসে থাকে। সরযুর সম্বন্ধে প্রদ্যোৎ-এর কথাটাই তাহলে ঠিক।

ও নিশ্চয়ই পাত্তা খায়।

সন্ধেবেলা অবিনাশ বাড়ি ফিরবে। এমন সময় মোবাইলে ওর একটা কল আসে।

একটাই ফোন কল। কিন্তু অবিনাশের মনে হল সুজাতা-মার্ডার কেসের অন্ধকার টানেলে ও যেন হঠাৎ একটা ঝলমলে টর্চের আলো দেখতে পেল।

কলটা করেছে ডক। করোনার ডক্ চৌধুরী।

—এখনও অফিসে আছ রয়...ভাবা যায় না। ওভারটাইম দিচ্ছে নাকি?

ডক চৌধুরীর গায়ে পড়ে রসিকতা অবিনাশের ঠিক এই মুহূর্তে ভালো লাগে না।

—কিছু বলার থাকলে বলো।

—ও বাবা! ম্যান অফ্ ইম্পরটেনস্। শোনো...বিশেষ কিছু বলার না থাকলে নিশ্চয়ই তোমাকে এভাবে ফোন করতাম না।

—এনি নিউজ ফর মি?

অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—যাক্...মাথাটা এতক্ষণে কাজ করছে। খুব অসুবিধে না হলে তোমার 'বাট'টা চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে আমার কাছে আসতে পারবে?

কথায় ভালগারিটি ডক্-এর মজ্জাগত দোষ। অবিনাশ সেটা গায়ে মাখে না। তাড়াতাড়ি ব্যাগ গুছিয়ে ও অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তা আজ কোনও কারণে খালি। করোনারের অফিসে পৌঁছতে অবিনাশের সময় লাগে না।

—ডক্ এক কাপ চা হবে?

কেন জানি অবিনাশের আজ বড় ক্লান্ত লাগছে।

—সরি। আফটার সান ডাউন আমার চা চলে না, এটাতো তুমি জানো। তবে, এটা চলতে পারে।

ডক্ সন্তর্পণে নীচের দেরাজ থেকে একটা হুইস্কির বোতল বার করে।

—অ্যামেরিকান হুইস্কি। ওরা আবার হুইস্কিকে বার্‌বন বলে জানো তো?

—এটা কি করছ ডক?

সন্ত্রস্তভাবে অবিনাশ প্রথমে ডক্ তারপরে দরজার দিকে তাকায়।

—কেউ যদি এখন এসে পড়ে?

ডক্ তার ঘাড়ে-গর্দানে শোল্ডারটা একবার শ্রাগ করে।

—হু কেয়ারস্?

BanglaBook.org

বেসিনে তৎপর ভাবে দুটো গ্লাস ধুয়ে ডক্ টেবিলে রাখে। পাশে পার্লপেট সবুজ জলের বোতল।

—ক্লান্ত লাগছে বললে...

টাকে হাত বুলিয়ে ডক্ চিন্তা করে।

—মোস্ট প্রবলেম লো প্রেশার। দুটো নিট খেয়ে নিলে অনেক বেটার ফিল করবে।

অবিনাশ হাত বাড়িয়ে নিজের গ্লাসটা ঢেকে রাখে।

—কি হল?

মোটা-মোটা ভুরু তুলে ডক্ অবিনাশের দিকে তাকায়।

—কি...বউয়ের বারণ?

—না ডক্, গত বছর আমার...

গত বছর যে ওর পেটে আলসার হয়েছিল সে কথাটা আর বলার সুযোগ পায় না অবিনাশ।

—বউরা চিরকালই বারণ করে থাকে। ওটা গ্রাহ্য করলে পস্তাবে। এই আমাকেই দেখো না...

ডক্ নিজের ব্যারেল চেস্টের দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখায়।

—আমার মদ খাওয়া নিয়ে শিবানী একদিন আল্টিমেটাম দিয়ে দিলে। বললে—আমাকে আর হুইস্কির বোতল-এর মধ্যে কোনও একটাকে বেছে নিতে হবে। সো আই চোজ্ দ্য ল্যাটার।

ডক্ এর মদের প্রতি আসক্তি নিয়ে যে ওর বউ শিবানীর সঙ্গে বহু বছর আগে ডির্ভোস হয়ে গেছে, সেটা ডিপার্টমেন্ট অনেকেই জানে না। তাদের ধারণা ডক্ বর্ণ ব্যাচেলর্।

মন খারাপ হয়ে যায় অবিনাশের।

—স্পেয়ার মি ইয়োর সিমপ্যাথিজ রয়।

ডক্ নিশ্চয়ই ওর মনের কথা ঠিক আঁচ করতে পেরেছে।

—তোমার মুখ দেখে তো আমারই কষ্ট হচ্ছে। যাক্‌গে...যে কারণে তোমাকে ডাকা।

ডক্ নিজের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে অল্প জল মিশিয়ে সিপ্ নেয়।

—মনে আছে? তুমি আমাকে স্পেশালি রিকুয়েস্ট করেছিলে ডেডবডির ঘরে পাওয়া ন্যাপকিনটার মধ্যে লেগে থাকা ব্লাড সাম্‌পল-এর টেস্ট করতে?

মুহূর্তের মধ্যে অবিনাশের সবকটা অ্যানটেনা খাড়া হয়ে ওঠে।

—তোমার অনুমানটাই ঠিক।

দেরাজ খুলে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট বার করে ডক্। তার ভেতরে ফেডেড্

BanglaBook.org

পিঙ্ক বর্ডার দেওয়া ন্যাপকিনটা দেখতে পায় অবিনাশ। এই ন্যাপকিনটাই তো সুজাতা মুখার্জির বেডরুমে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে ও খুঁজে বার করেছিল।

—মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখলে তুমি আরও ভালো বুঝতে পারবে। টুইজার দিয়ে ন্যাপকিন তুলে সেটা সাবধানে মাইক্রোস্কোপের নীচে প্লেস করে ডক্।

—এবার এখানে চোখ রাখো।

অবিনাশকে ডক্ মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখতে বলে। কিন্তু অবিনাশ ভালো করে দেখতে পায় না। বাঁ-হাত দিয়ে ও ফোকাস ঠিক করার চেষ্টা করে।

—ওঃ! তোমার তো আবার প্লাস পাওয়ার।

ডক্ এগিয়ে এসে মাইক্রোস্কোপের ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে।

—এবার ভালো করে দেখতে পাচ্ছ?

মাইক্রোস্কোপে চোখ দিয়ে অবিনাশ মাথা নাড়ে।

—এই জায়গাটা দ্যাখো...

টুইজার দিয়ে ডক্ মাইক্রোস্কোপের নীচে রাখা ন্যাপকিনটার একটা বিশেষ অংশ দেখায়।

—এটা হচ্ছে মেন ব্লাড্ ক্লট্...

—কী ব্লাড্ গ্রুপ?

মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ না সরিয়ে অবিনাশ জিগ্যেস করে।

—ও পজিটিভ।

ডক্ এর উত্তরে অবিনাশ মাথা নড্ করে।

—ভিক্টিম্ মানে সুজাতা মুখার্জির কী ব্লাড গ্রুপ সেটা মনে আছে?

—সেম্...ও পজিটিভ্।

উত্তর দিতে গিয়ে ডক্ মৃদু হাসে।

—আচ্ছা ডক্...আমরা কি এটা অনুমান করে নিতে পারি যে এই ব্লাড্ ক্লটটা সুজাতা মুখার্জিরই রক্ত?

ডক্ মাথা নড্ করে।

—অবশ্যই পারো, কেননা এই রক্তের সামপল্ আমি অলরেডি ভিক্টিমের রক্তর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি।

টুইজার দিয়ে এবার ন্যাপকিনের অন্য একটা অংশ ডক্ মাইক্রোস্কোপের নীচে ধরে।

—এবার এই জায়গাটা দ্যাখো।

অবিনাশ মাথা নীচু করে আবার মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখে।

—এই ব্লাড সামপল্টাই তুমি এর আগের দিন আমাকে আলাদা করে টেস্ট করতে বলেছিলে।

BanglaBook.org

—রাইট্...এবং এই রক্তটা ব্লাডগ্রুপ ওয়াইজ মেন ব্লাড ক্লটটার সঙ্গে ম্যাচ করছে না, তাই তো?

—ব্লাডি স্মার্ট।

ডক্ স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

—তার মানে, তুমি তখনই সন্দেহ করেছিলে যে এটা ভিক্টিমের রক্ত নয়...অন্যকারও। তার কারণটা জানতে পারি?

—ডোন্ট নো...ইনটুইশন বলতে পারো।

মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে অবিনাশ ডকের দিকে তাকায়।

—তবে, কারণ একটা আছে। আমার ধারণা...

অবিনাশ মাইক্রোস্কোপের নীচে রাখা ন্যাপকিনটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—এই ন্যাপকিনটা দিয়ে খুনি ভিক্টিমের মুখ সজোরে চেপে ধরেছিল...এত জোরে যে তার চাপে সুজাতার ডেনচারস্ ভেঙে যায় এবং তার গাম থেকে ব্লিডিং হয়। এই রক্তটাই মেন ব্লাড ক্লট্...যেটা সুজাতার রক্ত বলে অনুমান করেছিলাম।

—আর অন্য ব্লাড ক্লট্টা? সেটা কেন আলাদা ভেবেছিলে?

ডক্ অবিনাশকে প্রশ্ন না করে পারে না।

—কেন না ওটা খুনির রক্ত। ভিক্টিম সুজাতা মুখার্জির যখন শ্বাসরোধ হয়ে আসছে তখন সে খুনির হাত বা হাতের আঙুল কামড়ে দেয়।

—মেকস্ সেনস্।

অবিনাশের কথায় সায় দিয়ে ডক্ বলে।

—এই সেকেন্ড সামপলের ব্লাড গ্রুপটা জানতে পারি?

ডক্ হাসে।

—এ নেগেটিভ্।

—এ নেগেটিভ্?

অবিনাশ অন্যমনস্কভাবে থুঁতনিতে হাত বোলায়।

—আচ্ছা ডক্, এ নেগেটিভ্ একটা রেয়ার ব্লাড গ্রুপ না?

—তা বলতে পারো...ও পজিটিভির তুলনায় তো বটেই।

অবিনাশের মুখটা হঠাৎ হাসিতে ঝলমল করে ওঠে।

—তুমি যা সুখবর দিলে ডক্, তারপর তোমার সঙ্গে বসে এক পাত্র না খেলেই নয়।

—রিয়েলি?

ডক্ খুশি হয়ে অবিনাশের জন্য অল্প গ্লাসটায় হুইস্কি ঢালতে উদ্যত হয়।

—কিন্তু স্ট্রিক্টলি মেডিসিনাল ডোজ। ব্যস-ব্যস! আর না...

BanglaBook.org

নিজের গ্লাসে জল মিশিয়ে এক চুমুকে তা শেষ করে অবিনাশ উঠে পড়ে।

কি মনে করে অবিনাশ হঠাৎ এগিয়ে এসে ডক্‌কে জড়িয়ে ধরে। ডক্ অবিনাশের এই ইমোশনাল্ আউটবার্সটে বেশ হতভম্ব।

—অনেক-অনেক ধন্যবাদ ডক্...আই নিডেড্ দিস লীড্।

করোনারের অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমেই অবিনাশ শতদলকে মোবাইলে ফোন করে। শতদল লাইনে এলে অবিনাশ ওর ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের নাম আর ফোন নাম্বার জানতে চায়।

—কেন জানতে পারি?

শতদল বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—আপনার দু-একটা মেডিকাল রেকর্ড ভেরিফাই করতে চাই।

—ওঃ...ডাক্তার সুকুমার বিশ্বাস। ফোন নাম্বার ২৩৬৪৭৯৩২।

শতদলের নাম্বার ডিসকানেক্ট করেই অবিনাশ ডাক্তার সুকুমার বিশ্বাসকে ফোন করে তার কাছ থেকে শতদলের ব্লাড গ্রুপটা জেনে নেয়।

—এ নেগেটিভ...ইউ আর শিয়োর?

অবিনাশ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না।

—কোয়াইট শিয়োর...আমি শতদল বাবুর ফাইলটা খুলে বলছি।

পরের দিন শতদল মুখার্জির বাইপাসের বাড়িতে পৌঁছতে অবিনাশ ইচ্ছে করেই দেরি করে। যাতে শতদল ওর অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের এগেনস্টে আর স্টে অর্ডার না আনতে পারে।

অবিনাশকে দেখে শতদল ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে।

—আপনি এ সময়ে? আমাকে তো ফোন করে জানাননি।

সময় নষ্ট না করে অবিনাশ পকেট থেকে শতদলের নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টটা বার করে।

—আপনি...আপনি আমকে অ্যারেস্ট করছেন?

ওয়ারেন্টটা দেখে শতদল যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

—জানেন...আমার এগেনস্টে কখনও অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বার হয়নি।

—দেয়ারস্ অল ওয়েজ এ ফার্স্ট টাইম।

শতদলের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ অল্প হাসে।

—আপনি আমাকে এভাবে অ্যারেস্ট করতে পারেন না।

—অবশ্যই পারি। আরেকটা জিনিস...আপনাকে আমি নয়, পুলিশ সুজাতা মুখার্জিকে খুনের সন্দেহে অ্যারেস্ট করছে। নাথিং পার্সোনাল...

BanglaBook.org

—ওয়েট!

শতদল বাধা দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত তোলে।

—ভয় নেই। আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে পাড়ার সব্বার সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না।

এক চুমুকে শতদল মদের গ্লাস শেষ করে।

—আপনি অন্তত আমাকে দুটো মিনিট সময় দিতে পারেন?

—কেন বলুন তো?

অবিনাশ ভুরু কুঁচকে তাকায়।

—জাস্ট চেঞ্জ করে আসব।

শতদল নিজের পরনের পায়জামা পাঞ্জাবির দিকে দেখায়। টক্ অফ্ হিউম্যান ভ্যানিটি। একটু পরেই শতদল প্যান্টসার্ট পরে শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অবিনাশের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসা পর্যন্ত শতদল আর কোনও কথা বলে না। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট দিতে ও যেন কেমন মরিয়া হয়ে ওঠে।

—অবিনাশবাবু...আপনাকে একটা কথা বলি?

—বলুন।

অবিনাশ শতদলের দিকে পাশ ফিরে তাকায়।

—আচ্ছা আপনি...মানে পুলিশ...আমাকে অ্যারেস্ট করছেন একটাই কারণে, তাই না?

অবিনাশ এ প্রশ্নের সরাসরি কোনও জবাব দেয় না।

—বলে যান...শুনছি।

—কিন্তু...আমি আমার স্ত্রীকে খুন করতে পারি না। কেননা যেদিন ও ভোরবেলায় মার্ডারড্ হয় সেদিন আমি কোনওমতেই ওর কাছে থাকতে পারি না। আই ওয়াজ এলস্ওয়েয়ার।

অবিনাশ বোরড দৃষ্টিতে শতদলের দিকে তাকায়। এক কথার পুনরাবৃত্তি ওর আর ভালো লাগে না।

—কিন্তু...আপনাকে যদি একদম সত্যি কথা বলি...যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে সে রাত্রে এবং পরের দিন ভোরবেলায় আমি ডেফিনিট্লি অন্য কারও সঙ্গে ছিলাম, তাহলেও...কি আমাকে অ্যারেস্ট করবেন?

শতদল অবিনাশের হাত চেপে ধরে।

—সেদিন রাত্রে আমি কোথায় ছিলাম...এতদিন কেন বলিনি সেটা বললেই বুঝতে পারবেন। জাস্ট ওয়ান লাস্ট চান্স্...প্লিজ।

অবিনাশ ছোট করে মাথা নড্ করে। শতদল একবার গাড়ির ড্রাইভারের দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

—ওকে তাহলে থানায় না...একটু অন্য দিকে যেতে হবে।

—কোথায়?

শতদল কথা বলতে গিয়ে ইতস্তত করে। অবিনাশ অপেক্ষা করে থাকে।

—সোনাগাছি।

—ওয়াট?

অবিনাশ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না।

—সোনাগাছি...রেড্ লাইট এরিয়া।

—মানে আপনি বলতে চান সেদিন রাত্রে আপনি প্রস্টিটিউট কোয়ারটারসে ছিলেন?

শতদল ছোট করে মাথা নাড়ে। অবিনাশ ওর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর ড্রাইভারকে ওদের সোনাগাছিতে নিয়ে যেতে বলে। অবিনাশের কথা শুনে মোক্তার একেবারে হতভম্ব। স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত সরিয়ে সে পেছনের সিটের দিকে তাকায়।

—রাস্তাটা সামনে মোক্তার।

মোক্তার অবিনাশের ড্রাইভারের নাম। এরপর কোনও দ্বিরুক্তি না করে ও গাড়ি ঘোরায়।

—আশা করি ওখানে যাওয়ার পর আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। কেননা ও জায়গাটা আমার পরিচিত নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, বলে না দিলে এটা যে কলকাতার সবচেয়ে নামকরা রেড্ লাইট্ এরিয়া তা বোঝার উপায় নেই। গ্রে স্ট্রিট পার হয়ে শতদলের ডিরেকশন মতো মোক্তার গাড়ি চালিয়ে একটা প্রায়ান্ধকার গলির ভেতরে এসে গাড়ি থামায়। রাস্তায় টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। তারপাশে জমাট নীল রংয়ের ধোঁয়া। দু-একজন পথযাত্রী রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে।

অন্ধকারের ভেতর থেকে হঠাৎ কালো স্যান্ডো গেঞ্জি পরা এক ছোকরা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়।

—ভালো জিনিস আছে স্যার...একদম কচি...অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, নেপালি, বাঙালি—যা চাইবেন।

কথা বলতে-বলতে ছোকরা গলার লাল রংয়ের রুমালটা একবার নট বাঁধছে, আর খুলছে।

—কোথায় যেতে হবে আমি জানি।

শতদল গাড়ির দরজা খুলে বেরোয়।

—কমলা...ডান দিকের বাড়ির দোতলা।

—সরি।

BanglaBook.org

বখাটে ছোক্‌রাটা ফিক করে শতদলের দিকে তাকিয়ে হাসে।

—আমি ভেবেছিলাম নতুন খদ্দের বুঝি।

ছোকরাটা অন্ধকারের ভেতর থেকে যে রকম অকস্মাৎ বেরিয়ে এসেছিল সেরকম অকস্মাৎই আবার মিলিয়ে যায়।

—আপনাকে এখানে একটু নামতে হবে।

শতদল অবিনাশের জন্য দরজা খুলে দাঁড়ায়। অবিনাশ নামতে শতদল ওকে নিয়ে অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে বাড়িটার দোতলায় পৌঁছয়। শতদল আগে-আগে। পেছনে অবিনাশ।

ওখানে যেতেই একটা মোটাসোটা মতো লোক ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কমলা আছে?

শতদল লোকটিকে জিগ্যেস করে।

—আছে।

লোকটি শতদলের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা অর্ধেক বন্ধ করে।

—এদিকে আসুন।

লোকটি ওদের একটা ঘরে এনে বসায়।

—একটুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে স্যার...বেশি না।

শতদল বিরক্ত ভাবে তাকাতে লোকটি গলা খাটো করে বলে।

—কাস্টমার আছে স্যার...আপনারা চাইলে অবশ্য অন্য ভালো জিনিস আছে। ডব্‌কা বাংলাদেশী মেয়ে। মাত্র একমাস হল এসেছে।

শতদল সাইডওয়াইজ মাথা নাড়ে।

—না...আমার কমলাকেই প্রয়োজন।

—বুঝে গেছি। আপনি ওল্ড কাস্টমার। দু-এক মিনিট অপেক্ষা করুন...এই হয়ে এল বলে। আপনারা বরং একটু গলা ভিজিয়ে নিন না। হুইস্কি...রাম যা বলবেন...আছে। একদম জেনুইন। আপনাদের সামনে ছিপি ভাঙব।

শতদল এবারও মাথা নাড়ে।

—আজ না।

—কোলড ড্রিঙ্কস?

শতদল অবিনাশের দিকে তাকায়। অবিনাশ বুঝতে পারে ওকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

—না-না...আমার কিছু লাগবে না।

লোকটা শতদলকে সেলাম ঠুকে চলে যায়। সোফায় অত্যন্ত স্বল্প জায়গা নিয়ে অবিনাশ বসে, একেবারে কর্নারে।

খানিকক্ষণ পর ভেতরের ঘর থেকে কমলা বেরিয়ে আসে। ফরসা টকটকে

BanglaBook.org

গায়ের রং। বেশ ভরাট, আঁটোসাঁটো চেহারা। মুখ ফ্লাশড্ হয়ে আছে। পরনে লাল জর্জেটের শাড়ি, একটু ক্রাশড্। ওদের সামনে এসে কমলা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম আলতো করে মোছে।

—শ্যামলবাবু কেমন আছেন?

শতদলকে দেখে কমলা সহজেই চিনতে পারে।

—বেশ কিছুদিন পর...বলুন!

একগাল হেসে কমলা ওদের সামনে এসে বসে। চোখের পাতা ভারী বলে হাসলে মনে হয় চোখ বন্ধ হয়ে আছে। আড়চোখে শতদলের দিকে তাকায় অবিনাশ। স্পষ্টই বুঝতে পারে এখানে নিজের আসল পরিচয় দেয়নি শতদল।

এখানে যারা আসে তাদের সবাই বোধহয় শতদলের মতোই। নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখে।

—সঙ্গে কাকে এনেছেন...আপনার বন্ধু?

বাঁ-দিকের ভুরু ওপরে তুলে কমলা অবিনাশের দিকে কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে তাকায়।

—উনিও বসবেন বুঝি আজকে?

অবিনাশ বুঝতে পারে মেয়েটি ওকে আপাদমস্তক ভালো করে যাচাই করে নিচ্ছে।

—একসঙ্গে বসবেন...না আলাদা-আলাদা? আমার কোনওটাতেই আপত্তি নেই।

অবিনাশের মুখ-কান লাল হয়ে ওঠে। ও তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কমলা পুরো ব্যাপারটাই বেশ উপভোগ করছে বলে মনে হয়। সিট ছেড়ে ও এগিয়ে এসে অবিনাশের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়।

—ভয় নেই...আপনাকে খেয়ে ফেলব না।

কমলা ওর মুখের কাছে মুখ এনে তলার ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে।

—খালি একটু টেস্ট করব।

কমলার হাসিতে অবিনাশের কান ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে। ওদিকে শতদল ঘন-ঘন মাথা নেড়ে কমলাকে ইশারা করে বারণ করে যাচ্ছে। কমলা বুঝতে পারে কোথাও কিছু বেফাঁস কাজ হয়ে গেছে।

—কি হল...আজকে মুড অফ্?

থুঁতনিতে তর্জনি রেখে কমলা কপট অভিমানে ঠোঁট ফোলায়।

—কমলা...এখন ঠাট্টা তামাশার সময় নেই। ভেতরে চলো...দরকারি কথা আছে।

বুদ্ধি করে শতদল কমলাকে অবিনাশের কাছ থেকে সরিয়ে আনে। কমলা আর দ্বিরুক্তি না করে সোজা ওদের নিজের শোওয়ার ঘরে নিয়ে আসে। অবিনাশ

BanglaBook.org

লক্ষ্য করে ঘরের পেছনে আরেকটা দরজা আছে। কমলার আগের কাস্টমার তাহলে খুব সম্ভবত এ দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেছে।

—ওটা বন্ধ করো।

চোখ দিয়ে শতদল ঘরের দরজাটার দিকে দেখায়। এগিয়ে গিয়ে কমলা দরজা বন্ধ করে ছিটকানি দেয়। তারপর শতদলের কাছে এগিয়ে আসে।

—শ্যামলবাবু...কোনও প্রবলেম?

—বিরাট প্রবলেম।

কমলার দিকে তাকিয়ে শতদল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

—আর এই প্রবলেমের সুরাহা একমাত্র তুমিই করতে পারো।

—বলুন কীভাবে?

মনোযোগের দৃষ্টিতে তাকায় কমলা।

—শোনো...

মেয়েটির কাঁধ চেপে ধরে ওকে খাটে এনে বসায় শতদল।

—তুমি মনে করতে পারো শেষবার আমি কবে তোমার কাছে এসেছিলাম?

—এসেছিলেন তো বটেই...তবে সেটা ঠিক কতদিন আগে সেটাতো মনে নেই।

—মনে নেই বললে হবে না কমলা...

দু-হাত দিয়ে কমলার কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে শতদল।

—মনে তোমাকে করতেই হবে। না হলে আমার...

—আঃ! লাগছে শ্যামলবাবু...কাঁধ ছাড়ুন।

জোর করে কমলা শতদলের হাত সরিয়ে দেয়।

—আখির প্রবলেমটা কি বলবেন তো?

—প্রবলেমটা...

অসহায় ভাবে মাথা চুলকায় শতদল।

—কি করে তোমায় বোঝাই বলো তো? ইনি...

শতদল অবিনাশের দিকে ইঙ্গিত করে দেখায়।

—ইনি একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার...ওঁদের সন্দেহ আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি।

—কি সর্বনাশ! আপনার স্ত্রী খুন হয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

শতদল কথা বলতে-বলতে একবার অবিনাশের দিকে তাকায়।

—কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি।

বিস্ফারিত নেত্রে কমলা একবার শতদলকে আর তারপর অবিনাশের দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

—তা শ্যামলবাবু...আমি কীভাবে হেল্প করতে পারি?

—শোন কমলা...

শ্যামলবাবু ওরফে শতদল মুখার্জি বিছানায় কমলার পাশে বসে কথা বলে।

—লাস্ট, যেদিন রাত্রে তোমার কাছে এসেছিলাম...খুনটা হয় তারপরের দিন ভোরবেলায়। তুমি যদি শিয়োর হয়ে বলতে পারো যে সে রাতটা আমি ভোরবেলা পর্যন্ত তোমার কাছেই ছিলাম...তাহলে আমি ছাড়া পেয়ে যাব।

—তা, এই কথাটা এতক্ষণে বলবেন তো!

কমলা শতদলকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

—আপনি যে কিছুদিন আগে আমার কাছে এসে ভোরবেলা পর্যন্ত ছিলেন সেটা আমার বেশ ভালো করে মনে আছে। কিন্তু কত তারিখ...সেটা আপনার মনে আছে? কবে আপনি এলেন?

ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে শতদল নিজের স্ত্রী কবে খুন হয়েছে সেটা মনে করার চেষ্টা করে।

—গত মাসের সতেরো তারিখ।

শান্ত গলায় অবিনাশ শতদলকে মনে করিয়ে দেয়।

—সরি...আমার না আজকাল আর কিছুই মনে থাকছে না।

—গতমাস মানে ফেব্রুয়ারি।

খাট থেকে উঠে কমলা দেয়ালের কাছে দাঁড় করানো শেল্ফ থেকে একটা ডায়েরি বার করে তার পাতা ওলটাতে থাকে।

—ওটা কি দেখছ?

শতদল কমলাকে জিগ্যেস না করে পারে না।

—আমার পকেট ডায়রি। কোনদিন কত খদ্দের এল। দিনক্ষণ...সময়...তারিখ, সব লেখা আছে।

—সত্যি বলছ?

শতদল এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়। উদ্‌গ্রীব ভাবে ও কমলার পেছনে এসে দাঁড়ায়।

—এই তো সতেরো তারিখ।

কমলা ডায়েরির পাতা ওলটানো বন্ধ করে।

—কী জানতে চান বলুন।

কমলা শতদলের দিকে তাকায়। কমলার মুখ শতদলের এত কাছে যে অবিনাশের ওদের দিকে তাকাতে অস্বস্তি হয়।

—দ্যাখো...ওদিন ডায়েরিতে আমার নামটা লেখা আছে কিনা।

শতদল পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মোছে। রুমালে খুব

BanglaBook.org

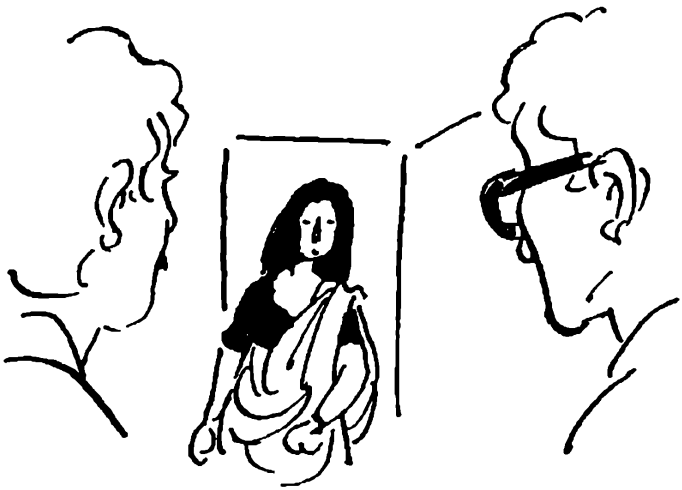

সম্ভবত স্ট্রং একটা পারফিউম্ দেওয়া রয়েছে। অবিনাশের নাকে লাগে।

—সতেরোই ফেব্রুয়ারি তো দিনেরবেলায় কোনও নাম লেখা নেই।

—দিনের বেলাতেও লোক আসে বুঝি তোমার কাছে?

শতদলের প্রশ্নে কি ছোট্ট জেলাসির আভাস?

—আসে, তবে কম। হ্যাঁ...পাওয়া গেছে।

কমলা আবার ডায়েরিতে মনোনিবেশ করে।

—রাত্রে দুজন বাবু। প্রথম রাত্তিরে যিনি এসেছিলেন তার নাম লেখা নেই। মনে হয় ফাস্টটাইম কাস্টমার। আর দুপুর রাত্রির থেকে শ্যামলবাবু...হ্যাঁ ভোরবেলায়ও।

সেদিন ভোরবেলার কোনও বিশেষ ঘটনা বোধহয় হঠাৎ কমলার মনে পড়ে। ও শতদলে দিকে একবার তির্যক দৃষ্টি দিয়ে হাসে।

—সেদিন ভোরবেলাতেও তো আপনি...সচরাচর কাস্টমাররা অতটা...

কমলার কথা শেষ হওয়ার আগেই শতদলের মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে। অবিনাশ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

—বাঁচিয়েছ ভগবান।

চোখ ওপরের দিকে তুলে রিলিফের একটা বিরাট নিশ্বাস ছাড়ে শতদল।

—শ্যামলবাবু...এবার আপনার মুশকিল আসান তো...আর কোনও চিন্তা নেই?

শেল্ফে গিয়ে ডায়েরিটা রেখে দিয়ে আসে কমলা।

—প্রথম যখন এ পাড়ায় আসি আমার মৌসী এটা আমায় শেখালে। ওটা অবশ্য ওর নিজেরই স্বার্থে। কোন ঘরে ক'টা কাস্টমার এল তার পুরো হিসেব রাখতে হবে তো।

—এবার নিশ্চয় আপনি আর আমাকে অ্যারেস্ট করতে চাইবেন না।

আশার দৃষ্টিতে শতদল অবিনাশের দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল শতদল। কমলা ওকে হাত ধরে বসিয়ে দেয়।

—শ্যামলবাবু...এবার আপনি নিশ্চিন্ত তো?

ঘনিষ্ঠ হয়ে কমলা শতদলের কাঁধে হাত রাখে।

—আমি আসছি শত...শ্যামলবাবু। গুড নাইট।

অবিনাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—শ্যামলবাবু...আপনার এ বন্ধুটি যদি থাকতে না চান না থাকলেন...

কমলা একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে অবিনাশের দিকে তাকায়।

—তবে, পুলিশের আনাগোনা এ পাড়ায় একেবারেই হয় না, এমন নয়।

কমলা শতদলের বুকে হাত রাখে।

—আপনি কিন্তু আজ রাত্তিরটা আমাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন না।

কমলাকে হাত দিয়ে ঠেলে শতদল বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়...পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তার থেকে বেশ কয়েকটা একশো টাকার নোট ভাঁজ করে কমলার ব্লাউজের ভেতর গুঁজে দেয়।

—সে হয় না কমলা, আমার পক্ষে আর এখানে আসা...

কোনওরকমে কমলার হাত ছাড়িয়ে শতদল সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে আসে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে অবিনাশ শতদলকে শুধু একটাই কথা বলে যাতে শতদলের মুখ কান আবার নতুন করে লাল হয়ে ওঠে।

—আমার তো ধারণা ছিল আপনার অফিসে যিনি কাজ করেন...নন্দিতা, না কী যেন নাম—তিনিই আপনার একমাত্র বান্ধবী।

কমলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা অবিনাশের গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় অদ্ভুত ভাবে সেই কাল স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছোকরাটার আবার উদয়

—স্যার...এখানে পছন্দ হল না বুঝি? কোনও ব্যাপার নয়। আপনাদের জন্য আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি...অনেক বেটার।

—আজ নয়...আরেকদিন।

ছোকরাটার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুজে শতদল অবিনাশকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে।

—এবার বাড়ি যাবেন তো?

মোক্তার গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করে। মোক্তার ডেভাউট মুসলিম। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ে। রমজানের সময় সারা দিন জল না খেয়ে উপোস করে থাকে। ওর কাছে সোনাগাছিতে আসাটা রীতিমতো পাপ।

—হ্যাঁ, বাড়ি।

গাড়ি স্টার্ট দিতে শতদল আওয়াজ করে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়ে, যেন ওর বুক

BanglaBook.org

থেকে একটা বিরাট বোঝা নামল।

—অবিনাশবাবু...আজ আপনাকে আমি সব কথাই খুলে বলব...কোনও কিছু লুকোব না।

গাড়ি চলাকালীন শতদল অবিনাশকে যে ঘটনা শোনায় সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। এবং অবিনাশের মনে হয়, অবিশ্বাস্য বলেই, বোধহয় সত্যি।

সুজাতার খুন হওয়ার কিছুদিন আগে থেকেই শতদল আর নন্দিতার মধ্যে বেশ মনোমালিন্য চলছিল। যদিও, শতদলের মতে কারণটা অত্যন্ত তুচ্ছ। ফেব্রুয়ারির ষোল তারিখ রাত্রিরে এই মনোমালিন্যটা অনেক বেশি উগ্র রূপ নেয়।

শতদল যে কোনও কারণেই হোক এবং কারণটা অনুমান করতে অবিনাশের খুব একটা অসুবিধে হয় না, সেদিন রাত্তিরে নন্দিতার বাড়িতে আসতে চায়। কিন্তু কোনও কারণে নন্দিতা জানায় যে সেদিন রাত্রে শতদল ওর বাড়িতে আসলে ওর দিক থেকে কিছু অসুবিধে আছে।

কারণ জানতে চাইলে নন্দিতা সঠিক কোনও জবাব না দিয়ে টেলিফোন রেখে দেয়। শতদল আবার টেলিফোন করার চেষ্টা করলে নন্দিতার লাইন এনগেজড্ আসে। শতদল বুঝতে পারে নন্দিতা ইচ্ছে করেই টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছে। রাগের মাথায় তখন শতদল গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে পড়ে।

যখন কোথায় যাওয়া যায় শতদল ভাবছে, তখন হঠাৎ ওর কমলার কথা মনে পড়ে যায়। কমলার সঙ্গে শতদলের একসময় একটা শারীরিক রিলেশনশিপ ছিল। তখনও নন্দিতার সঙ্গে ওর আলাপ হয়নি। মরিয়া হয়ে শতদল ঠিক করে যে ও সে রাত্তিরটা কমলার সঙ্গে কাটাবে। শতদল কি করে জানবে যে ও যখন কমলার সঙ্গে রয়েছে, ঠিক সেই দিন, সেই সময়েই ওর স্ত্রী সুজাতা খুন হবে?

—অনেক রাত হল...আপনাকে বাড়িতে এগিয়ে দি?

অবিনাশের কথায় শতদল বিশেষ সঙ্কুচিত বোধ করে।

—না না...আপনি আমাকে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে ছেড়ে দিন। ওখান থেকে আমি ঠিক ট্যাক্সি পেয়ে যাব। আপনার কাছে আমার জাস্ট একটাই অনুরোধ।

শতদল দু-হাত দিয়ে অবিনাশের হাত চেপে ধরে।

—আপনি কাইন্ডলি নন্দিতাকে এ ব্যাপারটা জানাবেন না।

শতদলের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ অল্প হাসে।

—আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইনটারফিয়ার করার কোনও কারণ দেখছি না।

—থ্যাঙ্ক ইউ। আপনাকে কথা দিচ্ছি...কমলার কাছে আর কখনও যাব না।

—আমাকে বলার কোনও প্রয়োজন নেই।

অবিনাশ নিজের হাত সরিয়ে নেয়।

—আমি আপনার মরাল গার্জিয়ান নই।

BanglaBook.org

শতদল গাড়ি থেকে নেমে যেতে অবিনাশ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সাসপেক্ট এর সংখ্যা আজ রাত পর্যন্ত ছিল দুই। এবার কমে হল এক।

সুজাতা মুখার্জির খুনের ঠিক তিন সপ্তাহ পরে অবিনাশ ২১/৩ হেমন্ত মুখার্জি সরণির ফ্ল্যাটে সব্বাইকে উপস্থিত হতে অনুরোধ করে। কারণটা হল, মৃতা সুজাতা মুখার্জির লেখা একটা উইল পাওয়া গেছে। এবং সেদিন উইলের একজিকিউটর, ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ সলিসিটারস্ ফার্মের শুভব্রত ঘোষ, সেটা সমবেত সব্বাইকে পড়ে শোনাবেন।

প্রদ্যোৎ-এর অবশ্য ধারণা একটু অন্যরকম। ওর মতে উইল পড়ে শোনানোটা সব্বাইকে একত্রিত করার একটা অছিলা মাত্র। এর পেছনে অবিনাশের এমন কোনও উদ্দেশ্য আছে যেটা সে কাউকে বলেনি। এমনকি, প্রদ্যোৎকেও না।

এই সন্ধেয় সব্বাইকে ডাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রদ্যোৎকে। কাকে-কাকে ডাকা হবে তার একটা লিস্টও দিয়েছে অবিনাশ। প্রথমে নাম রয়েছে সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটের বাড়িওয়ালা, বিশ্বনাথ ধর এবং তার স্ত্রীর। এরপর শতদল মুখার্জি এবং তার অফিসার কলিগ্-কাম-বান্ধবী নন্দিতার। বাকি নামগুলো হল শতদল ও সুজাতার কন্যা রিমি ও তার বয়ফ্রেন্ড নীলাঞ্জন বোস, অরভিন্দ শ্রীবাস্তব, আদিত্য চ্যাটার্জি ও গণপত গুপ্তা।

কোনও বিশেষ কারণে অবিনাশ জমাদার সরযুকেও কাছাকাছি থাকতে বলে। প্রয়োজন হলে যেন ডাকা যায়।

রিমিকে ফোন করতে ইলোরার মা-বাবা জানায় রিমির শরীর নাকি একেবারেই ভালো না। ওকে একা ছেড়ে দেওয়াটা সমীচীন হবে না। রিমি যেতে পারে একটাই শর্তে, সঙ্গে ইলোরা থাকবে।

প্রদ্যোৎ অবিনাশকে ফোন করলে সে জানায় রিমির সঙ্গে ইলোরা থাকলে তার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই।

নির্দিষ্ট দিন ঘটনাস্থলে সবচেয়ে আগে এসে হাজির হয় বিশ্বনাথ ধর এবং তার স্ত্রী। সুজাতার ফ্ল্যাটে আসতে ওদের মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সুজাতার উইলে এদের নাম থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু, বিশ্বনাথবাবুর মনে একটা ক্ষীণ আশা...যদি এবার সুজাতাদের ফ্ল্যাটটা খালি হয়ে যায়। এছাড়া, সুজাতা কার বা কাদের নামে বিষয়-আশয়, সম্পত্তি রেখে গেছে সেটা জানার একটা স্বাভাবিক কৌতূহল তো রয়েছেই।

এদের একটু পরেই আসে সুজাতা মুখার্জির বিজনেস্ পার্টনার অরভিন্দ শ্রীবাস্তব। স্বাভাবিক অবস্থায় সুজাতার উইলে অরভিন্দের নাম থাকার কথা নয়। কিন্তু

BanglaBook.org

কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছে যে অরভিন্দের সঙ্গে নাকি শেষের দিকে সুজাতার একটা 'অ্যাফেয়ার' চলছিল। এবং এর জন্য সুজাতা এমনকি খুন পর্যন্ত হয়ে থাকতে পারে। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রাইম অফ্ প্যাশন।

সুজাতার ফ্ল্যাটে এসে অরভিন্দ বুঝতে পারে ওর একটু আগেই আসা হয়ে গেছে। কিন্তু, এখন তো আর চলে যাওয়া যায় না। বিশ্বনাথ ধর যে এ ফ্ল্যাটের মালিক সেটা ও জানে। কিন্তু, তাই বলে তার সঙ্গে গিয়ে এখন সুজাতার উইল বা তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলাপ করতে অরভিন্দের বিন্দুমাত্র আগ্রহ হয় না। তাই বসার ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ও একটার-পর-একটা সিগারেট খেতে থাকে, আর অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তার লোক চলাচল দেখে। অরভিন্দকে দেখে বিশ্বনাথ ধর ফিসফিস করে তার স্ত্রীকে কী যেন সবকথা বলে। সেটা কী বিষয়ে তা অনুমান করতে অরভিন্দের অসুবিধে হয় না। বাঙালিদের এই হল মজ্জাগত দোষ। পরনিন্দা আর পরচর্চা করতে পারলে আর কোনও কথা নেই।

বিশ্বনাথ ধরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতে অরভিন্দ বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এরপর ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে শতদল মুখার্জি ও নন্দিতা অধিকারী। তবে, একসঙ্গে নয়। পরস্পরের মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান রেখে।

ওদের দেখে বিশ্বনাথ ধর ও তার স্ত্রী নিজেদের মধ্যে একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওরা এসেছে একইসঙ্গে। এ বাড়ির কাছাকাছি এসে আলাদা হয়েছে।

বারান্দা থেকে অরভিন্দ একবার ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘোরায়। শতদল ওর সম্বন্ধে কীভাবে তা ও জানে না। কিন্তু শতদলের প্রতি ওর ধারণা একেবারেই ভালো নয়। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সন্দেহ, যে সুজাতার খুনের জন্য শতদল কোনও না কোনওভাবে দায়ী।

ঘরে ঢুকে শতদল বিশ্বনাথ এবং তার স্ত্রীর দিকে এগিয়ে এসে কুশল সংবাদ নেয়। বিশ্বনাথ বাবু পোলাইট্‌লি জানান যে তারা ভালো আছেন। দোতলার ফ্ল্যাটটা যদি এখন ফেরত পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো আরও বেশি ভালো থাকবেন।

এটা অবশ্য বিশ্বনাথ বাবুর মনের কথা। ওটা তিনি মুখে প্রকাশ করেন না।

নন্দিতাকে দেখতে পেয়ে কাজের মেয়ে লক্ষ্মী রান্নাঘর থেকে মুখ ভেংচি কাটে। ধুম্‌সিটার মরণও হয় না।

লক্ষ্মীর চোখে নন্দিতা চিরকালের জন্য 'ভিলেন' হয়ে থাকবে।

এরপর সুজাতার ফ্ল্যাটে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে প্রবেশ করে ঘোষ অ্যান্ড ঘোষ সলিসিটারস্ ফার্মের শুভব্রত ঘোষ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, গায়ে কালো কোট হাতে কাল ব্রীফ্‌কেস্।

সুজাতাদের ড্রয়িংরুমে দুটো পাখা চলছে যদিও এখনও গরম সেরকম পড়েনি।

BanglaBook.org

এর একটার নিচে দাঁড়িয়ে শুভব্রত ঘোষ মুখের ঘাম মোছে। তারপর প্রদ্যোৎকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করে অবিনাশবাবু আছেন কিনা। ওনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

প্রদ্যোৎ ওকে খাওয়ার ঘর পার হয়ে বাঁ-দিকে ভেতরের ঘরে যেতে অনুরোধ করে। অবিনাশ রায় ওখানেই আছেন।

লক্ষ্মী মধ্যে ট্রেতে করে চা, কোল্ডড্রিংকস্ আর বিস্কিট নিয়ে বাইরের ঘরে আসে। যে-কোনও কারণেই হোক নন্দিতা চা বা কোল্ডড্রিংকস্ কোনওটাই গ্রহণ করে না।

এর বেশ কিছুক্ষণ পর বাইরে একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ পাওয়া যায়। রিমিকে ধরে-ধরে ইলোরা ওপরে নিয়ে আসে। খাওয়ার ঘরের একটা চেয়ারে এনে ওকে বসানো হয়। দেখলেই বোঝা যায় রিমি অসুস্থ। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ও চোখ বন্ধ করে থাকে। নিশ্বাস নেওয়ার জন্য ওকে মুখ খুলে রাখতে হয়।

শতদল, নন্দিতা, বিশ্বনাথ ধর ও তার স্ত্রী সবাই একবার রিমির দিকে তাকায়। শতদল চেয়ার ছেড়ে রিমির কাছে এগিয়ে আসে। ও জানত রিমির শরীর ভালো নয়। কিন্তু সে যে এতটা অসুস্থ সেটা শতদল জানত না। চেয়ারের কাছে ঝুঁকে শতদল রিমির হাত ধরে। জানতে চায় ও কেমন আছে। বাবার দিকে একবার তাকিয়ে রিমি চোখের পাতা বন্ধ করে। মাথা নড় করে জানায় ও ভালো আছে। শতদল অনুযোগের কণ্ঠে বলে ও রিমির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা হয়নি।

গিল্টি কনশেন্স? প্রদ্যোৎ মনে-মনে হাসে।

এদিকে শতদলের মনে আশঙ্কা ছিল নন্দিতার এ বাড়িতে আসা নিয়ে রিমি হয়তো কোনও সীন্‌ক্রিয়েট করতে পারে। বস্তুত রিমি সেরকম কিছুই করে না এমন কি নন্দিতাকে আদৌ সে দেখতে পেয়েছে কিনা সেটাও শতদল বুঝতে পারে না।

এরপর আসে বিল্ডিং প্রোমোটার আদিত্য চ্যাটার্জি আর গণপত গুপ্তা। ওরা ঘরে ঢুকলে বিশ্বনাথ ধর একবার আড় চোখে ওদের দিকে তাকায় মাত্র। কোনও কথা হয় না। সেদিন সন্ধেয় সুজাতার ফ্ল্যাটে সবচেয়ে শেষে হাজির হয় নীল। আড়ষ্টভাবে ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নীল রিমির দিকে এগিয়ে যায়। গলা খাটো করে রিমিকে কিছু কথা বলে যা প্রদ্যোৎ শুনতে পায় না। রিমি কিন্তু ওর দিকে একবারের জন্যও চোখ খুলে তাকায় না। কথাও বলে না।

প্রদ্যোৎ-এর অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে ইদানীং রিমির সঙ্গে নীলের সম্পর্ক সেরকম ভালো যাচ্ছে না। বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার হয়ে গেছে বলে লক্ষ্মী সবক'টা ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেয়। শুভব্রত ঘোষ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে একবার সেল্ফ ইম্পরট্যান্টলি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর চারপাশে সবার দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে গলা পরিষ্কার করে। বোঝা যায় যে ও এবার কিছু ঘোষণা করবে।

—আমার মনে হয় সবাই যদি ড্রইংরুমে এসে বসেন তাহলে আপনাদের শুনতে সুবিধে হবে।

শুভব্রত ঘোষের কথামতো অবিনাশ সবাইকে বসার ঘরে নিয়ে যায়। বিশ্বনাথ ধর সস্ত্রীক অন্যদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে জানালার ধারে গিয়ে বসেন। শ্রীবাস্তব বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকলেও সব্বার থেকে আলাদা হয়ে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। ইলোরা রিমিকে ধরে-ধরে বসার ঘরে একটা সোফায় এনে বসায়।

শুভব্রত ঘোষ ব্রীফকেস থেকে একটা ফাইল বার করে সুজাতা মুখার্জির উইল সবাইকে পড়ে শোনায়।

—আমি সুজাতা মুখার্জি, স্বামী শতদল মুখার্জি, বাসস্থান ২১/৩ হেমন্ত মুখার্জি সরণি, কলিকাতা-২৯ এতদ্বারা অঙ্গীকার পূর্ব্বক প্রচার করিতেছি যে এই উইলই আমার শেষ উইল বা চরম পত্র। আমি এতদ্বারা আরও প্রচার করিতেছি যে আমি পূর্বে আর কোনও উইল বা কোডিসিল্ সম্পাদন করি নাই। আর যদি কোনও উইল বা কোডিসিল্ প্রকাশও পায় আমি এতদ্বারা তাহা বাতিল করিলাম।

—এই কোডিসিল জিনিসটা কি?

প্রদ্যোৎ অবিনাশের কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় জিগ্যেস করে।

—কোডিসিল হচ্ছে একটা লিগাল টার্ম। উইল ছাড়া তার সঙ্গে যদি কোনও অ্যাডিশনাল ডকুমেন্ট তৈরি করা হয় সেটাকে খুব সম্ভবত কোডিসিল্ বলে।

—ওঃ!

ছোট্ট করে প্রদ্যোৎ মাথা নাড়ে।

শুভব্রত ঘোষ ফাইল থেকে পড়তে থাকে।

—আমার স্বামী শতদল মুখার্জি এবং একমাত্র কন্যা রিমি বর্তমান। আমার কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই। আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

এরপর জলের গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে ঘোষ সুজাতা মুখার্জির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটা বিবরণ দেয়। এতে তিনটে ব্যাঙ্কে ওর অ্যাকাউন্ট নাম্বার ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কী আছে জানানো হয়। এছাড়া রানাঘাটে একটা জমির বিবরণ ও লেদার ইন্ডিয়া বলে কোম্পানিতে সুজাতা মুখার্জির শেয়ার কত সেটা জানানো হয়েছে। এবং সবশেষে সুজাতা মুখার্জির গয়না-গাটির বিবরণ।

গয়না-গাটি বাদ দিয়েও লাখ কুড়ি টাকার সম্পত্তি, অবিনাশ অনুমান করে।

উইলের শেষে দুজন একজিকিউটারের নাম ও ঠিকানা দেওয়া রয়েছে যাদের সামনে সুজাতা মুখার্জি উক্ত উইলটি সই করেন।

—আমার উক্ত সম্পত্তি এই উইল দ্বারা আমি কন্যা রিমি মুখার্জিকে দান করিলাম।

BanglaBook.org

শুভব্রত ঘোষের উইল পড়া শেষ। লক্ষ্মী দ্বিতীয় কাপ চা ওর সামনে রেখে যায়। ইলোরা উঠে এসে রিমিকে জড়িয়ে ধরে কথা বলে।

—দ্যাখ তোকে আর কারও কাছে কখনও হাত পাততে হবে না।

শতদল মুখার্জিও উঠে এসে রিমিকে কনগ্র্যাচুলেট্ করে। নীলও। আজকের মতো মিটিং শেষ। অরভিন্দ ঠিক বুঝতে পারে না এই মুহূর্তে লেদার ইন্ডিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে রিমির সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক হবে কিনা। তাই, শেষ পর্যন্ত ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

—আপনারা এখুনি যাবেন না।

হাত তুলে অবিনাশ সব্বাইকে ঘরে থাকতে বলে।

—বলতে পারেন সবচেয়ে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটাই বাকি রয়ে গেছে...

অরভিন্দ শ্রীবাস্তব ঘর থেকে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। বিশ্বনাথ ধর এবং তার স্ত্রীও উঠব-উঠব করছিল। ওরাও যে যার চেয়ারে বসে পড়ে।

অবিনাশ ঘরে সবার দিকে একবার তাকিয়ে আবার কথা শুরু করে।

—সুজাতা মুখার্জির খুনের সমাধান...ওই কাজটা সমাপন করতেই হবে। আজ আপনাদের সব্বাইকে এখানে ডেকে আনার এটাই আসল উদ্দেশ্য।

ঘরে সবার মুখ থমথমে। একমাত্র প্রদ্যোৎ-এর মুখে মৃদু হাসি। ওর অনুমানটাই ঠিক। অবিনাশ সুজাতার খুনের নিষ্পত্তি করার জন্যই আসলে সব্বাইকে এখানে ডেকেছে।

—তার মানে আপনি বলতে চান এ ঘরে এখন যারা রয়েছেন তার মধ্যেই কেউ একজন সুজাতা মুখার্জির খুনি?

অরভিন্দ শ্রীবাস্তব অবিনাশকে জিগ্যেস করে।

—সেরকম ধারণা করাটা অমূলক হবে না। তবে, শুধু খুনি না হয়ে খুনিরাও হতে পারে।

অবিনাশ গম্ভীরভাবে জবাব দেয়।

—প্লুরাল...খুনিরা?

বিশ্বনাথ ধর আর জিগ্যেস না করে পারে না। উত্তরে অবিনাশ সংক্ষিপ্তভাবে মাথা নড় করে।

—গত সতেরোই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা আনুমানিক পৌনে ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে সুজাতা মুখার্জি এ বাড়িতে খুন হন। আমি চাই অন্তত পোয়েটিক জাস্টিসের জন্য হলেও, সে খুনের নিষ্পত্তিটা এ বাড়িতেই হোক।

অবিনাশ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘটনাগুলো মনের মধ্যে গুছিয়ে নেয়।

—আমি যখন এ কেসটা টেক্ আপ করি তখন...

অবিনাশ কথা বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—বলতে দ্বিধা নেই, আজ এ ঘরে যারা বসে আছেন তাদের প্রায় সব্বাই

BanglaBook.org

আমার সন্দেহভাজন ছিলেন। অ্যাক্চুয়ালি, সুজাতা মুখার্জি মারা গেলে এ ঘরে প্রায় প্রত্যেকেরই লাভ।

অবিনাশ ঘুরে-ঘুরে একজনের পর একজনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—এই যেমন বিশ্বনাথ ধরের কথাই ধরুন না।

অবিনাশ বিশ্বনাথ ধরের সামনে এসে কথা শুরু করে।

—বিশ্বনাথবাবু বেশ কিছুদিন ধরে চাইছেন এই পুরোনো বাড়িটা ভেঙে একটা মাল্টিস্টোরিড্ বাড়ি তৈরি হোক। আর্থিক দিক থেকে তার এতে অনেক লাভ। কিন্তু, তার প্রচেষ্টায় বাগড়া দিলেন সুজাতা মুখার্জি। অতএব...

বিশ্বনাথ ধরের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ ছোট করে হাসে।

—সুজাতা মুখার্জিকে সরিয়ে দাও।

অবিনাশের কথা শুনে বিশ্বনাথ ধরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসে। সে একটা কিছু কথা বলতে উদ্যত হয়। অবিনাশ তাকে হাত তুলে নিরস্ত করে।

—তার মানেই এই নয় যে উনি সুজাতা মুখার্জিকে খুন করেছেন। আমি জাস্ট মোটিভের কথা বলছিলাম। বিশ্বনাথ ধর হ্যাড এ মোটিভ।

অবিনাশ এবার এগিয়ে এসে আদিত্য চ্যাটার্জির সামনে দাঁড়ায়।

—অবশ্য শুধু বিশ্বনাথ বাবুর নয়...মোটিভ অন্য লোকেরও ছিল...যেমন আদিত্য চ্যাটার্জি...

আদিত্য চ্যাটার্জি মুখ নীচু করে বসে থাকে। কোনও কথা বলে না।

—বিল্ডিং প্রোমোটার হিসাবে তিনি বিশ্বনাথ ধরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছিলেন...

এবার অবিনাশ গনপত গুপ্তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—এবং তার সাথে ছিলেন গনপত গুপ্তা...হার্ডওয়ার মার্চেন্ট। পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরি হলে তারও প্রভূত লাভ। কেননা, নতুন বাড়ির জন্য চুন-সুরকির থেকে আরম্ভ করে প্লামবিং...স্যানিটারি ওয়ার, সবকিছুই তার দোকান থেকে সাপ্লাই হত। কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখলাম...

অবিনাশ অন্যমনস্কভাবে নিজের গালে হাত বোলায়।

—যে ফ্ল্যাট খালি করতে টেনান্টকে এরা ভয় দেখানো অবধি আছেন, কিন্তু খুন করার মতো দুঃসাহস এদের নেই।

অবিনাশ এবার অন্যদিকে চলে যায়।

—এবার আসা যাক অরভিন্দ শ্রীবাস্তবের কথায়। অরভিন্দ শ্রীবাস্তব। সুজাতা মুখার্জির বিজনেস পার্টনার। এদের পার্টনারশিপে মেদার ইন্ডিয়া বলে এক্সপোর্টের বিজনেস্ খুবই ভালো চলছিল। পার্টনারকে মাইনাস্ করে দিতে পারলে পুরো বিজনেস্টা অরভিন্দ শ্রীবাস্তবের হাতে চলে আসে।

BanglaBook.org

অরভিন্দ শ্রীবাস্তব অবিনাশের কথায় রীতিমতো অবজেক্ট করে।

—আমি সুজাতা মুখার্জিকে খুন করতে যাব কেন? আই ইউজ টু...

অরভিন্দ আর কথাটা শেষ করতে পারে না। লজ্জায় ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে।

অবিনাশ শ্রীবাস্তবের কাছে এসে দাঁড়ায়।

—ইউ ইউজ টু লাভ হার' ডিডন্ট্ ইউ? এবং আপনি যদি হঠাৎ জানতে পারেন যে সুজাতা আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসে তখন আউট অফ্ জেলাসি।

—না-না...এটা ইম্পসিবল্।

শ্রীবাস্তব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথা বলে।

—আপনি এরকম কথা বলতে পারেন না...সুজাতার মৃত্যু আমার কাছে একটা কথা বলতে গিয়ে শেষের দিকে শ্রীবাস্তবের গলা ধরে আসে।

—সরি...আপনাকে অফেন্ড করতে চাইনি। জাস্ট মোটিভের কথা বলছিলাম।

অবিনাশ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে।

—এরপর অবশ্য আমাদের হাতে এমন কিছু তথ্য আসে যাতে সন্দেহর কাঁটাটা একেবারে অন্যদিকে ঘুরে যায়। তথ্যটা আর কিছুই নয়...একটা আধময়লা ন্যাপকিন।

কথা বলতে-বলতে অবিনাশ ঘরময় পায়চারি শুরু করে।

—এই ন্যাপকিনটা আমরা সুজাতার বেডরুমের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে খুঁজে পাই। আমাদের বিশ্বাস, এই ন্যাপকিনটা সুজাতার মুখ চেপে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এবং ন্যাপকিনটা এত শক্ত করে চেপে ধরা হয় যে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সুজাতার ডেনচারস্ ভেঙে গিয়ে তার একটা অংশ সুজাতার উইন্ড পাইপে আটকে শ্বাস রোধ হয়ে সুজাতা শেষ পর্যন্ত মারা যায়। নট্ এ হ্যাপি ওয়ে টু ডাই।

অবিনাশ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। সারাটা ঘরে পিন ড্রপ সাইলেন্স। কেউ নিঃশ্বাস নিচ্ছে বলেও মনে হয় না।

—এই ন্যাপকিনে কিছু শুকনো রক্তের ছোপ পাওয়া যায়। ল্যাব টেস্ট করে আমরা জানতে পারি যে এই রক্তের ছোপের ব্লাডগ্রুপ ও পজিটিভ। মৃতা সুজাতা মুখার্জির ব্লাড গ্রুপও ছিল ও পজিটিভ। করোনারের অফিস থেকে আরও জানা যায় যে সুজাতার ব্লাড সামপল্ এবং এই ন্যাপকিনের ব্লাড পুরোপুরি ম্যাচিং।

অর্থাৎ ন্যাপকিনে এই রক্তের ছোপটা সুজাতারই। দু-হাতের পাঁচ আঙুল থুঁতনির নীচে নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে অবিনাশ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর পায়চারি করতে-করতে আবার শতদলের দিকে এগিয়ে আসে।

—পরে, এই ন্যাপকিনের অন্য একটা জায়গায়ও আমরা রক্তের ট্রেসেজ পাই। কিন্তু এ সাম্পলটার ব্লাড গ্রুপ ও পজিটিভ নয়, এ নেগেটিভ। তার মানে ন্যাপকিনে পরের ব্লাড সাম্পলটা সুজাতার নয়, অন্য কারও। কিন্তু, সেটা কার?

BanglaBook.org

নিজে প্রশ্ন করে নিজেই তার উত্তর যোগায় অবিনাশ।

—এই রক্তের ছোপ মাত্র একটা লোকেরই হতে পারে। যে ন্যাপকিনটা সুজাতার মুখে চেপে ধরেছিল। ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে কোনও একটা সময়ে সুজাতা মুখার্জি নিশ্বাস নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় নিশ্চয়ই লোকটির হাতের আঙুল কামড়ে দিয়েছিল। এই রক্তের ছোপ তারই—খুনির।

ঘরের ভেতরটা একেবারে নিস্তব্ধ। জানলা দিয়ে শুধু বাইরে গাড়ি চলাচলের আওয়াজ শোনা যায়।

—এ নেগেটিভ একটা রেয়ার ব্লাড গ্রুপ। সুজাতা মুখার্জির জানাশোনার মধ্যে মাত্র দুটি লোক এই ব্লাড গ্রুপে পড়ে। অতএব আমাদের সাসপেক্টের সংখ্যা কমে এখন জাস্ট দুজনে এসে দাঁড়ায়। এবং তার মধ্যে একজন আপনি...শতদলবাবু।

অবিনাশ শতদলের কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। শতদল চমকে উঠে একবার অবিনাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়। তারপর, আবার দৃষ্টি নামিয়ে নেয়।

—শতদলের দিক থেকে সুজাতাকে মারতে যাওয়ার কারণ অত্যন্ত সুপরিস্পষ্ট। বহুদিন ধরে ওদের মধ্যে সম্পর্কটা স্ট্রেনড্। ওরা শুধু নামেই স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। কার্যত নয়। এরপর শতদল অন্য একজন নারীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু সুজাতা তাকে কিছুতেই ডিভোর্স দেবে না। অতএব, সুজাতাকে সরিয়ে দাও।

—কিন্তু অবিনাশবাবু আপনি তো জানেন...শতদল অবিনাশকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে।

—ষোলোই ফেব্রুয়ারি রাত এবং সতেরোই ফেব্রুয়ারি সকাল আপনি কোথায় ছিলেন জানতে চাইলে আপনি এতবার এতরকম উত্তর দিয়েছেন যে আপনাকে আর বিশ্বাস করার কোনও উপায় নেই।

অবিনাশ স্থির হয়ে শতদলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—প্রথমে আপনি জানান যে আপনার স্ত্রী যেদিন মারা যান তার আগের দিন রাত এবং সেদিন ভোরবেলা আপনি আপনার ই এম বাইপাসের বাড়িতেই ছিলেন। অন্য কোথাও যাননি। কিন্তু, আপনার ড্রাইভার, যে আপনার সঙ্গে ই এম বাইপাসের বাড়িতেই থাকে—তাকে পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি যে সেদিন গভীর রাত্রে আপনি একা-একা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান এবং ফিরে আসেন ভোরবেলা সাড়ে ছ'টার পর।

অবিনাশ কথায় একটু গ্যাপ দিয়ে আবার শুরু করে।

—এর পরের ব্যাপারটা আপনার দিক থেকে আরও ড্যামেজিং। আপনার বাড়ি থাকার ঘটনাটা যখন মিথ্যে প্রমাণিত হল তখন আপনি বললেন সে দিন সারারাত আপনি আপনার বান্ধবীর কাছে কাটিয়েছেন। এবং আপনার বান্ধবীও...

BanglaBook.org

অবিনাশ একবার নন্দিতা অধিকারীর দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

—আপনার কথাতেই সায় দেন। বলেন, আপনি ওর কাছেই ছিলেন। সো ইউ হ্যাড ইয়োর পারফেক্ট অ্যালিবাই।

ঘরের সবার দৃষ্টি এবার নন্দিতা অধিকারীর দিকে এসে পড়ে। অস্বস্তিতে নন্দিতা মাথা নীচু করে থাকে। অবিনাশ আবার শুরু করে।

—কিন্তু এ গল্পটাও আপনার ধোপে টিকল না। আপনি এবং আপনার বান্ধবী—ভুলেও ভাবতে পারেননি যে আমরা নন্দিতার বাড়ির কাজের মেয়েটিকে আপনাদের অজান্তে জেরা করতে পারি। এবং জেরা করে আমরা কী জানতে পারি?

অবিনাশ তর্জনি দিয়ে শতদলের দিকে পয়েন্ট করে।

—যে আপনি সেদিন রাত্রে তো ওনার কাছে গিয়ে থাকেনইনি, আপনার সঙ্গে আপনার বান্ধবীর মনোমালিন্য হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন আপনার ও বাড়িতে যাতায়াতই ছিল না।

অবিনাশ ছোট করে হেসে নিজের মাথা নাড়ে।

—কি আপদ বলুন তো...কাজের লোকদের কাছ থেকে কোনও কিছুই লুকোনো যায় না। সব ফাঁস হয়ে যায়।

সামনের টেবিলের জলের গ্লাস থেকে এক সিপ্ খেয়ে অবিনাশ আবার শুরু করে।

—শেষ পর্যন্ত, একটা অত্যন্ত আনএক্সপেক্টেড জায়গা থেকে আমরা প্রমাণ পাই...এবং সে জায়গাটা আমরা এখানে আলোচনা করব না...যে শতদল সত্যিই সে রাত এবং পরের দিন সকালে অন্য কারও কাছে ছিল। সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাটেও যায়নি।

অবিনাশের শেষ কথাটায়, প্রদ্যোৎ লক্ষ্য করে, শতদলের মুখ একেবারে লাল হয়ে যায়।

—শতদল মুখার্জি যদি তার স্ত্রীকে হত্যা না করে থাকেন তাহলে আর কে তাকে হত্যা করতে পারে?

অবিনাশের দৃষ্টি ঘরে উপবিষ্ট প্রত্যেকটা মানুষের ওপর দিয়ে একবার করে পার হয়ে যায়, তারপর রিমির কাছে ফিরে এসে স্থির হয়ে থাকে।

—রিমি...তুমি। শতদল ছাড়া একমাত্র তোমারই ব্লাড গ্রুপ এ নেগেটিভ্।

সমস্ত ঘর এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে যায়।

—আপনি যা বলছেন সেটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঘরের একটা সোফায় রিমি এতক্ষণ আধশোয়া অবস্থায় পড়ে ছিল। এবার সে সোজা হয়ে বসে অবিনাশের কথার জবাব দেয়। ওর পাশে ইলোরাও তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

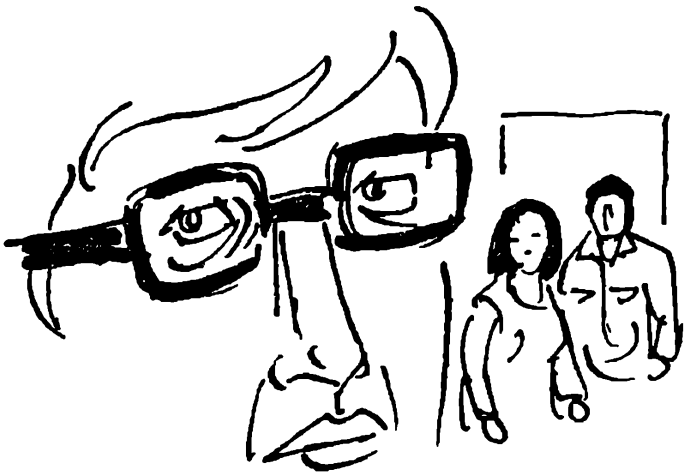

—দিস ইজ শিয়ার ম্যাডনেস্! আপনার কাছে কি এভিডেন্স আছে?

—এভিডেন্স অবশ্যই আছে।

ইলোরা চেঁচিয়ে কথা বললেও অবিনাশের উত্তরে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই।

—প্রথমে আসা যাক ন্যাপকিনটায়। এটা বাজারের সাধারণ ন্যাপকিন নয়... 'সংস্কৃতি' বলে পার্কস্ট্রিটের কাছে একটা ডিজাইনার দোকান থেকে কেনা। আমি একেবারেই অফ চান্সে সুজাতার আত্মীয় স্বজন এবং জানা-শোনাদের ফোটোগ্রাফ নিয়ে ও দোকানটায় হাজির হই—যদি কেউ ছবিগুলোর মধ্যে কাউকে চিনতে পারে।

কথা বলতে-বলতে অবিনাশ একটা ড্রামাটিক পজ্ নেয়।

—দোকানের সেলস্গার্ল...এতগুলো ছবির মধ্যে একটাকেই চিনতে পারে। সেটা তোমার ছবি রিমি।

—দ্যাট ডাজনট্ প্রুভ এনিথিং...হতে পারে আমি সংস্কৃতি বলে যে দোকানটার নাম আপনি বলছেন সেখান থেকে কখনও জিনিস কেনাকাটি করেছি...কিন্তু সেরকম তো আরও কত লোক ও দোকান থেকে ঠিক ওইরকমেরই দেখতে ন্যাপকিন কিনছে। সো ওয়াট?

উত্তর দিতে গিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসে রিমি। অবিনাশ রিমির কথায় একেবারেই রিয়্যাক্ট করে না।

—সতেরোই ফেব্রুয়ারির ভোরবেলায় ফিরে আসা যাক। তোমার জবানবন্দিতে তুমি বলেছ যে তুমি তার আগের দিন রাতটা নীলের সঙ্গে কাটিয়েছ, ইলোরাদের ফ্ল্যাটে। তাই না?

—ইয়েস!

ঝাঁজের মেজাজে রিমি অবিনাশের প্রশ্নের জবাব দেয়।

—তুমি এও বলেছিলে যে সেদিন নীল চলে যাওয়ার পর তুমি বেলা পর্যন্ত

BanglaBook.org

ঘুমিয়েছিলে এবং তোমার বাবার কাছ থেকে ফোন কল পাওয়ার পরই তুমি ইলোরাদের বাড়ি থেকে বেরোও। সেটা কখন হবে?

—সাড়ে ন'টা...দশটা। ঘড়ি দেখিনি। তবে আগে থেকে যদি জানতাম এই নিয়ে আপনি আমাকে জেরা করবেন তাহলে নিশ্চয়ই একজ্যাক্ট সময়টা দেখে রাখতাম।

অবিনাশ রিমির এই ব্যঙ্গ করে কথা বলা গায়ে মাখে না।

—বেশ তো। তুমি যদি সতেরোই ফেব্রুয়ারির সকালটায় ইলোরাদের বাড়িতে থেকে থাকো তাহলে কী করে তোমাকে সেদিন ভোরবেলায় এ পাড়ায় দেখা গিয়েছিল সেটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?

—ইম্‌পসিবল্! যে আপনাকে একথা বলেছে সে হয় ডাঁহা মিথ্যে বলছে, নইলে অন্য কাউকে দেখেছে। আমাকে নয়।

—হতে পারে না। যে তোমাকে দেখে চিনতে পেরেছে, সে ছোট কাল থেকে তোমাকে বড় হতে দেখেছে...তোমাদের বাড়ির জমাদার, সরযু।

—সরযু...ওর কথা আপনি বিশ্বাস করছেন? ওতো সবসময় নেশা করে থাকে।

—ও যা বলেছে আমি ওয়ার্ড-ফর-ওয়ার্ড তোমাকে শোনাচ্ছি। জমাদার সরযু তোমাদের বাড়িতে খুব ভোরবেলায় আসে কাজ করতে। কিন্তু, সেদিন, তোমাদের ফ্ল্যাটের দরজায় নক্ করতে কেউ দরজা খোলে না। ও কী করবে ভেবে না পেয়ে তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাথের দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সরযু তোমাদের পাড়ায় আর কারও বাড়িতে কাজ করে না। একটুক্ষণ পর হঠাৎ তোমাকে ও বাড়ির মেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে। তোমার সঙ্গে আরেকজন মহিলা ছিল। তারপর, তোমরা একটা ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে যাও।

অবিনাশ যখন চুপ করে তখন ঘরে একটা পিন পড়লেও বোধহয় তার আওয়াজ শোনা যেত।

—রিমি...তোমার সঙ্গে অন্য মহিলাটি কে ছিলেন? তোমার বান্ধবী ইলোরা?

—আমার সম্বন্ধে বাজে কথা বলবেন না আপনি!

ইলোরা রীতিমতো চেঁচিয়ে ওঠে।

—রিমি! তুই ওনার সঙ্গে আর একটা কথাও বলবি না...তোর এগেনস্টে এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

—আমি আপনার সঙ্গে আর কোনও কথাই বলছি না।

রিমির গলায় রাগ যেন ফেটে পড়ছে। অবিনাশ হেসে ওর কথার জবাব দেয়।

—তার আর প্রয়োজন হবে না। যা বলবার আমিই বলছি। সরযু ছাড়াও আরেকজন সেদিন ভোরবেলায় তোমাদের ওই বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নামতে দেখেছে, পাগলা বুড়োটা যে তোমাদের বাড়ির সিঁড়ির তলায় রাতে ঘুমিয়ে থাকে। সে বলেছে সুজাতা খুন হওয়ার দিন খুব ভোরে ও দুজন বোরখা পরা মহিলাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছে।

BanglaBook.org

—বোরখা পরা মহিলা?

ইলোরার গলায় শ্লেষ ঝরে পড়েছে। অবিনাশ ইলোরার কথায় কানই দেয় না।

—সেদিন ভোরবেলায় তোমরা কী পরে এসেছিলে? সালোয়ার কামিজ? তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে তোমরা দেখো পাগলা বুড়োটা জেগে গেছে...পাছে তোমাদের মুখ দেখতে পেয়ে যায় তাই তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের গায়ের ওড়না দিয়ে নিজেদের মুখ ঢেকে রেখেছিলে...তাই না?

রিমি, ইলোরা কেউই আর এ কথার জবাব দেয় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবিনাশ আবার কথা শুরু করে।

—সতেরোই ফেব্রুয়ারির বেলা তখন সাড়ে এগারোটা। রিমি...আমি তোমাকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন হঠাৎ দেখি তোমার ডান হাতের কড়ে আঙুলে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। ওটা কীসের ক্ষত জানতে পারি?

রিমি ইন্‌ভলান্টারিলি নিজের ডান হাতের কড়ে আঙুলের দিকে একবার তাকায়।

—তুমি যখন ন্যাপকিনটা দিয়ে সজোরে মার মুখ চেপে ধরেছিলে, তখন তোমার মার নিশ্বাস আটকে আসছে...একবার শেষ চেষ্টা করেছিল নিজেকে বাঁচাবার, সেই কামড়ে তোমার কড়ে আঙুলটা কেটে যায়। তারই রক্ত শুকিয়ে ওই ন্যাপকিনে লেগে আছে।

রিমি দু-হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে। কান্নায় সমস্ত শরীরটা ওর বারবার কেঁপে ওঠে।

—তুমি জানো রিমি?

অবিনাশের গলা শান্ত, নরম হয়ে আসে।

—তোমার স্কিন টিশুর ট্রেসেজও পাওয়া গেছে ওই ন্যাপকিনে...যা তোমার লিভিং টিশুর সঙ্গে আমরা ডি এন এ টেস্ট করে সহজেই ম্যাচ করাতে পারি?

ঘর স্তব্ধ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। সিলিং ফ্যানটার নিশ্চয়ই কোনও ডিফেক্ট আছে। মাঝে-মাঝেই ঘড়ঘড় করে আওয়াজ হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত অবিনাশই আবার ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

—রিমি...আমি জানি তুমি তোমার মাকে মেরেছ। কিন্তু কেন, সেটা এখনও জানি না। কারণটা বলবে?

রিমি অনেকক্ষণ কথার কোনও জবাব দেয় না। শুধু একটা বাচ্চা মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর রিমি হাত দিয়ে চোখের জল মুছে অবিনাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

BanglaBook.org

—কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত। যা আপনাকে আমি বলতে বাধ্য নই। তবে, একটা কথা আপনাকে বলতে পারি...বিশ্বাস করা না করাটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার।

চোখ মুছে রিমি নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

—আমার মাকে আমি ভুলেও মারার চেষ্টা করেনি। ওয়াট হ্যাপনড্ ওয়াজ এ শিয়ার অ্যাকসিডেন্ট।

সারাটা সন্ধে নীল চুপ করে বসেছিল। প্রথমে একবার রিমির সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করার পর আর কারও সঙ্গে কোনও কথা বলেনি। এবার যখন ও কথা বলে সবাই ওর দিকে মুখ ফিরে তাকায়।

—ছিঃ ছিঃ রিমি! আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে তুমি তোমার মাকে মেরেছ। কীসের জন্য করলে শুনি...টাকা, না গয়নাগাটি?

নিজের সোফা থেকে উঠে রিমি নীলের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর, ঠাস করে ওর গালে একটা চড় মারে। রিমির ব্যবহারে শুধু নীল নয়, সারা ঘরের লোকে স্তম্ভিত।

—ওয়াট! তুমি আমার গায়ে হাত তুললে?

রিমি এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে এবার নীলের অন্য গালে চড় কষিয়ে দেয়। চড়টা এত জোরে মারা হয়েছে যে নীলের মুখে আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুলে ওঠে।

—আমাকে ছিঃ-ছিঃ করা আর যার মুখেই শোভা পাক, অন্তত তোমার মুখে শোভা পায় না।

রিমির কথা শুনে ঘরের সবাই হতবাক। এদিকে, অপমানে-রাগে নীলের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। নিজের গাল দু-হাত দিয়ে ঢেকে ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—আমি আর এরকম ব্যবহার সহ্য করতে পারছি না।

—বোসো!

বুকে ধাক্কা মেরে রিমি নীলকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

—ভেবেছিলাম এই কুৎসিত ঘটনাটা কোনও দিন কাউকে জানতে দেব না। কিন্তু, এখন দেখছি সত্যি কথাটা শত কুৎসিত হলেও সব্বার জানা দরকার। নইলে...

হাত দিয়ে রিমি নীলের দিকে ইঙ্গিত করে দেখায়।

—এই ভদ্রলোকের সাধুপুরুষের মুখোসটা খুলবে না।

ঘরভরতি লোক একদম চুপ। প্রদ্যোৎ কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। হাত দিয়ে ওকে থেমে যেতে ইশারা করে অবিনাশ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রিমি কথা শুরু করে।

—এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরও ফ্ল্যাটের মেন দরজার একটা ডুপ্লিকেট

BanglaBook.org

চাবি আমার কাছে থেকে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে আমি সেটা ব্যবহার করিনি তা নয়। সেদিন দুপুরবেলা আমার কিছু জামা-কাপড় নেওয়ার জন্য আমি ফ্ল্যাটে এসেছি। কাছে ডুপ্লিকেট চাবিটা ছিল বলে আর ডোরবেল বাজানোর প্রয়োজন বোধ করিনি। চাবি দিয়ে দরজা খুলে যখন বাড়িতে ঢুকি, আমার ইনিশিয়ালি মনে হয়েছিল বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই। ভেতরটা একদম চুপচাপ। মা বাড়িতে নেই বলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীটা পাড়ার বস্তিতে আড্ডা মারতে গেছে।

রিমি একটুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আমার ঘরে ঢুকে জামাকাপড় আনতে যাব, এমন সময় হঠাৎ একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ কানে এল। ভাবলাম কাজের মেয়েটা তাহলে বোধহয় বাড়িতেই রয়েছে...ওর কি মৃগীটিগি হল না কি? কান পেতে শুনতে বুঝলাম আওয়াজটা রান্নাঘর থেকে নয়, আসছে মার বেডরুম থেকে। বেডরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম ওটা কীসের আওয়াজ হতে পারে। বুঝতে না পেরে শেষে আমি দরজাটায় আস্তে করে চাপ দিলাম। দেখলাম দরজাটা ভেজানো রয়েছে, ভেতর থেকে বন্ধ করা নয়। জানি না কেন...একটা অজানা আশঙ্কায় আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস্-ধড়াস্ করে উঠল।

কথা বলতে-বলতে রিমি রীতিমতো হাঁপাতে থাকে।

—ভেতরের দিকে তাকিয়ে আমি প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না। ঘরের জানলা সব বন্ধ...আলো জ্বালানো নেই। খালি মাথার ওপরে বনবন করে পাখা ঘুরছে। তারপর, অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতে দেখলাম খাটের ওপর মা আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে...পরনের শাড়ি আলুথালু। চোখ বন্ধ, মুখ অল্প হাঁ করা। তারপর, চোখে পড়ল মার কোলে একটা চুল ভরতি মাথা। আমি না...

রিমির শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে।

—নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখলাম, মার হাত দুটো কোলে রাখা মাথার চুল শক্ত করে চেপে ধরে আছে। এক মুহূর্তের জন্য মাথাটা ওপরের দিকে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য উঠে আসে। আর...আমি তখন মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ও আমারই বয়ফ্রেন্ড নীল। মার মুখ থেকে গোঙানির আওয়াজটা আর কিছুই নয় অর্গাজমের শেষ উচ্ছ্বাস। সেই মুহূর্তে আমার নিজেকেই চোরের মতো লাগছিল। আস্তে-আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমি চলে আসি।

রিমির কথা শেষ। ক্লান্তভাবে ও নিজের চেয়ারে এসে বসে। ঘরময় লোকের মাঝে নীল দু-হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে রাখে। সুজাতা মুখার্জির ফ্ল্যাট থেকে অতিথিদের যেতে-যেতে প্রায় ন'টা বেজে যায়। বসার ঘরে তখন মাত্র কয়েকজন লোক অবশিষ্ট রয়েছে। রিমি, ইলোরা, অবিনাশ, প্রদ্যোৎ আর প্যাড হাতে একজন পুলিশের লোক। এর কাজ হল রিমির কনফেশন কাগজে-কলমে লিখে নেওয়া, যাতে

BanglaBook.org

পরে তাতে রিমি সই করে দিতে পারে।

রিমি কথা শুরু করলে ইলোরা ওকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

—ইউ ডোন্ট হ্যাভ্ টু সে এনিথিং রিমি। তুমি যা বলবে...

রিমি শান্ত গলায় ওকে থামিয়ে দেয়।

—আমার বুকের ভেতর অনেক দিনের কথা, অনেকদিনের দুঃখ পাথরের বোঝা হয়ে জমে রয়েছে। ওদের না বের করতে পারলে আমি মরেও শান্তি পাব না ইলোরা।

এরপর ইলোরা আর কিছু বলে না। রিমি যখন কনফেশন শুরু করে মনে হয় ওর গলা থেকে সমস্ত আবেগ-উচ্ছাস কেউ নিঃশেষে মুছে নিয়েছে। ও যেন অন্য কারও লেখা জিনিস থেকে পড়ে শোনাচ্ছে।

—আমার জন্ম হওয়ার পর থেকে আমি আমার মার কাছে কখনও ভালো ব্যবহার পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। কখনও মনে পড়ে না মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছে বলে। বড় হয়ে দেখলাম আমার সঙ্গে সব সময়েই একটা রেষারেষির ভাব।

আমার যা কিছু আছে মাকেও তা পেতে হবে। হায়রে, সেটা যে শেষ পর্যন্ত আমার বয়ফ্রেন্ড অবধি গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। মার সঙ্গে নীলের শারীরিক সম্পর্ক কি করে শুরু হল, সেটা নীলই ভালো বলতে পারবে। তবে আমার ধারণা, আমার যখন অ্যাবরশন করানো হয়, মা তখন অনেকসময়ই নীলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলত। আমাকে সেখানে থাকতে দিত না। নীলের কাছ থেকে পরে শুনেছি শি ওয়ান্টেড্ টু নো ইনটিমেট ডিটেলস্ অফ আওয়ার লাভ মেকিং।

দেওয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিমি যেন পুরো ঘটনাটা নিজের চোখের সামনে দেখতে পায়।

—নীলের কাছ থেকে আমাদের লাভ মেকিং-এর বিবরণ তাকে নিশ্চয়ই এক্সসাইট করেছিল। মার মনে হল তাকেও সেই সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স পেতে হবে।

রিমি কিছুক্ষণ ব্ল্যাঙ্ক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—মাকে নীলের সঙ্গে ওইরকম কমপ্রোমাইজিং পোজিশনে দেখে আমার প্রথমে মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। পরে, নিজের মনকে শক্ত করে বললাম, এটা আমাকে বন্ধ করতেই হবে।

রিমি আবার কিছুক্ষণ চুপ।

—ষোলোই ফেব্রুয়ারি রাতটা নীল আমার সঙ্গে ইলোরাদের বাড়িতে কাটিয়েছিল। আর বারবার আমাকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি সেটা হতে দিইনি।

BanglaBook.org

মার কোলে মুখ গোঁজা ওর ছবিটা বারবার চোখে ভেসে আসছিল। সত্যি বলতে কি ও যখন আমাকে মুখে আদর করছিল, আমার ভেতরে-ভেতরে কোথায় একটা নসিয়ার ভাব হচ্ছিল। কিন্তু, নীলকে আমি কিছু বুঝতে দিইনি। ভেবেছিলাম এটা সত্যি নয়, জাস্ট একটা দুঃস্বপ্ন। পরে নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারব।

কিছুক্ষণ নিজের হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে রিমি। তারপর, আবার কথা বলা শুরু করে।

—সতেরোই ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে নীল আমার ওপর রাগ করে ইলোরাদের বাড়ি থেকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

একটুক্ষণ আমি চুপ করে শুয়েছিলাম। তারপর ইলুকে আমি ওর ভাইয়ের ঘর থেকে ডেকে ওঠাই। বলি, হাঁটতে যাবি চল। ভিক্টোরিয়ায় আমরা দুজনে অনেক সময়ই ভোরবেলায় হাঁটতে যেতাম। কিন্তু, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিতে ইলু অবাক হয়। সে কি? এই না বললি হাঁটতে যাবি। আমি শুধু বললাম, চল একটু দরকার আছে। মার ফ্ল্যাটে যখন ডোর বেল টিপি তখনও ছটা বাজেনি।

কথা বন্ধ করে রিমি আবার শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আমাদের দেখে মা দরজা খুলে দেয়। বলে, কী ব্যাপার? এই সাত সকালে এখানে? আমি মাকে বললাম, জরুরি কথা আছে, ঘরে চলো। আমি তখনও জানি না বাড়িতে লক্ষ্মী নেই। মার বেডরুমে গিয়ে সোজাসুজি কথা শুরু করলাম, তুমি নীলকে ছাড়বে কিনা বলো...নইলে আমাকে ড্রাসটিক্ স্টেপ নিতে হবে। প্রথমে তো মা পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করে গেল। তারপর মাকে যখন ওই দিন দুপুরের ঘটনাটা বললাম, তখন মা ব্যঙ্গ করে উলটো আমাকে কথা শোনাল, 'নিজের বয়ফ্রেন্ডকে যদি সামলাতে না পারো, তাহলে অন্যকে দোষ দেওয়া কেন?'

কথা বন্ধ করে রিমি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কাঁদে।

—অ্যাট্ দ্যাট্ পয়েন্ট আই লস্ট মাই কুল। আমি ইলুকে পেছন থেকে মার হাত দুটো চেপে ধরতে বলি। ইলু তাই করল। মার সঙ্গে আমাদের তখন রীতিমতো ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে। মা বলল, তোমরা যদি এক্ষুনি এ ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে না যাও, তাহলে চেঁচিয়ে পাড়া এক করব। মার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরতে মা আমার হাতের আঙুল কামড়ে দেয়। তখন ব্যাগ থেকে আমার মুখ মোছার ন্যাপকিনটা বার করে ওটা জোর করে মার মুখে গুঁজে দিই আর, হাত দিয়ে ওটা চেপে ধরে রাখি যাতে মা ওটা মুখ থেকে ফেলে দিতে না পারে।

কথা বলতে গিয়ে রিমি আবার পজ নেয়।

—তারপর একটা সময়ে মার শরীরটা হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়। মাকে ছেড়ে দিতে মার শরীরটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আমরা দুজনেই রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছি। বুঝতে পারছি না মার কি হল। ঠিক সেই সময় দরজার বেলটা বেজে ওঠে। ভয়ে আমরা থরথর করে কাঁপছি। বেলটা আরেকবার বেজে উঠল। আমি ইলুকে

BanglaBook.org

ফিসফিস করে বললাম, জমাদার সরযু এসেছে। আমরা চুপ করে থাকলে ও নিশ্চয়ই চলে যাবে।

কিছুক্ষণ পর সিঁড়ি দিয়ে কারও নীচে নেমে যাওয়ার আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম, সরযু চলে গেছে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আমার কি মনে হল, মার মুখে গোঁজা ন্যাপকিনটা বার করে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের ভেতর ওটাকে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ রিমি আবার চুপ।

—ইলুর বাড়ি গিয়ে ভীষণ ক্লান্ত আর ভয় লাগছিল। একে তো আগের দিন সারা রাত ঘুম হয়নি, তারপর ভোরে উঠে এরকম একটা ভয়াবহ ঘটনা...ভয়ে আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে, বাবা যখন ইলুদের বাড়িতে আমাকে ফোন করে জানায়, আমার মা মারা গেছে।

মা যে মারা গেছে সেটা আমি বাবার ফোন কল থেকে প্রথম জানতে পারি।

রিমি মাথা নেড়ে জানায় ওর আর কিছু বলার নেই।

পোস্ট স্ক্রিপ্ট

পরের দিন সকালে সুজাতা মুখার্জির রহস্যজনক খুনের সমাধান নিয়ে শহরের সমস্ত খবরের কাগজে বড়-বড় করে খবর বেরোয়। একটার-পর-একটা কাগজে নিজস্ব সংবাদদাতার 'স্কুপ' বলে ঘটনার নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

মাতৃ হত্যার ব্যাপারটা নিয়ে ফ্রয়েডিয়ান এক্সপ্ল্যানেশন দিয়ে ইন্টারভিউ বেরোয় নানান মনস্তাত্ত্বিকদের। একটা কাগজে এমনও বেরোয় যে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে এসব ঘটনা আর কিছুই নয়—ওয়েস্টার্ন জীবন যাত্রাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার কুফল। এবং, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সনাতন নীতির বা সোশ্যাল ভ্যালুজগুলোর অবক্ষয়ের শোচনীয় নিদর্শনও বটে।

কেবল টিভির বিলিতি চ্যানেলগুলোর ওপরেও বেশ এক হাত নেওয়া হয়, অনাবশ্যক ভাবে সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে ভায়োলেন্স দেখানোর জন্য।

সকালে একটার পর একটা টেলিফোন কল আসতে থাকে সিনিয়র ডিটেকটিভ অফিসার, অবিনাশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য। বেশিরভাগ কলই আসে খবরের কাগজের অফিস আর টেলিভিশনের লোকাল চ্যানেলগুলো থেকে। এমন কি দিল্লির এন্ ডি টিভি চ্যানেল থেকেও অনুরোধ আসে, সরাসরি অবিনাশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য।

অবিনাশ এর মধ্যে একটা কলও নিজে রিসিভ করে না। সমস্ত কল নিতে হয় প্রদ্যোৎকে।

BanglaBook.org

মাঝে, কাউকে কিছু না জানিয়ে 'প্রেস' ছাপ মারা একটা টেলিভিশনের ভ্যান ঢুকে পড়ে সোজা লালবাজারের ভেতর। ভ্যানটাকে ঘেরাও করতে ভেতর থেকে এক সুদৃশা ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে বলে, যে তারা ওপরের কর্তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে টেলিফোনে ভেতরে আসার পারমিশান করে নিয়েছে। চারপাশে প্যান্ডিমোনিয়াম। খবর নিয়ে জানা যায় পুলিশের ওপরওয়ালাদের মধ্যে কেউই নাকি এরকম কোনও অনুমতি লিখিত বা টেলিফোনে দেয়নি। টেলিভিশন ভ্যানটাকে বেশ কিছুক্ষণ আটক করে রাখা হয় লালবাজারের বাঁধানো চত্তরটায়। শেষ পর্যন্ত চ্যানেলের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত অনুরোধে ভ্যানটাকে রিলিজ করা হয়।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ বড় সাহেবের ঘর থেকে ডাক পড়ে অবিনাশের। ধবধবে সাদা টি কোজি দেওয়া পটে চা আসে। অবিনাশকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাবার জন্য ডেকে এনে বড়সাহেব তাঁর নিজের কচি বয়সে এরকম কত রোমহর্ষক হত্যার সমাধান করেছিলেন তার গল্প শুনিয়ে দু-ঘণ্টা ধরে অবিনাশকে বোর করেন। অবিনাশের অবশ্য এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। বড় সাহেবের অতীতের গোয়েন্দাগিরির কাহিনি এর আগেও অবিনাশকে বেশ কয়েকবার শুনতে হয়েছে। এই গল্প শোনার ডিফারেন্ট স্টেজে ঠিক-ঠিক সময়ে মাথা নেড়ে যাওয়ার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে অবিনাশের। যাতে করে শ্রোতা হিসাবে বড়সাহেব তার ওপর যার পর নাই প্রীত হন।

এমন কি বড়সাহেব যখন জিগ্যেস করেন—রায়, তোমাকে ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে সইদা বাইয়ের খুনের গল্পটা বলেছি কিনা...তখন অবিনাশকে ডিউটিফুলি মাথা নেড়ে জানাতে হয় সে ওটা আগে কখনও শোনেনি।

দুপুরে বড় সাহেবের ঘর থেকে ফিরে আসতে প্রদ্যোৎ অবিনাশকে হেসে জিগ্যেস করে।

—সাহেব আপনাকে এতক্ষণ ধরে কনগ্রাচুলেট করছিলেন বুঝি?

—না...কিছুটা সেল্ফকনগ্র্যাচুলেশনও ছিল।

সংক্ষিপ্তভাবে অবিনাশ জবাব দেয়।

—চলো প্রদ্যোৎ...আজ বরং বাইরে গিয়ে খাওয়া যাক। বাড়ির প্যান-প্যানানি রান্নার থেকে আজ একটা দিনের জন্য অন্তত মুক্তি পাওয়া গেছে।

অবিনাশের মুখ থেকে এরকম দুঃসাহসিক কথা শুনে প্রদ্যোৎ রীতিমতো চিন্তিত হয়।

—ভয় নেই। হোম অফিসে ফোন করে পারমিশন নিয়ে নিয়েছি। জাস্ট আজকের জন্য।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে অবিনাশ প্রদ্যোৎকে পোদ্দার কোর্টের উলটোদিকে একটা গলির ভেতর নিয়ে যায়। 'টাফাসুন' বলে একটা রেস্টুরেন্টে ওরা ঢোকে।

BanglaBook.org

—অরজিনালি এটা ছিল কুঙ্গা। টিবেটান রেস্টুরেন্ট।

প্রদ্যোৎ-এর অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলে অবিনাশ গোর্ড সুপ আর ডিপ ফ্রায়েড প্রন-ইন-শেল অর্ডার দেয়।

—যতদূর জানি এ দুটো প্রিপারেশন কলকাতার অন্য কোনও চাইনিজ রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না।

পেট পুরে খাওয়ার পর অবিনাশ বেয়ারার কাছে বিল চেয়ে পাঠায়।

প্রদ্যোৎ লক্ষ করে, টিপস দেওয়ার পর অবিনাশ বিলটা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে টেবিলেই রেখে আসে।

অফিসে ফিরে গিয়ে আর বিশেষ কাজকর্ম হয় না। অনেকদিন পর অবিনাশ আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার প্ল্যান করেছে।

সারাদিন ধরে অবিনাশকে একটা জিনিস জানানোর জন্য প্রদ্যোৎ-এর মন ছটফট করছিল। বিকেলবেলায় সেটা আর না বলে সে পারে না।

—স্যার, আপনার কথামতো আমি বই পড়া শুরু করেছি। মিউজিকও শুনব ভাবছি।

—বাঃ! এ তো খুব ভালো কথা...

প্রদ্যোৎ-এর কথা শুনে অবিনাশ খুশি হয়।

—তা, কী বই পড়ছ শুনি?

—স্যার...ডিটেকটিভের চাকরি করি যখন...ডিটেকটিভ থ্রিলার দিয়েই শুরু করি। আগাথা ক্রিসটির 'মার্ডার ইন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস' পড়ছি। তাতে সাংঘাতিক নাম করা এক ডিটেকটিভ রয়েছে...নাম হারকিউল পয়রট্।

ব্রীফকেস গুছিয়ে অবিনাশ তখন দরজার কাছাকাছি চলে গেছে। যাওয়ার আগে ও একবার স্মিত হাসি হেসে প্রদ্যোৎ-এর দিকে তাকায়।

—ওটা ফ্রেঞ্চ নাম তো...একটু গোলযোগের। উচ্চারণটা হবে এহ্‌কিউল্ পোহারো।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org